অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

-প্রকাশক-
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪৭

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রমথনাথ মান্না
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৫৯, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

মূল্য—২৷৷ টাকা

পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়ের হস্তে

এই পুস্তক

ভক্তি সহকারে

উৎসর্গ করিলাম।



গ্রন্থকার প্রণীত

—উপন্যাস—

যৌতুক	২॥০
শশিনাথ (২য় সংস্করণ)	২॥০
রাজপথ (২য় সংস্করণ)	৩৲
অমূল তরু (২য় সংস্করণ)	২৲
অমলা (২য় সংস্করণ)	২৲
অভিজ্ঞান	৩৲
অস্তরাগ	২॥০
দিকশূল	২॥০
সোনালী রঙ	২॥০
নবগ্রহ	১॥০
গিরিকা	১॥০
বৈতানিক	২৲
রাতজাগা	১॥০

অমলা

১

শীতকালের দিন,—পাঁচটা বাজিতে বাজিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসে। হরমোহন মুখোপাধ্যায় অফিস হইতে আসিয়া সামান্ত জলযোগ করিয়াই গৃহিণী প্রভাবতীকে কহিলেন, "একটা গায়ের কাপড় দাও, একবার বেরোতে হবে।"

স্বামী অফিস হইতে যখন আসেন, তখনই তাঁহার মুখে একটা গভীর চিন্তার রেখা প্রভাবতী লক্ষ্য করিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, হরমোহন জলযোগ করিলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। তাহার উপর হরমোহন বাহিরে যাইবেন শুনিয়া প্রভাবতী বুঝিলেন, নিশ্চয়ই একটা কোন অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে; কারণ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সন্ধ্যার পর হরমোহন গৃহ হইতে বাহির হইতেন না,—বিশেষতঃ শীতের রাত্রে।

চিন্তান্বিত হইয়া প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ শুক্‌নো দেখ্‌ছি; কি হয়েছে বল দেখি? কোথায় যাবে এখন?"

বিরক্তিবিরূপ মুখে হরমোহন কহিলেন, "একবার অমলার শ্বশুর-বাড়ী যেতে হবে। আজ অফিস যাওয়ার সময় তার শ্বশুরের একটা

চিঠি পেয়েছিলাম, তখন আর তোমাকে দেখাই নি। অফিসের কোটের পকেটে আছে, বার ক'রে দেখ।"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। অমলার শ্বশুর, অর্থাৎ হরমোহনের বৈবাহিক গোবিন্দনাথ, হরমোহনকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রে লেখা ছিল, "যে আপনার বংশগত কলঙ্কের কথা গোপন করিয়া ভদ্রলোকের ঘরে কন্যা সমর্পণ করে, তাহাকে আমি ইতর মনে করি। আমার গৃহে অব্রাহ্মণের কন্যার স্থান কিছুতেই হইবে না। আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিয়া আমি সমাজে পতিত হইয়াছি; যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিব। অদ্য হইতে আপনার কন্যা আমার পুত্রবধূ নহে। যত শীঘ্র সম্ভব আমি আমার পুত্রের বিবাহ দিব। আপনি আজ সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার কন্যাকে লইয়া যাইবেন; নচেৎ তাঁহাকে আজ রাত্রেই ভৃত্যের মারফৎ আপনার গৃহে পাঠাইয়া দিব।"

তিনমাস হইল হরমোহনবাবুর কন্যা অমলার সহিত বিজয়নাথের বিবাহ হইয়াছে। বিজয়নাথের পিতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই মহা বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্মের চরম গোঁড়ামীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এবং সামাজিক খুঁটিনাটির সামান্য ব্যতিক্রমও তিনি সহ্য করিয়া চলিতেন না। তাই কয়েক দিন হইতে একটা কোনও সংবাদ অবগত হইয়া তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য বিশেষরূপে অনুসন্ধান লইতেছিলেন। আজ প্রত্যুষে সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়ার পর, আর একদিনও অপেক্ষা না করিয়া, তদ্দণ্ডেই নূতন বৈবাহিক হরমোহনকে পত্র লিখিয়া ভৃত্যের মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন।

গোবিন্দনাথের পত্র পাঠ করিয়া প্রভাবতী চিন্তায় অবসন্ন হইয়া

পড়িলেন। হরমোহনের পিতামহের জন্ম সংক্রান্ত একটা কাহিনী বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। এক সময়ে তাহা লইয়া এমন একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহার ফলে হরমোহনের পিতাকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে হয়। কলিকাতায় সমাজ নাই, সুতরাং দলাদলির উপদ্রবও নাই। সমাজের জগন্নাথ-ক্ষেত্র কলিকাতায় আসিয়া হরমোহনের পিতা শান্তিলাভ করিলেন। মধ্যে আর কোনও গোলযোগ ছিল না। হরমোহনের বিবাহের সময়ে একবার সে কথা উঠিয়াছিল,—কিন্তু প্রভাবতীর পিতা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাহার পর আর কখনও এ প্রসঙ্গ উঠে নাই। গোবিন্দ-নাথের পত্রে যে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ ছিল তাহা বুঝিতে প্রভাবতীর বিলম্ব হইল না।

পত্রখানা মুড়িয়া রাখিয়া চিন্তিত মনে প্রভাবতী কহিলেন, "তুমি কি বলবে ?"

হরমোহন কহিলেন, "দেখি, যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মন থেকে ও কথাটা দূর করতে পারি।"

"অমলকে নিয়ে আসবে ?"

"সহজে আনব না। তবে যদি একান্ত না শোনে, তা হলে ত আর ফেলে আস্‌তে পারব না !"

প্রভাবতী কহিলেন, "এনো না। আজ যদি অমলা তোমার সঙ্গে চ'লে আসে, তাহলে ব্যাপারটা পাকা হয়ে দাঁড়াবে ; পরে আর পাঠান শক্ত হবে। আর একটা কথা, রাগারাগি কোরো না ; তুমি আবার একটুতেই রেগে ওঠ। তুমি যখন মেয়ের বাপ, তখন তোমাকেই নীচু হ'তে হবে।"

একটু বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া হরমোহন কহিলেন, "কেন, মেয়ের বাপ ব'লে আমার আত্মসম্ভ্রমের জ্ঞান থাকতে নেই না কি?"

প্রভাবতী দেখিলেন আর কথা বাড়াইলে বিপরীত হইবে, গৃহ হইতেই হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া যাইবেন। তাই, আর কোনও কথা না বলিয়া, একখানা গাত্রবস্ত্র আনিয়া হরমোহনকে দিলেন। দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া হরমোহন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

২

ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের অঞ্চলে গোবিন্দনাথের বৃহৎ অট্টালিকা। বৈঠকখানায় সুবিস্তৃত শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গোবিন্দনাথ আলবোলার দীর্ঘ নল হস্তে তামাক খাইতেছিলেন, এবং নিকটে বসিয়া প্রতিবেশী বিনোদ পাল চামচ নাড়িয়া উত্তপ্ত চা শীতল করিতেছিলেন।

মুখ হইতে নল সরাইয়া, বিনোদ পালের দিকে অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "কি হে? এ কথা জেনে শুনে বাড়ীতে স্থান দেওয়া যায়? তুমিই বল না। স্থান দেওয়া যায় কি?"

বিনোদ পাল চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়াই, পুনরায় ডিসের উপর নামাইয়া রাখিয়া, চামচ দিয়া একমনে চা নাড়িতে লাগিলেন।

"বল না হে? কথা কচ্ছ না কেন? তোমার হ'লে তুমি রাখতে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনোদ কহিলেন, "তা বটে। তবে কি না মেয়েটার জন্যে বড় দুঃখ হয়!"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "তা কি করব! সংসারের নিয়মই এই,—একজনের দোষে আর একজন কষ্ট পায়।"

কোন উত্তর না দিয়া বিনোদ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিলেন।

একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "বৌদিদির বাপ এসেছেন।"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এইখানে নিয়ে আয়।" বলিয়া পুনরায় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিনোদ পাল ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আমি তবে উঠি ভায়া।"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "বিলক্ষণ! তোমার সামনে সব কথা হবে ব'লেই ত' এই শীতে তোমাকে ডাকিয়েছি। তুমি বোস।"

"আমি থাকলে একটু অসুবিধা হবে না কি?"

"কিছু না।"

ধীরে ধীরে কক্ষে-প্রবেশ করিয়া হরমোহন গোবিন্দনাথকে নত হইয়া নমস্কার করিলেন। প্রতি-নমস্কার না করিয়া গোবিন্দনাথ অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটা চেয়ার দেখাইয়া কহিলেন, "বসুন।"

হরমোহন আসন গ্রহণ করিলে গোবিন্দনাথ কহিলেন, "গাড়ী নিয়ে এসেছেন ত'?"

মৃদুকণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "আজ্ঞে না।"

"কেন?"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হরমোহন একবার বিনোদ পালের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ বিনোদ সহজেই বুঝিলেন। কহিলেন, "গোবিন্দ, আমি এখন আসি ভাই।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন।

ব্যস্ত হইয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "না, না, বোস, বোস। তোমার সঙ্কুচিত হবার কোন কারণ নেই। এ অন্তঃপুরও নয়, আর মন্ত্রণা-ঘরও নয়,—এখানে কোনও গুপ্ত কথা হবে না।" আলবোলা হইতে কলিকা উঠাইয়া বিনোদের হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই নাও, তামাক খাও, তোমার পাশে হুঁকো রেখে গিয়েছে।"

হরমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ কহিলেন, "আগে উনি খান।" বলিয়া গোবিন্দনাথের আলবোলায় কলিকা রাখিতে গেলেন।

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "আমার ঘরে শুধু বামুন-কায়েতেরই হুঁকো আছে,—ওঁদের হুঁকো নেই। তা হলে বাজার থেকে নতুন হুঁকো আনাতে হয়। তুমি খাও।"

গোবিন্দনাথের কথা শুনিয়া হরমোহনের অন্তরে যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা প্রবেশ করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রভাবতীর উপদেশ মনে পড়িয়া গেল—রাগারাগি কোরো না,—মেয়ের বাপকে নীচু হতে হয়। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া হরমোহন নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিনোদ পাল অতিশয় সঙ্কুচিত এবং ক্লিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

হরমোহনের দিকে বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "গাড়ী আনেন নি, তা আপনার মেয়েকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন না কি? আপনার যদি তাতে পয়সার সাশ্রয় হয়, আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে পথ অনেকটা, একটা গাড়ীর বোধ হয় দরকার হবে।" বলিয়া একজন ভৃত্যের নাম করিয়া হাঁক দিলেন।

ভৃত্য আসিলে তাহাকে কহিলেন, "যা, একখানা ঠিকে গাড়ী নিয়ে আয়। শ্যামবাজার যাবে।"

আঘাতের উপর আঘাত খাইয়া হরমোহনের মন একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছিল। হৃদয়হীন অভদ্র গোবিন্দনাথকে শান্ত করিবার জন্য চাটুক্তি করিতে একেবারেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না,—বিশেষতঃ তাহা করিলেও যখন কোন উপকারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু দুর্ভাগিনী কন্যার স্নেহকরুণ মুখ স্মরণ করিয়া হরমোহন স্থির করিলেন, একবার ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। বিনোদপালের উপস্থিতির জন্য একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা করাও চলে না—

গাড়ী আসিয়া পড়িলে তখন আর সুবিধা হইবে না। হরমোহন কহিলেন, "দেখুন, আপনার চিঠি পেয়ে পর্য্যন্ত আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে! এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা,—আমার কোন পরম শত্রু আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে আপনাকে এ কথা বলেছে। আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি—"

হরমোহনের কথায় বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "আমার বিজ্ঞতায় আপনার যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তা হলে জানবেন, আমি আমার কোন কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রাখি নি। এ সংবাদ আমি আজ পাইনি,—প্রায় দশ দিন হ'ল পেয়েছি। যখন প্রথম পাই, তখন এ বিষয়ে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন ব'লে মনে করিনি; কারণ, সংবাদ ভুল হ'লে, অকারণ আপনার মনে কষ্ট দেওয়া হ'ত। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করেছি। সে যেমন-তেমন অনুসন্ধান নয়,—অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন লোক আপনাদের গ্রামেই গিয়েছে। তারা সকলেই আপনার পিতামহর বিষয়ে একই সংবাদ নিয়ে ফিরেছে।"

হরমোহন কহিলেন, "গ্রামে আমাদের শত্রুর অভাব নেই,—তারা সকলেই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এ কথা মন্দ নয়! ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করব না,—আর বিশ্বাস ক'রব আপনাকে!"

আত্মসম্বরণ করা হরমোহনের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কহিলেন, "কেন, আমি অভদ্র না কি?—"

গোবিন্দনাথ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে? যে অব্রাহ্মণ হয়ে এমন ক'রে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করে, তাকেও ভদ্র বলতে

হবে নাকি? আপনার বাড়ী থেকে আমি মেয়ে এনেছিলাম ব'লে তবু আমার পরিত্রাণের একটা পথ আছে,—যে আপনার ঘরে কন্যা সমর্পণ করবে, তার কি উপায় হবে বলুন দেখি! হাড়ি মুচি ডোমকেও ভদ্র বলতে পারি, কিন্তু আপনাকে পারিনে!"

গোবিন্দনাথের কথা শুনিয়া বিনোদ পাল মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। কড়িকাঠের দিকে উদাস ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই ভাই। তুমি যা করবে, তা ত করবেই, মিছে ভদ্রলোককে—"

বাধা দিয়া গোবিন্দনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "তুমি ভুল করছ বিনোদ! গোবিন্দ চাটুয্যে ভদ্রলোকের মর্য্যাদা রাখতে জানে,—ভদ্রলোককে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়ে অপমান করবে এত ইতর সে নয়! কিন্তু—"

বিনোদ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না; আমি তোমাকে চুপ করতেই বলেছিলাম, পুনরুক্তি করতে বলি নি। আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না।"

গোবিন্দনাথের দুর্ব্বাক্যের নিষ্ঠুর পীড়নে হরমোহনের মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে গোবিন্দনাথের দুর্ব্যবহার, এবং অপর দিকে কন্যার অনিষ্টের আশঙ্কা—এই উভয়ের নিষ্পেষণে হরমোহনের আত্মসম্মান এতক্ষণ উৎপীড়িত অথচ উপায়হীন হইয়া ছিল। সহসা তাহা যখন প্রবলভাবে সাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিনোদচন্দ্র ক্ষীণভাবে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করায় হরমোহন চিত্ত সংযত করিবার অবসর পাইলেন। বাষ্পের অতিরিক্ত চাপে বয়লার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন

সময় তাহার এক পাশে একটি ছিদ্র করিয়া দেওয়ায়, রুদ্ধ বায়ু সেখান দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নির্গত হইয়া সেই চাপ হাল্কা হইয়া গেল। অগ্নির মূর্ত্তি ধরিয়া যাহা জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল,—সহানুভূতির ক্ষীণতম আঘাতেই তাহা অভিমানে আকারে রূপান্তরিত হইল। হরমোহন কহিলেন, "আমি না হয় অভদ্র,—ধরুন, আমি আপনার নিকট কথাটা গোপন রেখে গুরুতর অপরাধ করেছি ; কিন্তু আমার মেয়ের ত' কোন অপরাধ নেই,—তাকে কেন পায়ে ঠেলবেন ? তার প্রতি দয়া করুন!"

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "একজন পাপ করে, আর অপর একজনকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়,—এই ত' সংসারের নিয়ম। প্রবঞ্চনা ক'রে ভদ্রলোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে, যদি নিজেদের সমাজের মধ্যে দিতেন, তা হলে আর আপনার মেয়ের কষ্টের কোন কারণ হোত না। আপনার মেয়ে কষ্ট পাবে বলে ত' আমি ধর্ম্মত্যাগ করতে পারি নে!"

হরমোহন তপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমার নিরপরাধ কন্যার সর্ব্বনাশ ক'রে ধর্ম্মের নামে আপনি যে মহা অধর্ম্ম করছেন, ঠিক জানবেন এর প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেও করতে হবে,—আপনিও বাদ পড়বেন না!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিকৃত স্বরে গোবিন্দনাথ কহিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত আমাকে ত' করতেই হবে। কিন্তু আপনার যুক্তিটা ঠিক বুঝলাম না ত! আপনার কন্যা যদি নিরপরাধ হয়, তা হলে একজন বেশ্যার মেয়েরই বা অপরাধ কোথায় ? তারও ত' জ্ঞানকৃত কোন দোষ বা পাপ নেই ?"

গোবিন্দনাথের এই তুলনার উক্তিতে হরমোহনের স্ত্রীর উপর প্রত্যক্ষ ভাবে হয় ত' কোনও আঘাত ছিল না,—কিন্তু হরমোহন তাহাই মনে করিয়া একেবারে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যের উপরে

কিছুক্ষণ হইতে প্রবলভাবে যে উৎপীড়ন চলিতেছিল সহসা তাহা যখন এইরূপে নির্ম্মম ভাবে সীমা অতিক্রম করিল, তখন হরমোহন কন্যার ইষ্ট-অনিষ্টের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন। শত শিখায় যাহা দাবানলের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, আর তাহাকে বৃথা আশা বা আশঙ্কায় চাপিয়া রাখা গেল না। উন্মত্তের মত হরমোহনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কহিলেন, "তোমার মত চামারের বাড়ী থেকে যত শীঘ্র আমার মেয়েকে নিয়ে যাই, ততই মঙ্গল! মনে করব, আজ হতে সে বিধবা হয়েছে, আজ নিজ হাতে তার সীঁথের সিঁদুর মুছে দেব! তোমার মত পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করলেই তার পাপ হবে!"

শুনিয়া গোবিন্দনাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। হরমোহনের দিকে তীক্ষ্ণ, কুঞ্চিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বটে! বিষ নেই,— কিন্তু কুলোর মত চক্র আছে দেখ্‌ছি যে! আমার বাড়ী ব'সে আমাকে অপমান? আমার জন-দশবার চাকর আছে,—একবার তাদের হাতে তোমাকে অর্পণ করব না কি? তাতে অবিশ্যি তোমার মানের ত্রুটি হবে না,—কিন্তু শারীরিক ক্লেশ একটু হতে পারে।" গোবিন্দনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দেবী সিং!"

প্রভুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবী সিং মুহূর্ত্তের মধ্যে কক্ষের ভিতর আসিয়া হাজির হইল, "হুজুর!"

ব্যস্ত হইয়া বিনোদ পাল কহিলেন, "গোবিন্দ, এ কি ছেলেমানুষী তুমি করছ? তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে!" বলিয়া বিনোদ দেবী সিংকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিনোদচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন, "নিকালো শুয়ার কো।" বলিয়া হরমোহনকে দেখাইয়া দিলেন।

চাকর দিয়া প্রহারের ইঙ্গিতে হরমোহন অপমানে এবং ঘৃণায় কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দনাথের আদেশ শুনিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; এবং বাঁশের মোটা লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দেবী সিংএর দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "খবরদার, এক পা এগোলে মাথা গুঁড়িয়ে দোব !"

বিড়ালের চেয়ে কুকুরের শক্তি অধিক, এ ধারণা বিড়ালেরও আছে, কুকুরেরও আছে ; কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় বিড়াল যখন সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া বিকট মুখভঙ্গীর সহিত ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ শব্দ করিতে থাকে, তখন কুকুরকেও আপনার শক্তির বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইতে হয়। নিরীহ হরমোহনকে গোবিন্দনাথ অসঙ্কোচে আক্রমণ করিয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা যখন হরমোহন নিজের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন গোবিন্দনাথ বা দেবী সিং কেহই ব্যাপারটা সুবিধার বিবেচনা করিল না। দেবী সিং মনে করিল, প্রভুর আদেশ পালন করিতে গিয়া পৈত্রিক মস্তককে ওরূপ গুরুতর ভাবে বিপন্ন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে ; এবং গোবিন্দনাথ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, বাক্যের ভিতরে যতই ঝাঁজ ভরিয়া দেওয়া যাউক না কেন তাহাতে মানুষের মাথা ফাটে না ; পরন্তু বাঁশের লাঠি অতিরিক্ত মোটা হইলে অবলীলাক্রমেই ফাটে। প্রথমে কাহার মস্তকের উপর বংশ-দণ্ডের পরীক্ষা করবেন, হরমোহন তাহাই ভাবিতেছিলেন কি না, ঠিক জানি না, এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় পরিচারিকার অনুবর্ত্তিনী একটি বালিকা মূর্ত্তি দেখা গেল। সেই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র হরমোহন বেগে ঝড়ের মত ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়া বালিকাকে দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "চল্ মা, চল্ মা! এ পাপ-পুরী যত

শীঘ্র ছেড়ে যেতে পারিস্ ততই মঙ্গল!" বলিয়া বালিকাকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ যখন মিলাইয়া গেল, তখন গোবিন্দনাথ তাকিয়ায় হেলান দিয়া কহিলেন, "আঃ, পাপ গেল!"

সে কথার অনুসরণে কোনও কথা না বলিয়া বিনোদচন্দ্র প্রস্থানের উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোবিন্দনাথ কহিলেন, "এরি মধ্যে চললে কেন হে? তামাক খেয়ে যাও।"

"না, আর বসব না। রাত হয়েছে।" বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেলেন।

৩

অমলা শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পাঁচ ছয় দিন পরে কোন এক অপরাহ্নে বিজয়নাথ তাহার দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া অন্যমনস্ক চিত্তে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কিয়দংশ তথা হইতে দেখা যাইতেছিল। তথায় নিম্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া কোনও বিষয় লইয়া তুমুল বচসা বাধাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কলহ বা কোলাহলের প্রতি বিজয়নাথের কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যে দুরন্ত বেদনা এই কয়েক দিন বুকের মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া নিরন্তর তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে, তাহারই নিরবশেষ আঘাতে তাহার সমস্ত চেতনা বিকল হইয়া ছিল। সে অসংলগ্ন ভাবে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাল্যকাল হইতেই সে মাতৃহীন। ভ্রাতা ও ভগ্নী কেহই তাহার ছিল না। বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান হইয়াও সে স্নেহ অপেক্ষা অধিকতর শাসনেরই মধ্যে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়-বিজ্ঞ কঠোর পিতার কর্ত্তব্য পরিচালনার অবকাশে মাঝে মাঝে গোবিন্দনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিনোদিনী আসিয়া মরুভূমির মধ্যে বৃষ্টিধারার মত, কিছুদিনের জন্য বিধি-নিয়ন্ত্রিত সংসারের মধ্যে একটা স্নেহ-সরসতার সৃষ্টি করিত; কিন্তু সে নিতান্তই মাঝে মাঝে। কঠিন পর্ব্বত যেমন গিরি-নির্ঝরিণীর উচ্ছ্বাসকে একটুও নিরোধ করে না, অবলীলাক্রমে নিজের কঠোরতার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেয়, ঠিক সেইরূপে গোবিন্দনাথ বিনোদিনীর সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা-অভিলাষ

কার্য্য-কলাপের নিম্নে শান্ত হইয়া থাকিতেন। সংসারে অমলা প্রবেশ করিবার পর বিজয়নাথের বৈচিত্র্যহীন জীবন কয়েক দিনের জন্য এক নূতন আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এক অচিন্তিত ঘটনার মধ্য দিয়া দীপ্তিটুকু চিরদিনের জন্য অপহৃত হইয়া গেল, রহিল শুধু অনপনেয় দাহ! শীতকালের দ্রুত-বিলীয়মান অপরাহ্লের অস্পষ্টতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা অপরিমেয় গ্লানি ও ঘৃণায় সমগ্র বিশ্ব-সংসারের উপর বিজয়নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল তাহার জীবনটা যেন এক বজ্র-বিদীর্ণ মহীরুহ, পত্র-পুষ্প যাহা কিছু সব জ্বলিয়া গিয়াছে, শুধু নিষ্ফল দেহটা মাটির নিম্নের শিকড় অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পদশব্দে বিজয়নাথ ফিরিয়া দেখিল কক্ষে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়াছে। কোন প্রশ্ন না করিয়া সে নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"দাদাবাবু, আপনাকে কর্ত্তামশাই ডাকছেন।"

"কেন? কি দরকার?"

ভৃত্য প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

ক্ষণকাল অলস ভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিরক্তি সহকারে বিজয়নাথ শয্যাত্যাগ করিল; তৎপরে নিম্নতলে বৈঠকখানায় গোবিন্দনাথের নিকট উপস্থিত হইল।

গোবিন্দনাথ বৈঠকখানায় একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, বিজয়-নাথকে দেখিয়া কহিলেন, "বোস।"

বিজয়নাথ উপবেশন না করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া গোবিন্দনাথ কহিলেন,

"তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি। পঁচিশে মাঘ তোমার বিবাহ দোব।"

বিজয়নাথের উত্ত্যক্ত বিদ্রোহী মন এই প্ররোচনায় একেবারে সংযমহীন হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কোনও রূপে নিজেকে শান্ত করিয়া লইয়া সে কহিল, "স্থির করবার আগে আমাকে ডাকলে ভাল হোত।"

"কেন?"

বিজয়নাথ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তা হলে যাদের সঙ্গে কথা স্থির করেছেন, তাদের নিকট অপ্রতিভ হবার কারণ ঘটত না।"

গোবিন্দনাথ তামাক টানিতেছিলেন; বিজয়নাথের কথা শুনিয়া আলবোলার নলটা ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বিজয়নাথের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝলাম না। অপ্রতিভ হবার কারণ কেন ঘটবে?"

বিজয়নাথ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি বিয়ে করব না।"

"কেন?"

একটু ইতস্তত: করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "প্রবৃত্তি নেই।"

উত্তর শুনিয়া গোবিন্দনাথ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তুমি যখন এতটা প্রবৃত্তিবাজ হয়ে উঠেছ, তখন কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে জানা দরকার। হরমোহনের মেয়েকে কি তুমি ত্যাগ কর নি?"

বিজয়নাথ কহিল, "যে কথা শেষ হয়ে চুকে গেছে, সে কথা আবার নতুন ক'রে তুলে লাভ কি? সে বিষয়ে ত' আমার সঙ্গে আপনার সব কথা হয়ে গিয়েছে।"

"তবে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি নেই কেন?"

বিজয়নাথ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "ঠিক সেই জন্তেই প্রবৃত্তি নেই। এবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে, বলা যায় না ত দুদিন পরে তাকেও হয়ত আবার ত্যাগ করতে হ'তে পারে। তার চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল।"

পুত্রের এ কৈফিয়তে গোবিন্দনাথ কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। বিজয়নাথের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও তিরস্কার নিহিত ছিল, তাহা তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিল। আরক্ত নেত্রে বিজয়নাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলতে চাও যে, এখন থেকে তুমি আমার কোন কথা মেনে চলবে না, নিজের স্বাধীন মতে চলবে?"

বিজয়নাথ কহিল, "না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনে, কিন্তু এটুকু আপনাকে জানাচ্ছি যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ আমি করব না। অতএব অনর্থক আপনি সে বিষয়ে কারো সঙ্গে কথা কয়ে অপদস্থ হবেন না।"

গোবিন্দনাথের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি আমাকে এত দুর্ব্বল মনে কোরো না যে, তুমি আমার একমাত্র ছেলে ব'লে তোমার সব রকম উপদ্রব আমি সহ্য ক'রে চলব!"

অমলাকে পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে আলোচনার সময়ে গোবিন্দনাথ একবার বিজয়নাথকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অমলাকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলে তিনি বিজয়নাথকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। পুনরায় গোবিন্দনাথকে সেইরূপ ইঙ্গিত করিতে দেখিয়া বিজয়নাথের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এরূপ হীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আপনার সম্পত্তির লোভে আমি সব রকম অত্যাচার সহ্য ক'রে চলব, আমাকেও তত

দুর্ব্বল মনে করবেন না। আপনার রক্ত আমার শরীরে আছে; আমি আপনার পোষ্যপুত্র নই!"

এত বড় কথার উত্তরে গোবিন্দনাথ কোনও কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

গোবিন্দনাথের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিজয়নাথ কহিল, "এ বিষয়ে আপনি যা স্থির করবেন, তা আমাকে জানাবেন। যে বিষয়ে আমি আপত্তি জানিয়ে গেলাম তা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আমার আপত্তি হবে না।" বলিয়া তথা হইতে সে প্রস্থান করিল।

মানুষের আয়ুর শেষ আছে, কিন্তু জ্ঞানের শেষ নাই, সে কথা সেদিন গোবিন্দনাথ কতকটা বুঝিয়াছিলেন।

সময় জিনিষটা এমন যে, তাহার গতিকে আর কিছু না বলিলেও অবাধ বলা নিশ্চয় চলে। সুখ দুঃখ, রোগ শোক, হাস্য রোদন কোন কিছুরই খাতিরে তাহার অন্ধ অবিশ্রাম গতি এক মুহূর্ত্তেরও জন্য সংহৃত থাকে না। তাই হরমোহনের বেদনাপীড়িত সংসার দুঃখের গুরুভার বহন করিয়াও জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিল। চলার অবশ্য প্রভেদ আছে; কেহ সুখের হাওয়া-গাড়ীতে অবলীলাক্রমে চলিয়াছে, কেহ দুঃখের ভগ্নপদে সকাতরে চলিয়াছে। কিন্তু চলা ভিন্ন কাহারও উপায়ান্তর নাই, চলিতেই হইবে।

শ্বশুর গৃহ হইতে অমলার বহিষ্কৃত হওয়ার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয়ের ক্ষতর উপর কালের প্রলেপ পড়িয়া পড়িয়া ক্রমশঃ তাহা অধিক হইতে অল্প হইয়া আসিয়াছে; দুর্ভাগিনী কন্যার দুরদৃষ্ট লইয়া তাঁহাদের যে মনঃকষ্ট এখন তাহার সহিত তাঁহারা অনেকটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই স্বামিত্যক্তা কন্যাটিকে তাহার সীমান্তে সিন্দুর এবং হস্তে লৌহবলয় থাকা সত্ত্বেও বিধবারই মত মনে করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের কন্যাও যাহাতে তাহার যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত কিছু মনে না করে, সে বিষয়েও তাঁহারা মনোযোগী হইতেছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে অমলার চিত্তের গতি তাহার পিতামাতার অনুগামী ত ছিলই না, বরং বিপরীত ছিল। যে-দিন বৈবাহিকের সহিত বচসা করিয়া হরমোহন অমলাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন, সেদিন পিতা-

মাতার চাঞ্চল্য দেখিয়া অমলারও মন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেদিন তাহার বালিকা-হৃদয়ে সে তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই এখন যাহা সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন তাহার চিত্তে বাসনা-কামনার উন্মাদনা ছিল না, তাই ক্ষতির মাপকাঠিও ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু তাহার পর এই তিন বৎসরে ক্রমশঃ তাহার দেহ ও মনে যৌবনের প্রবল প্লাবন যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য উপদ্রব হইতে সে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? পলে পলে ক্রমশঃ যাহা সঞ্চিতই হইয়া উঠিতেছে, অথচ সার্থকতার বিস্তৃত প্রবাহে প্রশান্ত হইয়া বহিয়া যাইবার উপায় নাই, তাহা উদ্দাম না হইয়া আর কি হইবে?

প্রথমে অমলা ব্যাপারটাকে নিতান্ত সামান্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। পিতায় শ্বশুরে বচসা, কোনপ্রকার গুরুতর কারণ তাহার অজ্ঞাত, কাজেই অল্প দিনে মিটিয়া যাইতে বাধ্য। স্বামীর নিকট সে যে শুধু নিরপরাধ তাহাই নহে; এই অল্পদিনের মধ্যেই সে যে স্বামীর হৃদয় অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল সে জ্ঞানও তাহার ছিল। তবে কেন সে স্ত্রীর সহজ এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবে? কেন সে মনে করিবে যে, পাপ না করিয়াও সমস্ত জীবন তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? কিন্তু কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন না আনিয়া যখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, তখন অমলা ব্যস্ত হইয়া বিজয়নাথকে কয়েকখানি পত্র লিখিল। প্রথমে সহজ পত্র, তাহার পর অভিমান, তাহার পর ক্রোধ, সর্ব্বশেষে মিনতি। প্রত্যেক পত্রটি লিখিয়া উত্তরের অপেক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত; মনে মনে বিজয়নাথের পত্রের মর্ম্ম কল্পনা করিত। অকারণ-নিষ্ঠুর আচরণের

জন্য পত্রমধ্যে কত দুঃখ, কত অনুতাপ প্রকাশ; তাহার পর সেই অসঙ্গত অপরাধ-স্খালনের জন্য কি ব্যাকুল ও কাতর ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করা! পত্রের প্রতি অক্ষর যেন দুঃখ ও বেদনার এক একটি পর্দ্দা! নিজের অনুযোগ ও ভৎসনা-তীক্ষ্ণ পত্রের উত্তরে বিজয়নাথের কল্পিত কাতর পত্র পাঠ করিয়া অমলা মনে মনে কুণ্ঠা ও ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পর একদিন বসন্তের কোনো এক অপূর্ব্ব সন্ধ্যায়, যখন প্রকৃতি গন্ধে-বর্ণে, পুষ্পে-গীতে, প্রমত্ত কামিনীর মত লালসা-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; মলয় পবন, চন্দ্র কিরণ ও পাপিয়ার তান মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত রসায়ন প্রস্তুত হইয়াছে; এবং সেই উগ্র আসব পান করিয়া বিশ্ব বিবশ হইয়া টলমল্ করিতেছে; মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সহসা বিজয়নাথ আসিয়া উপস্থিত হইবে,—ব্যথিত, অনুতপ্ত! চক্ষে আকুল আগ্রহ, বক্ষে ব্যাকুল প্রেম! অমলা মুদ্রিত কলিকার মত, সঙ্কুচিত শুক্তির ন্যায় আপনাকে আপনার মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া কঠিন হইয়া অবস্থান করিবে,—সংজ্ঞাহীন, শব্দহীন, অসাড়! তাহার পর আবেদন নিবেদন মিনতি বিনতি; তাহার পর সহসা কখন্ চক্ষের পলকে বাহুতে কণ্ঠে, অধরে অধরে বক্ষে বক্ষে নিবিড় মিলন!

কিন্তু হায়, কোথায় সে অধীর উন্মত্ত মিলন! কোথায় পত্র-পত্রোত্তর! কোথায় বসন্তের মদালস সন্ধ্যা! এ যে নিদাঘের দুঃসহ প্রদাহে সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল!

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া ক্রমশঃ, মেঘের মধ্যে বজ্রের মত, অমলার অন্তঃকরণে দুঃখের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল। মনের যখন এইরূপ অধীর বিদ্রোহী অবস্থা তখন সহসা এক দিন অমলার জীবন-পথে প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সহিত অর্থ সংযুক্ত হইলে মানুষ যে পথের পথিক হয়, প্রমথনাথের নিকট সে পথের কোনো সন্ধান-সন্ধি অজ্ঞাত ছিল না। সমঝদার ব্যক্তিরা বলিত, এ বিষয়ে প্রমথ অদ্ভুত কৌশলী; উপমার ভাষায়, নারী-মৃগয়ায় সে নিপুণ শীকারী। কোনো চকিতা ত্রস্তা হরিণীকে ধরিতে হইলে, কখন্ তাহার কর্ণে বংশীর কোন্ রাগিণী বর্ষণ করিতে হইবে, কোন্ পথে তাহার গতি অপ্রতিহত রাখিতে হইবে এবং কোন্ পথে রোধ করিতে হইবে, পদস্খলনের জন্য কখন্ তাহার পথে প্রচ্ছন্ন গহ্বর প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং কোন্ পরম এবং চরম অবসরে তাহার চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত জাল ধীরে ধীরে কিম্বা দ্রুতবেগে গুটাইয়া লইতে হইবে, সে সকল কৌশল এ ব্যাধের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। গতিকে সে এমন মন্দ করিতে জানিত যে, দেখিলে তাহাকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হইত; এবং উদ্দেশ্যকে সে এমন প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত যে, শীকার তাহার করায়ত্ত হইয়াও তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত না।

অমলার সহিত প্রমথর একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু তাহা এতই সুদূর যে, সম্পর্ক অপেক্ষা সম্পর্কের অভাবই তাহার দ্বারা অধিক সূচিত হইত। অমলা প্রমথনাথের দূর সম্পর্কিণী মাসীর ননদ-কন্যা। কিন্তু দূরকে নিকট করিয়া লইবার কৌশল যাহার জানা আছে, তাহার নিকট কোন দূরত্বই দূর নহে। তাই সেদিন যখন হরমোহনের গৃহে উপস্থিত হইয়া অমলাকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে অন্তরালে যাইবার

অবসর না দিয়াই প্রমথ বলিয়া উঠিল, "কি অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে আছে ত ?" তখন অমলার গমনোদ্যত চরণ সহসা গতি হারাইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সম্পর্ক ধরিয়া যে ডাক দিয়াছে, তাহাকে লজ্জা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, এমন নির্লজ্জ অতি অল্পই আছে।

অমলার মুখে কিন্তু প্রমথর প্রশ্নের কোন উত্তর আসিল না ; সে লজ্জারক্তিম মুখে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

প্রভাবতী হাস্যমুখে কহিলেন, "মনে নিশ্চয়ই আছে, তবে বছর চার পাঁচ তোমার দেখা ত' আমরা পাই নি। প্রমথকে প্রণাম কর অমলা।"

অমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রমথকে প্রণাম করিল। অবনতা অমলার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া প্রমথ কহিল, "চিরসুখী হও।" অমলা সরিয়া আসিয়া জননীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

প্রমথর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভাবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। "সুখ আর কোথায় বাবা ? সুখের পথে ত' বিধাতা চিরদিনের জন্য কাঁটা দিয়েছেন !"

কথাটা প্রমথ ভালরূপই জানিত, কিন্তু তদ্বিষয়ে যেন সে কিছুই জানে না সেইভাবে সবিস্ময়ে বলিল, "কেন বল দেখি ? কি হয়েছে ?"

প্রভাবতী সংক্ষেপে কিন্তু ধীরে ধীরে প্রায় সব কথাটাই বলিয়া গেলেন। বসিয়া থাকা অপেক্ষা উঠিয়া যাইতেই বেশী লজ্জা করিতেছিল বলিয়া উঠি উঠি করিয়াও অমলা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কাহিনী শুনিতে লাগিল, এবং সেই সকরুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ছলনার মধ্যেও প্রমথর মুখে মাঝে মাঝে বিরক্তি ও ঘৃণার সুপরিস্ফুট চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাহিনী সমাপ্ত হইলে প্রমথ ক্ষণকাল এরূপ নির্ব্বাক হইয়া রহিল যে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়াও প্রভাবতীর, এবং তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াও অমলার মনে হইল যে দুঃখে, ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অবশেষে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া চাপা গলায় প্রমথ যখন কয়েকটা দুর্ব্বোধ্য ইংরাজী বাক্য উচ্চারণ করিল, তখন তাহার মর্ম্ম কিছুমাত্র না বুঝিয়াও প্রভাবতী ও অমলা বুঝিল যে, গোবিন্দনাথ ও বিজয়নাথের প্রতি সেগুলা কঠোর কটূক্তি।

সমবেদনার প্রভাবে প্রভাবতীর চক্ষে জল আসিল। অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "এ যে আমার কি শাস্তি হয়েছে বাবা! এর চেয়ে যদি মেয়েটা—" বাকি কথা মুখেই রহিয়া গেল, এত দুঃখেও কন্যার অকল্যাণের বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইল না।

মুখ বিকৃত এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রমথ কহিল, "কি বলব মাসিমা, এর ওষুধ হচ্ছে চাবুক, ঘোড়ার চাবুক!" কিন্তু বক্র কটাক্ষে এক নিমেষে অমলার মুখের ভাবে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, বিজয়ের এর মধ্যে কোনো দোষ নেই, বাপের বর্ত্তমানে সে কি করতে পারে বল? লেখাপড়া শিখে সে যে নিজের ইচ্ছায় এমন জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তুমি ঠিক জেনো মাসিমা, সময়ে এসব ঠিক হয়ে যাবে।"

ব্যথিত স্বরে প্রভাবতী বলিলেন, "একদিন আমিও এই আশাই করতাম। কিন্তু আর আমার সে আশা নেই। তাই যদি তার মনে থাকত তাহলে এই তিন বৎসরে মেয়েটাকে অন্ততঃ একখানা চিঠিও ত দিতে পারত? আচ্ছা, তা না-হয় নাই দিলে, কিছুদিন আ:গ পথে

এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এঁরা কথা কইতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা না ক'য়ে পাশ কাটিয়ে চ'লে গিয়েছিল। তবে আর ভাল বলি কাকে বল ?"

কথাবার্ত্তার গতি ক্রমশঃ যে রূপ ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে আর কোন প্রকারেই অমলার সেখানে বসিয়া থাকা চলিল না। উঠিবার সঙ্কোচ কোনো প্রকারে অতিক্রম করিয়া সে উঠিয়া পড়িতেই প্রভাবতী বলিলেন, "অমলা, প্রমথর জন্যে জলখাবার নিয়ে এস ত মা। এই রোদে বাছার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে !"

জলখাবারের জন্য মৃদু আপত্তি করিয়া প্রমথ পুনরায় পূর্ব্ব কথা পাড়িল। অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বলিল, "এ সব কথা আমাকে আগে জানাও নি কেন মাসিমা ? আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা এতদূর গড়ান সত্ত্বেও আমি মিটিয়ে দিতে পারব।"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার একটা অধীর আগ্রহ বহন করিয়া, অমলা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রমথর আশ্বাস-বচন শুনিয়া তাহার অসাড় বিমুখ হৃদয় সহসা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিত হইয়া উঠিল,—আশার আনন্দে নহে, কৌতূহলের উত্তেজনায় ; যে পথের লৌহ-দ্বারে অদৃষ্ট কঠিন অর্গল দিয়া দিয়াছে, সেখানে আর ব্যবস্থা করিবার কি বাকি আছে, তাহাই জানিবার আগ্রহে।

প্রভাবতী কিন্তু আশায় ও আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁহার মনে এক মুহূর্ত্তও সুখ ছিল না। কালের প্রভাবে দুঃখের সে তীব্র ক্লেশ কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা বদ্ধ-গভীর বেদনা হৃদয়কে নিরন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত। তাই এই দুর্ব্বহ পারিবারিক অমঙ্গল হইতে উদ্ধার পাইবার

বিন্দুমাত্র আশ্বাস পাইয়াই তাঁহার মন সম্ভাবনা অসম্ভাবনার বিচার না করিয়াই একেবারে নাচিয়া উঠিল।

"তা যদি পার বাবা, তা হলে, তুমি পেটের সন্তানের তুল্য তোমাকে আর বেশী কি বলব, পোড়ারমুখীর একটা কিনারা হয়। তা না হলে, মা হয়েও এ কথা আমার মুখে বাধছে না, ওর থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

অমলা যতক্ষণে প্রমথর জন্য জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল, ততক্ষণে প্রমথ আশা ও আশ্বাসের প্রয়োগে প্রভাবতীর মন সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবিয়া প্রভাবতীর অনুশোচনা হইতেছিল যে, মনান্তরের প্রথম সূচনার সময়ে প্রমথ কেন আসে নাই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই নিদারুণ বিপত্তি ঘটিতেই পারিত না। এত দুঃখের পরও যাঁহার করুণায় পরিত্রাতা রূপে আজ প্রমথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার চরণোদ্দেশে প্রভাবতী শতবার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

এক হস্তে একখানা রেকাবে কিছু আহার্য্য ও অপর হস্তে এক গ্লাস জল লইয়া অমলা প্রবেশ করিল, এবং প্রমথর অনতিদূরে একখানি আসন পাতিয়া, আসনের সম্মুখে জল-হাত বুলাইয়া জলখাবারের পাত্র ও জলের গ্লাস রাখিয়া মুখ তুলিতেই প্রমথর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সম্পর্কের হিসাবে প্রমথ অমলার দাদা, তা সে সম্পর্ক যত সুদূরই হউক না কেন; এ পর্য্যন্ত বাক্যে ও আচরণে প্রমথ সেই সম্পর্কেরই হিসাব রাখিয়া আসিয়াছে, এবং গৃহে পদার্পণ করিয়া অবধি সে অমলার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ইষ্টসাধন করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া, অন্ততঃ বাহ্যতঃ, অমলার একজন পরম শুভানুধ্যায়ী রূপে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছে। প্রমথর স্বপক্ষে এ সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, মনুষ্য-

মস্তিষ্ক-নিহিত আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই হউক অথবা অপর যে কারণেই হউক, প্রমথকে ততখানি শুভানুধ্যায়ী বলিয়া অমলার মনে হইল না, যতখানি প্রভাবতীর মনে হইতেছিল। প্রমথর সহিত চোখো-চোখি হইতেই অমলার মনে হইল যে, প্রমথর সেই তীব্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে যে জিনিষটা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, তাহা ঠিক করুণা বা উপচিকীর্ষার মতই স্নিগ্ধ নহে। সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করিল।

অমলা যখন অবনত হইয়া জলখাবার দিতেছিল, তখন তাহার আনত-আরক্ত মুখের উপর প্রমথ ও প্রভাবতী উভয়েরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া ছিল। মানুষের মন এত সহজে ও সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে, এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মন এত কাছাকাছি ও পাশাপাশি থাকিয়াও কোনো প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিল না। প্রভাবতী নিশ্চিন্ত প্রসন্ন মনে যখন বুঝিয়া রহিলেন যে, প্রমথর পরদুঃখকাতর হৃদয়ে সহানুভূতি ও হিতৈষণার সুধা ক্ষরিত হইতেছে, ঠিক তখন তথায় লালসা ও শঠতার রাসায়নিক ক্রিয়া পূরাদস্তুর চলিতেছিল।

হরমোহন আফিস হইতে আসা পর্য্যন্ত প্রভাবতী প্রমথকে ছাড়িলেন না, এবং প্রমথও সহজেই সে পর্য্যন্ত থাকিয়া গেল।

প্রমথর মুখে সকল কথা শুনিয়া হরমোহন বলিলেন, "আমার ত একটুও মনে হয় না যে, সে পাষণ্ডকে তুমি কোন রকমে রাজি করতে পারবে। তবে বিজয় যখন তোমার বন্ধু বলছ, তখন চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। কিন্তু তার বিষয়েও আমার কোনো আশা নেই, সে-ও তার বাপেরই মত নির্ম্মম ব'লে আমার মনে হয়।"

কক্ষের বাহিরে দ্বার-পার্শ্বেই যে অমলা ছিল, তাহা প্রমথ, চক্ষে দেখিতে না পাইলেও, অনুমানে বুঝিয়াছিল। ঘরের বাহির হইতেও

যাহাতে কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ উচ্চকণ্ঠে সে বলিল "গোবিন্দ-বাবুর বিষয়ে আপনি যাই বলুন মেসোমশায়, আমি তাতে আপত্তি করব না ; কিন্তু বিজয় আমার বন্ধু, তাকে ত আমি চিনি। সে কখনো নিজের ইচ্ছায় এ ব্যাপার করে নি। সে যখন স্বাধীন ভাবে চলতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই তার ত্রুটি শুধ্‌রে নেবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন মনে মনে হাসিলেন ; মুখে বলিলেন, "তা বেশ ত, তুমি চেষ্টা ক'রে দেখ। যদি সফল হও ত একটা নিরীহ বালিকার ব্যর্থ জীবন সার্থক করবে। কিন্তু দোহাই বাবা, আমাকে যেন এর মধ্যে টেনো না। আমি আর জীবনে গোবিন্দা হারামজাদার সঙ্গে বাক্যালাপ করব না, তা যদি সে এসে আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চায়, তবুও নয়।"

একটু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "না, এর মধ্যে আপনার সাহায্য আমি একেবারেই চাইব না। তা ছাড়া, ঠিক অবসর না বুঝলে আমিও এ বিষয়ে কথা পাড়ব না। দেরী যদি হয়, তাহলে মনে করবেন না যে, আমি নিশ্চেষ্ট রয়েছি, বা চেষ্টা নিষ্ফল হোলো।"

হরমোহন বলিলেন, "না, না, সে তুমি যেমন ভাল বুঝবে, করবে। কখনই যে ঘটনা ঘটবে না ব'লে আমার বিশ্বাস, সে ঘটনা কেন শীঘ্র ঘটছে না ব'লে আমি কখনো অধীর হব না।"

পুনরায় হাসিয়া প্রমথ বলিল, "আপনি যখন আমাকে এমন অবাধ অবসর দিচ্ছেন, আর মনে সফলতার একটুও আশা রাখছেন না, তখন আমার মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয় সফল হব।"

এক পেয়ালা গরম চা নিঃশেষ করিয়া প্রমথ বাহিরে আসিয়া গৃহ-কার্য্যরতা প্রভাবতীকে বলিল, "মাসিমা, আজ তাহলে চল্লাম।" তাহার

পর অদূরে দণ্ডায়মানা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অমলা, পান্ থাকে ত দু চারটে দাও, অনেকখানি রাস্তা চলতে হবে।"

ব্যস্ত হইয়া প্রভাবতী বলিলেন, "অমল, শীগ্‌গীর তোমার প্রমথ দাদাকে পান দাও ; যদি সাজা না থাকে ত সেজে দাও।" প্রমথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে গেছে, দুটি খেয়ে যাও না বাবা ?"

স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "এ ত বাড়ীর কথা মাসীমা, দরকার হ'লে চেয়ে খেয়ে যাব। কিন্তু আজ নয়, আজ আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।"

"তবে শীগ্‌গীর আর একদিন এসো।"

"তা আসব অখন। পান সাজা না থাকলে দরকার নেই অমলা, আমি চল্লাম।" বলিয়া প্রমথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

"না, না, দেরী হবে না ; সেজে দিচ্ছে। পান নিয়ে তবে যেয়ো।" ।লিয়া প্রভাবতী রন্ধনালয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পাশের একটা ঘরে অমলা তাড়াতাড়ি পান সাজিতে বসিয়াছিল, প্রমথ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

"পান সাজতে হ'ল অমল ? মশলা দিলেই ত পারতে ? তাই াও না।"

এই অতি-ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনে লজ্জিত হইয়া অমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে অবনত মস্তকে বলিল, "দেরী হবে না, একটু াঁড়ান।"

বিস্ময়াতিশয্যের সুরে প্রমথ বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান কি রকম কথা অমলা ! আপনার লোককে কখনো আপনি বলতে আছে ? দাঁড়াও !"

এই আত্মীয়তাসূচক ভৎর্সনায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া অমলা

মাথা নত করিয়া রহিল। তৎপরে চার খিলি পান মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে প্রমথর দিকে আগাইয়া ধরিল।

অমলার হস্ত হইতে পান লইয়া স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "আচ্ছা আজকে ক্ষমা করলাম; কিন্তু ফের যদি কোনো দিন এমন অবিবেচনার কাজ কর, তাহলে সকলের সামনে তোমাকে আপনি ব'লে সম্বোধন ক'রে শাস্তি দোব। আর এমন ভুল হবে না ত?"

অগত্যা অমলাকে মৃদুহাস্য সহকারে বলিতে হইল, "না।"

"বেশ!" বলিয়া প্রমথ প্রফুল্লমুখে প্রস্থান করিল।

পর দিন প্রাতে প্রমথ তাহার এক বিশেষ অনুগত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল। বন্ধুর নাম মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়।

মাণিক গৃহেই ছিল, বাহিরে আসিয়া প্রমথকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিল, "কি প্রমথ, এত সকালে কি মনে ক'রে ?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে মহাজন করতে।"

"মহাজন করতে ? কার মহাজন হে ?"

ইতস্ততঃ দেখিয়া লইয়া প্রমথ মাণিকলালের কর্ণে মৃদুস্বরে কথা বলিল।

"কি রকম ?" বলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মাণিক প্রমথর প্রতি চাহিয়া রহিল।

"সব না শুনলে বুঝতে পারবে না। তোমার সঙ্গে বিশেষ একটু পরামর্শ আছে। কোথায় বসবে বল ?"

"এইখানেই বোস না। এখানে এখন কেউ আসবে না।"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। প্রমথ বলিল, "কি হে, পারবে ত ?"

প্রমথর কথা শুনিয়া মাণিক শুধু ঈষৎ হাস্য করিল, প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিল না।

প্রমথ বলিল, "তা হলে আর দেরী ক'রে কাজ নেই, এখনই বেরিয়ে পড়। আমি সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। নাম আর ঠিকানাটা কাগজে লিখে নাও।"

খরের একরাশ টাকা জলে ফেলা। তারপর সমন ধরাবার জন্তে পেয়াদার কাছে খোসামুদী, তারপর এত কিষ্টে যদি মামলা ডিক্রী হ'ল ত' ডিক্রীজারীর ব্যবস্থা, বাড়ী ক্রোক করানো, নিলাম করানো। তারপর আপনার হাণ্ডনোটের টাকা, বাড়ীখানি যদি কোথাও বাঁধা থাকে, তা হলে—"

চিন্তিত মুখে প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "থামুন মশায়, থামুন! আমি এত কথা না ভেবেই চিন্তিত হয়ে আছি, আমাকে আর বেশী ভয় দেখাবেন না! এখন উপায় কি বলুন দেখি?"

গম্ভীর মুখে মাণিক বলিতে লাগিল, "বাড়ী যদি বাঁধা থাকে ত আপনার টাকা ঘুস্তড়ীর ট্যাকে গেল। তারপর আপনি যদি নিতান্ত চক্ষুলজ্জাহীন হন ত' বন্ধুর বিরুদ্ধে দেহ গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা, বন্ধুকে জেলে দেওয়া; তারপর তাকে বসিয়ে ছ' মাস ধ'রে খাওয়ান (তর্জ্জনী হেলাইয়া) আপনার নিজের খরচে!"

মাণিককে আর অধিক বলিবার অবসর না দিয়া প্রিয়নাথ ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "তা'হলে আপনি বলতে চান কি? আমি হাণ্ডনোটখানার টিকিট ছিঁড়ে আপনাকে দিয়ে দোব, আর আপনি গিয়ে সেখানা হরমোহনকে ফেরৎ দেবেন?"

মুচকিয়া হাসিয়া জিভ কাটিয়া মাণিক বলিল, "রামচন্দ্রঃ! তা'হলে আপনার আর উপকার করলাম কি? আপনি কতকটা ঠিক বলেছেন, আমি আপনার হাণ্ডনোটখানা নিয়ে যেতে চাই বটে, কিন্তু সুদে আসলে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দিয়ে তবে!"

"কি রকম?" প্রিয়নাথের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

ধীর গম্ভীর স্বরে মাণিক বলিল, "ঠিক যে-রকম বলছি। আপনি

যদি রাজি থাকেন, আজ বৈকালেই হ্যাণ্ডনোটখানা কিনে নিতে রাজি আছি।"

"কিনে নিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সত্যি কথা?"

"সত্যি কথা।"

"পরিহাস করছেন না?"

"পরিহাস করছি নে। পরিহাস করবার মত আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার নেই।"

প্রিয়নাথের মুখ দিয়া আর কোনো বাক্য বাহির হইল না, শুধু বিস্ময়-বিমূঢ় ছুটি চক্ষু মাণিকের মুখে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

মাণিক বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, এত বিপদের ভয় দেখিয়ে এ লোকটি স্বেচ্ছায় সেই বিপদে নিজেকে কেন বিপন্ন করতে চাচ্ছে। কেমন, ঠিক নয়?"

ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়। তবে হ্যাঁ, আচ্ছা ওই কথাটারই জবাব দিন না।" তাহার পর হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ওরে খোকা! শীগ্‌গীর একডিবে পান নিয়ে আয়!"

মনে মনে হাসিয়া, প্রকাশ্যে ঈষৎ চিন্তার ভাব দেখাইয়া, মাণিক কহিল, "কথাটা আপনাকে বলতে পারি, যদি এই আশ্বাসটুকু পাই যে, কথাটা আর কেউ জানবে না।"

ব্যস্ত হইয়া প্রিয়নাথ বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে না, কিছুতেই নয়,

কোনো মতেই নয়! তবে যদি আপনার দ্বিধা হয়, কাজ কি, নাই শুনলাম! নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ আছে। আর যদি নাই থাকে, তাতে আমার কি এসে গেল!"

মাণিক বলিল, "বিলক্ষণ! আপনি যখন কথা দিচ্ছেন, তখন আবার দ্বিধা কি। তবে আপনি যখন বলছেন, সঙ্গত কারণ আছেই, আর না থাকলেও আপনার কিছু এসে যায় না, তখন না হয় নাই বললাম। কি বলেন?"

ব্যগ্র হইয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "বলবেন না, কখনো বলবেন না! নিজের গুপ্ত-কথা কখনো কাউকে বলতে নেই। কখন্ কার মুখ দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বার হয়ে যায় বলা যায় না ত!" তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "দেখুন মাণিকবাবু, কথাটা যখন তুললেন, তখন দেরী না ক'রে সেরে ফেলাই ভাল। মানুষের মনের কথা ত' বলা যায় না। সাত পাঁচ ভেবে যদি পেছিয়েই পড়ি, সে ভাবনাও আছে ত?"

সবিনয়ে মাণিক কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ভাবনা ত' আছেই, তার চেয়ে গুরুতর ভাবনাও আছে।"

চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "কি বলুন দেখি?"

মাণিকলাল তেমনি নিরীহভাবে কহিল, "সাত পাঁচ ভেবে আমরাই যদি পেছিয়ে পড়ি!"

মাণিকলালের কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া প্রিয়নাথ উক্ত বিষয়ে আর কোনো কথা না কহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে ও খোকা, পান নিয়ে আয় না রে!"

কয়েক দিনের মধ্যে যথাবিধি নোটিস আদি জারি হইয়া হরমোহনের হ্যাণ্ডনোট মাণিকলালের নামে বিক্রয় হইয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিবার কোনও উদ্যোগ নাই। ঘনায়মান অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া প্রভাবতী বিমর্ষ মুখে নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ঘরের ভিতর শয্যার উপরে বালিসে মুখ গুঁজিয়া অমলা অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিল। আজ গৃহে নূতন মহাজন মাণিকলাল আসিয়া হাঙ্গাম বাধাইয়াছে, পরদিন সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে নালিশ করিবে।

অমলা আর্ত্ত হইয়া পড়িয়া ছিল, কেবল মাত্র নালিশ হইবার ভয়ে বা ভাবনায় নহে। যে তীক্ষ্ণ বেদনায় তাহার চিত্ত নিপীড়িত হইতেছিল, তাহার জন্য মহাজনের পরিবর্ত্তে খাতকই প্রধানতঃ দায়ী ছিল। টাকার জন্য মাণিকলালের নিকট দুঃসহ অপমান-বাণী শুনিয়া ভিতরে আসিয়া হরমোহন অল্প যে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া অমলার পুনঃ পুনঃ ইহাই মনে হইতেছিল যে, তাহার বিড়ম্বিত জীবন লইয়া সে নিজে যত না কষ্ট পাইয়াছে, তাহার দশগুণ কষ্ট অপরকে দিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সে তাহার দুরদৃষ্ট লইয়া নিজে যত না অসুখী হইবে, তাহাকে লইয়া অপরে তাহার দশ গুণ অসুখী হইবে। মনে হইতেছিল ; এমনই অশুভ মুহূর্ত্তে সে এই বহু দিবসের পৈত্রিক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল যে, গৃহখানি অপরের হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহার একমাত্র সহোদরকে গৃহহীন না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না!

যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, তাহার আর কোনও উপায় ছিল না, অমলা ভাবিতেছিল ভবিষ্যতের কথা। এই দুঃখ ও অপমানের

হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার উপায় সর্ব্বদাই তাহার হাতে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত বিপন্ন সংসারের কোনও উপকার হইবে না। তাহারই জন্য যে নিষ্ফল অসার্থক ঋণ কালসর্পের মত তাহার পিতার বর্ত্তমানকে ও তাহার সহোদরের ভবিষ্যৎকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহার দৃঢ় পাশ হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করা যায়, অমলা তাহাই ভাবিতেছিল। সে বিষয়ে কোনো প্রকার উপায় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব সে জ্ঞান মনে মনে সম্পূর্ণ থাকিলেও, নিজের জীবনটাকে তাহার আজ এমনই এক অক্ষম্য অপরাধের মত মনে হইতেছিল যে, নিজের উপর দিয়া এমন একটা নিদারুণ কল্পনা করিয়াও সে একটু তৃপ্তি পাইতেছিল। বিপদের দিনে মানুষে যেমন শত্রুর হাত চাপিয়া ধরে, আজ এই মহা অপমানের দিনে তেমনি অমলার মুহূর্ত্তের জন্য বিজয়নাথকে মনে পড়িল। পত্র লিখিয়া তাহাকে তাহার এই বিপদের কথা জানাইলে কি হয়? সে ত তাহারই স্বামী! কিন্তু স্বামী কথাটা মনের মধ্যে আসিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অমলার চিত্ত বিরক্তি ও ঘৃণায় একেবারে বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! ছি ছি! তদপেক্ষা এখনি বাহিরে ছুটিয়া গিয়া মহাজনের পা জড়াইয়া ধরাও ভাল! তাহার মনে করুণা হইতে পারে, সে আরও কিছুদিন সময় দিতে পারে।

বাহিরে তখন হরমোহনের সহিত মহাজনের সেই কথাই হইতেছিল। মাণিকলাল বলিতেছিল, "এই কথাটা আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন যে, যে মানুষ তিন বছরে সুদে আসলে এক পয়সা শোধ করলে না, তাকে আরও দু বছর সময় দিলে সে কেমন ক'রে সমস্ত টাকা শোধ ক'রবে?"

কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা হরমোহন

বাধ্য হইয়া বলিলেন, "ছু বছর পরে আমি লাইফ্ ইন্‌সিওরের টাকা পাব।"

"কত টাকা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "প্রফিট্ নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার হবে।"

একটু চিন্তা করিয়া মাণিকলাল বলিল, "ও সব আমি বুঝিনে মশায়, লাইফ্ ইন্‌সিওরান্স্ বড় গোলমেলে ব্যাপার। কোথায় কি গলদ আছে, ঠিক সময়ে পাবেন কি পাবেন না, তা কিছুমাত্র বলা যায় না। টাকা পাওনা হ'লে পাবার জন্যে যা লড়ালড়িটা করতে হয়, তা একটা মামলা মকর্দ্দমার সমান। তারপর, আপনার পলিসি কোথাও বাঁধা আছে কি না তা জানিনে; না থাকলেও বাঁধা দিতে কতক্ষণ লাগে বলুন? আর কোনো বার যদি প্রিমিয়ম্ না দিলেন ত সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল! ও সব সাত শ' হাঙ্গামার মধ্যে আমার যাবার দরকার নেই, আমি সোজাসুজি নালিশ ক'রে ডিক্রি করিয়ে নিই।"

মাণিকলালের কথা শুনিয়া হরমোহন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বায়স্কোপের নিঃশব্দ অভিনয়ের মত অদূর-ভবিষ্যতের নির্য্যাতন ও অপমানের দৃশ্যগুলি তাঁহার মানস নেত্রের সম্মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যে খেলিয়া গেল। ক্ষণকাল বিমূঢ় ভাবে অবস্থান করিয়া হরমোহন মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "দেখুন, আফিসে আমার ক্যাস নিয়ে কাজ, আপনি যদি আমার নামে নালিশ করেন, তাহলে আমার চাকরী পর্য্যন্ত যেতে পারে। ছা-পোষা গরীবের এত বড় সর্ব্বনাশটা করার চেয়ে আর ছু-বছর সময় দেওয়া উচিত নয় কি? প্রিয়নাথ বাবু তিন বছর অপেক্ষা করেছেন, আপনি কি ছু-বছরও পারেন না?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে মাণিক বলিল, "দেখুন হরমোহন বাবু, সব সহ্য হয়, ন্যাকামী সহ্য হয় না। আপনি কি বাস্তবিকই বলতে চান যে, আপনি বুঝতে পারছেন না এ নালিশটা প্রকৃতপক্ষে আমার নাম দিয়ে প্রিয়নাথ বাবুই করছেন? আমি কি উন্মাদ হয়েছি যে, আপনাকে জানি নে শুনি নে—কতকগুলো ঘরের টাকা দিয়ে আপনার এই পচা হ্যাণ্ডনোট কিনব? প্রিয়নাথ বাবু আপনার বন্ধু, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে আড়াল ক'রে তিনি এই নালিশ করছেন। নালিশ না হয় তাই যদি আপনার ইচ্ছা, বেশ ত, টাকাটা ফেলে দিন।"

হরমোহন কহিলেন, "টাকা দিতে পারলে সময়ের জন্য আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করব কেন? তা হলে কালকের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে আজই আপনার টাকা ফেলে দিতাম।"

এ কথার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রমথ ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মাণিকলালের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া হরমোহনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমথর সম্মুখে মাণিকলালের সহিত দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কোনো কথা যাহাতে না হয় তজ্জন্যে হরমোহন দুই চারিটা কথার পর প্রমথকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

প্রমথ কিন্তু 'হ্যাঁ যাই' বলিয়াই টেবিল হইতে সে দিনের খবরের কাগজখানা উঠাইয়া লইল এবং সহসা এমন একটা কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল যে, তাহার উৎসুক নেত্র সেই সংবাদের দেহে সংলগ্ন রাখিয়াই সে ধীরে ধীরে নিকটস্থ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

মাণিক পুনরায় পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। কহিল, "আপনি

বলছেন আপনার টাকা নেই। এ কথা যে সত্যি নয়, তা আমি সে দিন প্রমাণ ক'রে দোব যে দিন ডিক্রীজারীতে দেহ গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। তখন আপনি বাধ্য হয়ে যে টাকা বার ক'রে দেবেন সে টাকা আপনি ইচ্ছা করলে আজই দিতে পারেন।"

মাণিকলালের কথার উত্তর দিতে হরমোহন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তিনি ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, যদি সেই ইঙ্গিতে প্রমথ সেখান হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া কাগজের উপর গভীর মনোনিবেশ সহকারে প্রমথ বসিয়াই রহিল, তখন অগত্যা হরমোহন কহিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া এ বিষয়ে আমি আপনাকে আর কোনও প্রমাণ দিতে পারি নে। ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস করতে আপনার ভদ্রতায় যদি একটুও না বাধে তা হ'লে আমি নিরুপায়!"

হরমোহনের এই সবিদ্রূপ অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া মাণিক ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "না, আমার ভদ্রতায় কিছুই বাধে না। কাল আপনার নামে নালিশ করতেও বাধবে না; পরশু আপনার অফিস-মাষ্টারের মারফৎ সমন ধরাতেও বাধবে না। তারপর ডিক্রী হলে মায় খরচা হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করবার জন্য ডিক্রীদার যত রকম নির্য্যাতন করতে পারে, তার কোনটা করতেও বাধবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি ব'লে আপনি আমাকে যথেচ্ছ দুর্বাক্য বলছেন, আপনার লেখা হ্যাণ্ডনোটখানা যদি পকেট থেকে বার ক'রে আপনার সমুখে ধরি, তা হ'লে তার উত্তরে আপনি কি বলবেন? সেখানে

শুধু মুখের কথা নয়, আপনি নিজের হাতে লিখে দস্তখত ক'রে দিয়েছেন যে চাইলেই টাকা ফেরত দেবেন। টাকা চেয়ে চেয়ে ত' অভদ্র-লোকের প্রাণান্ত হয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের ত' তাতে কিছুমাত্র করুণা হল না! ক্ষমা করবেন হরমোহন বাবু, ভদ্রলোকের কথায় আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই, বরং আপনারা যাদের ছোট-লোক বলেন তাদের কথায় আছে।"

মহাজনকে অনুরোধ করিবার কথা চিন্তা-সূত্রে মনে হইতেই অমলা শয্যাত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার দ্বার-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহাজনকে কোনো প্রকার অনুরোধ করিতে নিশ্চয়ই নহে,—তাহার পিতার সহিত মহাজনের অবশেষে কি ব্যবস্থা হয় তাহাই শুনিবার আগ্রহে। মাণিকলালের কথা শুনিয়া দুঃখে ভয়ে ও অপমানে অমলা কাঠ হইয়া গেল! কাল হইতে নিগ্রহ ও নিপীড়নের যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। নিজের অবসন্ন দেহকে দ্বারগাত্রে কোন প্রকারে সংলগ্ন রাখিয়া, মাণিকলালের অপমান-বাণীর উত্তরে হরমোহন কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এবার কিন্তু কথা কহিল প্রমথ। সংবাদপত্রের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে মাণিকলালের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার পর দৃঢ় কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি যদি এ বিষয়ে দু একটা কথা কই, তা হলে আমাকে মাফ করবেন। আপনার খাতক যদি আমার নিকট আত্মীয় না হতেন, তা হলে আমি কিছুতেই অনধিকার-চর্চ্চা করতাম না।"

অভিনয়ের কৌতুকে সতর্ক মাণিকলালেরও অধর-প্রান্ত মৃদু

হাস্তরেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সেইটুকু অসাবধানতা হাস্তের দ্বারাই সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বলুন। খাতকের নিকট থেকে ত অভদ্র আখ্যা পেয়েছি; এখন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে বাকীটুকু লাভ ক'রে বাড়ী ফিরি!"

প্রমথ বলিল, "লক্ষ্মীর দরবারে যাঁর নাম মহাজন, তাঁকে অভদ্র বলবে এমন দুঃসাহস কারো নেই; তবে মহাজনেরও ব্যবহারটা এমন হওয়া উচিত, যাতে নিন্দুকেও তাঁকে দুর্জ্জন বলতে না পারে। মহাজনের আচরণ মহৎ না হলে শব্দের অর্থ বদলে যায়।"

মাণিকলাল একটু ভাবিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা। কিন্তু খাতক যদি ঘাতক হয়ে ওঠেন, তা হলে মহাজনকে বাধ্য হয়ে দুর্জ্জন হ'তে হয়। কিন্তু এ সব বাজে কথা-কাটাকাটি ক'রে ত' কোনো লাভ নেই, কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত' বলুন।"

কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রমথ কহিল, "হ্যাঁ, কাজের কথা আছে। আপনার উদ্দেশ্য যদি শুধু টাকা আদায় করাই হয়, আমাদের বিপন্ন করা না হয়, তা হলে আমাদের আরও কিছুদিন সময় দিতেই হবে; কারণ কাল আমরা টাকা আপনাকে দিতে পারি নে। (হরমোহনকে সম্বোধন করিয়া) পারি কি মেসো মশায়?"

বিহ্বলভাবে হরমোহন কহিলেন, "না।"

মাণিকলালকে লক্ষ্য করিয়া প্রমথ বলিল, "তা হলে সময় আপনাকে দিতেই হবে; কারণ, আমাদের পক্ষে যতই ভয়ানক হোক না কেন, নালিশটা আপনার পক্ষেও বিশেষ রুচিকর হবে না।"

মাণিকলাল সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "রুচিকর নিশ্চয়ই হবে না। ম্যালেরিয়া রোগীর কাছে কুইনীন্ রুচিকর নয়। তবুও তাকে

কুইনীন্ খেতেই হয়। আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে ত' চারু চৌধুরী উকিলের বাড়ী গিয়ে দেখতে পারেন যে, এই অরুচিকর ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, আপনাদের এখান থেকে গিয়ে প্লেণ্টে সই ক'রে হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁর জিম্মা ক'রে দিলেই, কাল সাড়ে দশটার পর এটা আদালতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চারুবাবুর বাড়ী থেকেই এখানে আসছি, আর এসেই এঁকে বলেছি যে, শুধু হাতে আর একদিনও সময় দোব না। দোবনা যে তা নিশ্চয়ই, কারণ এঁর সঙ্গে আমার কোনো খাতির বা চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। অতএব আপনার যদি আর কিছু বলবার না থাকে ত আমাকে বিদায় দিন; কারণ, খুব কাজের লোক না হলেও, ঠিক এম্নি ক'রেই আমি সময় নষ্ট করিনে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "সময় আমাদের চাই-ই; আর আপনি যখন মহাজন তখন যথাশক্তি আপনার আদেশ পালন করতেও আমরা বাধ্য, অতএব—" প্রমথ পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া মাণিকলালের সম্মুখে ধরিল।

প্রসন্ন মুখে নোটখানা হস্তে তুলিয়া লইয়া মাণিক বলিল, "মোটে একশ' টাকা?"

প্রমথ বলিল, "হ্যাঁ, মোটে। কিন্তু তবুও ত' শুধু হাতে নয়। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করলাম, এখন আপনি এই একশ' টাকার বদলে আমাদের ক'দিন সময় দিতে পারেন বলুন?"

"কি জন্যে সময় তা' প্রথমে শুনি?"

"আপনার টাকা পরিশোধ করবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে। সে

ব্যবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয়, তখন আপনার যা অভিরুচি হয় করবেন।"

মাণিকলাল বলিল, "এ ভাল কথা; এ কথার অর্থ আমি বুঝি। আপনি আমাকে টাকা দিন, আমিও নিশ্চয়ই আপনাকে টাকা শোধ করবার সুযোগ দোব। তা নয়, শুধু মুখের কথায় ক'দিন চলে বলুন? আমি আবার সাত দিন পরে আসব; আপনারা যা ব্যবস্থা করেন, সে দিন আমাকে জানাবেন।"

প্রমথর অনুরোধে মাণিকলাল দশ দিন সময় দিতে স্বীকার হইল, এবং হ্যাণ্ডনোটের পশ্চাতে হরমোহনের দ্বারা একশত টাকার উশুল লিখাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মাণিকলাল প্রস্থান করিলে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া অমলা নিঃশব্দে ত্বরিত বেগে প্রস্থান করিল।

দুই হস্তে প্রমথর দুই হস্ত দৃঢ় বলে চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন কণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "প্রমথ, তোমাকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব বাবা, তা বুঝতে পারছি নে! তুমি আজ শুধু আমার মান বাঁচালে না,—এই দরিদ্র অক্ষম পরিবারকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলে!"

মৃদু হাস্য করিয়া কুণ্ঠিতভাবে প্রমথ কহিল, "আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন মেসো মশায় যে, আমার প্রতি আপনার স্নেহ যেন এত গভীর হয় যে এই রকম ছোটখাট কথায় এমন ক'রে আমাকে লজ্জিত না করেন। সব টাকা মিটিয়ে দেবার মত টাকা যদি আমার কাছে আজ থাকত, তা হলে ছোটলোকটা আপনাকে যখন কড়া কথা শোনাচ্ছিল তখন কি তার মন ভিজিয়ে কথা কইতাম? তা হ'লে হাতে টাকা আর গলায়

হাত দিয়ে বার ক'রে দিতাম। কি করব, কারে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একটা কথা তখন থেকে আমি ভাবচি,—টাকাটা চট্ ক'রে তুমি দিয়ে দিলে, তোমার হয় ত দরকারের টাকা—"

প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার দরকারের টাকা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী দরকারে খরচ করেছি। সে জন্তে আমার মনে একটুও পরিতাপ নেই।"

কুণ্ঠিত স্বরে হরমোহন কহিলেন, "কিন্তু টাকাটা তোমাকে দিতে যদি একটু দেরী হয়ে যায়—"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "টাকাটা যদি শীঘ্র আমাকেই দিতে পারেন, তা হ'লে ত আপনার মহাজনকেই সেই টাকাটা দিতে পারতেন। আমি বলি মেসো মশায়, এ সব বাজে কথার কোনো দরকার নেই। টাকাটা আমি আপনার অনুরোধে প'ড়ে দিই নি যে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেরত নেবার একটা ব্যবস্থা ক'রে নোব। আপনি আমার আপনার লোক; আপনার বিপদ ও অপমান দেখে আমি নিজেকে বিপন্ন ও অপমানিত মনে ক'রে দিয়েছি, এবং ভবিষ্যতে যদি এমন আবার দিতে হয় তাও দিতে পারি। এর মধ্যে যদি আপনি ভদ্রতার কথাবার্ত্তা নিয়ে আসেন, তা হ'লে আমার এই কথাই মনে হবে যে, যে অধিকারের জোরে আমি টাকা দিয়েছি, সে অধিকার আমার বাস্তবিক নেই।"

ব্যগ্র কণ্ঠে হরমোহন বলিলেন, "না, না, প্রমথ, সে কথা বোলো না, সে অধিকার তোমার সুরেশের চেয়ে এক বিন্দু কম নেই।"

সুরেশ হরমোহনের সপ্তম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র।

হরমোহনকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া প্রমথ বলিল, "তাই যদি, তবে এ বিষয়ে আপনার কোনো ভাবনার দরকার নেই। এখন একমাত্র কথা হচ্ছে, দশ দিন পরে কি ব্যবস্থা করা যাবে।"

চিন্তিত মুখে হরমোহন কহিলেন, "প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি এই দশদিনের মধ্যে কোথাও থেকে টাকাটা কর্জ্জ নিতে পারি। কিন্তু তার আশা বড়ই অল্প। শুধু হাতে টাকা ধার পাওয়া আজকাল এক রকম অসম্ভব। সম্পত্তির মধ্যে ত' এই বাড়ীখানা, তা-ও চাকরীর সিকিউরিটিতে বাঁধা রয়েছে।"

একটু ভাবিয়া প্রমথ বলিল, "সে পরে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। আজ অনেক ভাবা গেছে, আজ আর থাক্।" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

ব্যস্ত হইয়া হরমোহন কহিলেন, "না, সে কিছুতেই হ'তে পারে না। ভিতরে গিয়ে দেখাশুনা ক'রে না গেলে, তোমার মাসীমা অতিশয় দুঃখিত হবেন, আর আমার ওপর রাগ করবেন।"

প্রমথ বলিল, "আজ রাত হয়ে গেছে, ভিতরে গেলেই দেরী হয়ে যাবে। আজ থাক, পরশু না হয় আবার আসব।"

হরমোহন সে কথা শুনিলেন না। প্রমথকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রভাবতী তখন রন্ধনালয়ে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

স্বামীর আহ্বানে প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে, হরমোহন বলিলেন, "আজ থেকে তুমি জেনে রাখ যে, সুরেশই তোমার একমাত্র ছেলে নয়, তোমার দুই ছেলে; প্রমথ সুরেশের দাদা।"

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া একবার প্রমথর মুখের দিকে ও একবার হরমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাবতী কহিলেন, "সে ত' সত্যি কথাই; কিন্তু এ কথা বলবার কারণ কি হ'ল তা'ত বুঝতে পারছিনে।"

হরমোহন কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রমথ সহাস্যমুখে কহিল, "কারণ জেনে কি হবে মাসীমা, কথাটা জেনে রাখ, তা হ'লেই হ'ল। আমি যে সুরেশের দাদা তার বিরুদ্ধে আমার কিছুমাত্র বলবার নেই।"

তখন হরমোহন প্রভাবতীকে কথাটা সবিস্তারে বলিলেন।

হরমোহনের কথা শেষ হইলে প্রমথ বলিল, "এই ত শুনলে মাসীমা, কত সামান্য একটা ব্যাপার, এর জন্যে তখন থেকে মেসোমশায় যা' তা' কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন!"

দুরূহ এবং সমূহ বিপদ হইতে অকস্মাৎ এরূপে উদ্ধার পাওয়ার সংবাদ পাইয়া প্রভাবতীর উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয় আশ্বাসে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গেল। অমলার দুরদৃষ্ট নিরাকরণের প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রমথ প্রভাবতীর হৃদয়ের অনেকখানিই অধিকার করিয়া লইয়াছিল, অদ্যকার এই ঘটনার পর তথায় অধিকার করিবার জন্য আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। উৎকট চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইতে সহসা মুক্তিলাভ করিয়া প্রভাবতীর মন এমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রমথর কথার উত্তরে "বাবা প্রমথ—" মাত্র এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; এবং তৎপরে, মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে, চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

প্রমথ একটু থমকিয়া গিয়া তাহার পর ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিয়া

উঠিল, "নাঃ, তোমাদের কারোর সঙ্গে আমার পোষাল না। আমি চল্লাম স্থরেশের সঙ্গে আলাপ করতে।" বলিয়া সে স্থরেশের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

স্থরেশ তখন দ্বিতলের কোনো কক্ষে উচ্চকণ্ঠে পাঠাভ্যাস করিতেছিল।

প্রমথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে, অমলা পানের সরঞ্জাম লইয়া পান সাজিতে বসিয়াছিল; এবং সাজা হইলে, আজ আর প্রভাবতীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, একটি রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পান ভরিয়া, তাহার উপর সুগন্ধি গোলাপ জলের ছিটা দিয়া, প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

প্রমথ তখন পুলক-প্রফুল্ল মুখে সুরেশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, এবং সুরেশ প্রমথর-দেওয়া একরাশ লজেঞ্চুস্ মুখে পূরিয়া প্রমথর প্রতি করুণ-ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নিঃশব্দে চুষিয়া খাইতেছিল। তাহার সেই শিথিল-শান্ত চাহনির মধ্যে অপরিচয়ের বিমূঢ়তা, এবং স্ফীত-বিকৃত মুখের মধ্যে লোভের প্রমাণ, এই উভয় ব্যাপার প্রমথর চিত্তে যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছিল।

পিছন হইতে অমলা আসিয়া একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রমথ দাদা, পান নাও।" এবং প্রমথ ফিরিয়া চাহিতেই, সঙ্কীয়মান সঙ্কোচ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ওঃ, তাই সুরেশের মুখে একেবারে কথা নেই!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "সুরেশের মুখে কথার চেয়েও বেশী মিষ্টি জিনিস্ আছে।" তাহার পর অমলার হস্ত হইতে ডিবা লইয়া দুই খিলি পান মুখে দিয়া, একবার চিবাইয়াই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তোমার পানে যে তার চেয়েও বেশী মিষ্টি জিনিষ রয়েছে অমলা!"

গভীর ঔৎসুক্যের সহিত অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সহাস্ত মুখে প্রমথ বলিল, "এ যে লজেঞ্চুসের চেয়েও মিষ্টি লাগছে! তুমি সেজেছ না কি?"

একজন উনিশ বৎসর বয়স্কা দূর-সম্পর্কীয়া যুবতীর প্রতি এ পরিহাস সঙ্গত এবং পরিমিত নহে; এবং সেদিন প্রাতঃকালেও এরূপ পরিহাস করিলে অমলা অন্ততঃ মনে মনেও বিরক্তি বোধ করিত। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে প্রমথ তাহাকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ও মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সেই উপকারের মূল্য স্বরূপ আজ সে প্রমথকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজের অগোচরে মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং বহুমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ঠিক সেই রূপে, আজিকার এই প্রভূত উপকারের অনুপাতেই নিজেকে রিক্ত অথবা খর্ব্ব করিতে সে ন্যায়তঃ বাধ্য, এমনই একটা পরিশোধ-কল্পনা স্বতঃই তাহার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। তাই সে প্রমথর এই পরিহাস পরিপাক করিয়া কহিল, "লজেঞ্চুসের চেয়ে পান যদি আপনার মিষ্টি লাগে, তাহলে আপনার লজেঞ্চুস্ মিষ্টি নয়, নোন্‌তা।"

সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া প্রমথ বলিল, "না, না, আমার লজেঞ্চুস্ খুব মিষ্টি। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি পানে চুণের বদলে চিনি দিয়েছ!"

এ কথায় অমলা হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর দিল, "তা হলে নিশ্চয়ই খয়েরের বদলে ক্ষীরও দিয়েছি!"

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে প্রমথ বলিল, "তা নইলে এত মিষ্টি লাগছে কেন? যে সেজেছে তার হাতের গুণে? না, যে খাচ্ছে তার মুখের গুণে?"

এবার অমলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, এবং তাহার মুখের রেখা পাঠ করিয়া বিচক্ষণ প্রমথ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, প্রথম দিবসের পক্ষে ঔষধের মাত্রা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে; তাই

প্রতিষেধ ক্রিয়ার জন্য তখনি কথাটাকে ভিন্ন মূর্ত্তি দিয়া বলিল, "আমার বাসার জগন্নাথের সাজা পান কি চমৎকার, তা' ত জান না, তা হলে বুঝতে পারতে! কোন দিন লাগে ঝাল, কোন দিন পোড়ে গাল! একদিন তোমার জন্য দু খিলি পকেটে ক'রে নিয়ে আসব; খেয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, তোমার পান মিষ্টি লাগছে ব'লে অন্যায় করেছি কি-না!"

প্রমথর এই সামান্য এক্টু দুঃখের কাহিনী অমলার নারী-হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় জগন্নাথ ছাড়া আর কেউ কি নেই, যে একটু ভাল ক'রে পান সেজে দেয়?"

কোন্ স্থান গলিয়া কোমল হইয়াছে, এবং সাবধানে আঘাত দিতে পারিলে ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিয়া লওয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রমথ মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "আছে; রামভদ্দর ঠাকুর আছে। কিন্তু পানের দুঃখটাও আমি তারি হাতে পেতে চাই নে। নুনেই যে নিত্য পুড়িয়ে মারছে, চুণেও সে-ই পুড়োবে, তা আমার ইচ্ছে নয়।"

অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল রাঁধে না বুঝি?"

প্রমথ পুনরায় মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, 'বল ত একদিন তাকে এখানে নিয়ে এসে রাঁধিয়ে দেখাই। তা হ'লে বুঝতে পারো, কি রকম কদাহারেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!"

ব্যথিত স্বরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় আর কেউ নেই?"

"বাড়ীতেই বা আর কে আছে যে, বাসায় থাকবে? শুনেছি, আমার যেদিন ষষ্ঠীপূজো হবার কথা ছিল, সেদিন মার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছিল। আর আমার বাবার ইতিহাস শুনবে? বছর পাঁচেক হ'ল নৌকো ক'রে চুঁচড়োয় যাচ্ছিলেন আমার জন্যে পাত্রী আশীর্ব্বাদ

করতে ; পাত্রীর বাড়ী পৌঁছবার আগেই নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। এই ত, আমার আপনার লোক, বাসাতে আর বাড়ীতে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ অমলা, কত দুঃখে তোমাদের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি ? আর কেনই বা তোমার হাতের সাজা পান এত মিষ্টি লাগে ?"

অমলা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রভাবতী হস্তে জলখাবারের রেকাব লইয়া প্রবেশ করিলেন, এবং টেবিলের উপর তাহা স্থাপন করিয়া অমলাকে বলিলেন, "অমল, প্রমথকে এক গ্লাস জল দাও।"

জলখাবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমথ সবিস্ময়ে কহিল, "মাসিমা, এত জলখাবার এখন যদি খাই, তা হলে আর বাসায় ফিরে গিয়ে কিছুই খেতে পারব না।"

প্রভাবতী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, একটুও বেশী নয়। বাড়ীর তৈরী খাবার, সবটুকু খেয়ে ফেল।"

অমলা জল আনিতে যাইতেছিল, প্রমথ ও প্রভাবতীর কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ প্রমথ দাদা রাত্রের খাবারও খেয়ে যাবেন মা। ওঁর খাওয়ার যে রকম কষ্ট বলছিলেন, অন্ততঃ আজ রাত্রে রামভদ্দর ঠাকুরের রান্না ওঁর খাওয়া হবে না।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তাতে আমার আরও অসুবিধেই হবে অমলা। আজ মাসীমার হাতের রান্না খেলে, কাল সকালে আর রামভদ্দরের রান্না গলা দিয়ে গলবে না।"

"তা হোক !" বলিয়া অমলা জল আনিতে প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী বলিলেন, "সেই কথাই ভাল। জল খাওয়ার পর ইনি একবার তোমাকে ডাকছেন, কথাবার্ত্তা কইতে দেরী হয়ে যাবে। রাত্রে একেবারে খেয়েই যেয়ো।"

অমলা জল আনিলে সামান্ত আপত্তি করিয়া প্রমথ জলখাবার খাইতে বসিল। খাইতে আরম্ভ করিয়া কিন্তু তাহার আর আপত্তির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বিনা বাক্যব্যয়ে দুই তিনটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "মাসীমা, তোমার এ ছেলেটী একটু বিশেষ রকম মিষ্টপ্রিয়। কলকাতায় এমন ভাল সন্দেশের দোকান নেই, যেখানে তার যাওয়া আসা নেই। কিন্তু ভীম নাগই বল, আর যদু ময়রাই বল, কারো সাধ্য নেই যে তোমার তৈরী সন্দেশের মত সন্দেশ করে। সন্দেশের বিষয়ে এ সার্টিফিকেট আমার কাছে তুমি পেতে পার।"

এই প্রচুর এবং পর্য্যাপ্ত প্রশংসাবাদে মনে মনে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া প্রভাবতী ঈষৎ হাস্ত করিলেন, কিছু বলিলেন না।

নারী-প্রকৃতি বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল পুরুষ আহার-প্রিয়, তাহাদের প্রতি সহৃদয়া নারীগণের একটু বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাত প্রকাশ পায়। এ তথ্যটুকু প্রমথ বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, রন্ধন-প্রিয়া স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে আহার বিষয়ে ঈষৎ লোভাতুরতা প্রকাশ করা। তাই সে নিঃশব্দে একে একে সব সন্দেশগুলি পরম পরিতোষ সহকারে নিঃশেষ করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "মাসীমা, লোভের মত পাপ নেই, তবুও আরো দুটো সন্দেশ না চেয়ে থাকতে পারছি নে। যদি থাকে—"

"ওমা, আছে বই কি! তুমি একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি" বলিয়া প্রভাবতী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন, এবং দুইটার পরিবর্ত্তে চারিটা সন্দেশ আনিয়া প্রমথর পাত্রে দিলেন

রুচি অনুসারে প্রমথ মাংস-প্রিয়; সন্দেশ রসগোল্লার প্রতি বৈরীভাব

না থাকিলেও, তদ্বিষয়ে তাহার আসক্তি ছিল না। কিন্তু তাহার দুরদৃষ্ট বশতঃ আজ সন্দেশ দিয়াই তাহার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। গলা দিয়া সন্দেশ আর সহজে নামিতেছিল না; কোন প্রকারে তিনটা শেষ করিয়া চতুর্থ টা সুরেশের দিকে আগাইয়া দিয়া প্রমথ বলিল, "সুরেশ, একটা তুমি খাও ভাই। আমি এত লোভী যে, ভাল জিনিসে তোমাকে ভাগ না দিয়ে নিজেই সব খেয়ে ফেল্লাম!"

প্রভাবতী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, সুরেশকে দেবার দরকার নেই; সুরেশ সন্দেশ খেয়েছে। তুমি ওটা খেয়ে ফেল।"

অমলা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া সুরেশের মুখে সন্দেশের জায়গাই নেই; লজেঞ্চুসে ভরা।"

অমলার কথায় প্রভাবতী টেবিলের উপরিস্থিত লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই সুরেশ এমন লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ ক'রে রয়েছে! অত লজেঞ্চুস ওকে কেন দিয়েছ প্রমথ? ও লজেঞ্চুসের রাক্ষস! আজ বোতলটি শেষ ক'রে তবে ঘুমোবে।"

স্মিতমুখে অমলা বলিল, "মুখের মধ্যে বোধ হয় একেবারে গোটা পঁচিশ পূরেছে!"

অমলার কথা শুনিয়া জিহ্বার এক বিচিত্র কৌশলের দ্বারা নিমেষের মধ্যে লজেঞ্চুসগুলা বাম গালের একদিকে ঠেলিয়া ধরিয়া হাঁ করিয়া সুরেশ বলিল, "কই গোটা পঁচিশ?"

সুরেশের ভঙ্গী দেখিয়া সকলে উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

প্রমথ বলিল, "তা যদি না থাকে, তাহলে সন্দেশটা তুমি খেয়ে ফেল সুরেশ।"

প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, না, সুরেশকে দিতে হবে না, তুমি ওটা খেয়ে ফেল।"

সুরেশের পক্ষ হইতে সন্দেশ খাইবার বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা গেল না; অধিকন্তু, সাত-আটটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিয়া যেটুকু প্রসার লাভ করিয়াছে, পাছে একটা সন্দেশের জন্য তাহার কোনো হ্রাস হয়, এই আশঙ্কায় প্রমথ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাকি সন্দেশটা কোনো প্রকারে খাইয়া ফেলিয়া জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া একেবারে দুই-তিনটা পান মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "ডিস্‌পেপটিক যদি না হোতাম, তাহলে মাসীমার সব সন্দেশগুলোই আজ শেষ ক'রে দিতাম। বাস্তবিক এমন চমৎকার হয়েছে!"

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে, অমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমথ বলিল, "তুমি এই হাঙ্গামটি বাধালে!"

"কি হাঙ্গাম?"

"এই এত খেয়ে আবার রাত্রে খেয়ে যাওয়া!"

মৃদু হাসিয়া অমলা বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে?"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় করিয়া লইয়া প্রমথ কহিল, "তাতে হয় নি কিছুই, শুধু তোমার হৃদয়ের একটু পরিচয় দেওয়া হয়েছে! আমার খাওয়া-পরার এই তুচ্ছ দুঃখের কথা শুনে তোমার মন গ'লে গেল অমলা, আর আমার সারা দুঃখের কাহিনী যদি তোমাকে শোনাই তা'হলে তুমি যে কি কর, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে।"

কথাটা এমন কিছুই গুরুতর নহে; কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠের স্বর একটু পরিবর্তিত করিয়া লইয়া ঈষৎ ভারি গলায় বলিবার ভঙ্গীতে এই সাদা কথাগুলার অর্থ এমন একটু রঙ্গীন এবং সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তরে কি বলিবে তাহা অমলা ভাবিয়াই পাইল না। অথচ কোনো কথা না কহিয়া একেবারে নির্বাক থাকা উত্তর দেওয়া অপেক্ষাও অশোভন হইবে মনে করিয়া সে হঠাৎ সুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুরেশ, তোমার মাষ্টার-মশায়ের অসুখ এখনও সারে নি?"

কিন্তু কথাটা বলিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল যে, এক ব্যক্তি যখন সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় সকাতর কণ্ঠে একটি চিত্তদ্রাবক প্রশ্ন করিয়াছে, তখন সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অপর কোনও

ব্যক্তিকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন একটি প্রশ্ন করিবার মত ধরা পড়িয়া যাওয়া আর কিছু হইতে পারে না। তাই সুরেশের মাষ্টারের শারীরিক সংবাদ শুনিবার জন্ম এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া, অমলা ঈষৎ আরক্তমুখে প্রমথকে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথকে ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য চাকর বামুন রাখলেই ত হয়।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ একটু হাসিল। অমলার মনের যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে বুঝিল যে, ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা পুনরায় কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তাহার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বলে নিজের আক্রমণ করিবার শক্তির তুলনায় অমলার প্রতিরোধ করিবার শক্তিকে এমন মাপিয়া লইয়াছিল যে, নিশ্চিন্ত মনে মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়াই দিল। সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক যেমন ক্ষত পরীক্ষা করিবার জন্ম লৌহ-শলাকা দিয়া ক্ষত স্থান বিদ্ধ করিয়া দেখে, তেমনি প্রমথ অমলার চিত্ত কি ভাবে পরিণতি লাভ করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য, তাহাকে আরও একটু গভীর ভাবে বিদ্ধ করিল।

একটু হাসিয়া সে বলিল, "রামভদ্দর আর জগন্নাথের দুঃখই আমার একমাত্র দুঃখ নয় অমলমণি যে, তাদের ছাড়ালেই আমার সব দুঃখ যাবে। কুমীরে যাকে ধরেছে—দুটো কচ্ছপ তার দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বা কি, আর না নিলেই বা কি? কুমীরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পার অমলা?"

ত্রস্ত হইয়া অমলা শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমীর কাকে বলছ প্রমথ দাদা?"

অমলার প্রশ্নে ও সন্ত্রাসে হাসিয়া ফেলিয়া প্রমথ বলিল, "রামভদ্দর

বা জগন্নাথের মত কোনো লোককে বলছি নে। কুমীর হচ্ছে আমার দুঃখ আর আমার অভাব, যা আমাকে ক্রমে ক্রমে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলছে!"

অমলার একবার ইচ্ছা হইল যে জিজ্ঞাসা করে, তাহার দুঃখই বা কি, আর অভাবই বা কিসের। কিন্তু উত্তরে প্রমথ পাছে আরও গুরুতর কিছু বলিয়া বসে, এই আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না। কোন কথা না বলিয়া প্রমথর দেওয়া লজেঞ্জুসের শিশিটা হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে দেখিতে লাগিল।

প্রমথ কিন্তু গুরুতর কথা বলিবার জন্য অমলার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকিল না। অমলার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল, "এই যে সন্দেশটা এত মিষ্টি লাগল,—এ কি শুধু ছানা আর চিনি কৌশলে মেশাবার গুণেই লাগল?—না, আরও কিছু তার সঙ্গে ছিল? তোমার সাজা পানে যে চিনি দেওয়া ছিল বলছিলাম, সে কি বাজারে কেনা চিনি অমলমণি? সে তোমার মুখের মিষ্টি কথার চিনি, মিষ্টি হাসির চিনি! তোমার চোখের মিষ্টি চাহনির চিনি!"

প্রমথর কথাবার্ত্তার এই দুঃসাহসিকতায় অমলার প্রাণের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। এ কি ধরণের কথা যে ইহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে না! কথার মধ্যে চিনির ছড়াছড়ি, তবু মিষ্ট লাগে না! তাহার পর এই অমলমণি বলিয়া সম্বোধন! তাহার এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্যে যে আদরের সম্বোধন তাহার কোন আত্মীয়ই করিল না, দুইদিনের পরিচয়ের এই অর্দ্ধ-অপরিচিত ব্যক্তি কোন্ সাহসে কোন্ অধিকারে তাহা করে? শুধু যে করে তাহাই নয়; এমন অবলীলাক্রমে করে যে তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে যাওয়ার সুবিধাই পাওয়া

যায় না। সহজ ভাবে কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ সে খোঁনো এক মুহূর্ত্তে আপত্তিকর হইয়া উঠে; কিন্তু আপত্তি করিবার অবসর না দিয়াই পুনরায় সে সহজ ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করে! কখন্ সে প্রবৃত্ত হইবে তাহা যেমন অনিরূপেয়, কখন সে নিবৃত্ত হইবে তাহাও তেমনি অনিশ্চিত!

প্রমথর হস্ত হইতে, বিশেষতঃ প্রমথর জটিল ও কুটিল কথোপকথন হইতে, কি করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে, অমলা তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে প্রমথ নিজেই তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। রূপক চিনির আলোচনা হইতে সে একেবারে বাস্তব চিনির আলোচনায় আসিয়া পড়িল। সুরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "সুরেশের রুচি আমার রুচি থেকে কিছু বিভিন্ন হবারই সম্ভাবনা; সে হয় ত' হাসির চিনির চেয়ে শিশির চিনিই বেশী পছন্দ করবে। শিশিটা তাকে দাও।"

প্রমথর কথা শুনিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া আরক্ত মুখে অমলা তাহার হস্তস্থিত লজেঞ্চুসের শিশিটা সুরেশের সম্মুখে স্থাপিত করিল; তাহার পর এই প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে মনে মনে হৃষ্ট হইয়া স্মিতমুখে বলিল, "এরি মধ্যে অতগুলো লজেঞ্চুস শেষ হয়ে গেল সুরেশ?"

সুরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "অতগুলো কোথায়? কম ত!"

স্মিতমুখে অমলা বলিল, "কম যদি, তা হলে শিশি অত ক'মে গেল কেন?"

অমলার কথা শুনিয়া সুরেশ ব্যগ্র ভাবে একবার লজেঞ্চুসের শিশি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি লজেঞ্চুস বার ক'রে নিয়েছ?"

সুরেশের কথা শুনিয়া প্রমথ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। লজ্জারক্তমুখী অমলার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার ভয় নেই অমলা, তোমার স্বপক্ষে আমি সাক্ষী আছি। কিন্তু তোমার বয়স এখনও এত বেশি হয় নি, যাতে তোমার বিরুদ্ধে সুরেশ এ সন্দেহ করতে না পারে।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অমলা সুরেশের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ভৎর্সনার সুরে বলিল, "বেশ ছেলে যা হোক! নিজে ব'সে ব'সে শেষ করেছেন, এখন পরের নামে দোষ!"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ সহাস্যমুখে বলিল, "এ তোমার অন্যায় অমলা! তুমি কি পর?"

অমলা হাসিয়া বলিল, "পর না হলেও অপর ত?"

এইরূপে তাহাদের কথোপকথন ক্রমশঃ সহজ সাধারণ প্রবাহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেদিন আর নূতন করিয়া কোন গোলযোগ বাধিল না।

রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ তাহার বাসায় ফিরিয়া গেল।



দশ দিন পরে টাকার জন্য মাণিকলালের আসিবার কথা ছিল। তন্মধ্যে দিন দুই হরমোহন নিশ্চেষ্টা ও নিরুদ্বেগে কাটাইলেন; চার পাঁচ দিন ঋণের সন্ধানে বন্ধু, অবন্ধু, আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের পিছনে নিষ্ফল আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; এবং বাকি কয়েকটা দিন প্রমথর আসার পথ চাহিয়া এবং বাসার পথ হাঁটিয়া কাটিল। কিন্তু শেষ ভরসা প্রমথ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঁচ ছয় দিন হইল প্রমথ যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, জগন্নাথ বা রামভদ্র কাহারও নিকট হরমোহন তাহার সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে প্রমথর বাটির ঠিকানায় জবাবী তার করিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন দশম দিনে রবিবারের প্রাতে ঠিক দশ দিন পূর্ব্বের অবস্থা হরমোহনের গৃহে ফিরিয়া আসিল। আর কয়েক ঘণ্টা পরে যমদূতের মত মাণিকলাল আসিয়া বসিবে, এবং টাকা না পাইলে যেরূপে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিবে, তাহা মনে করিয়া ঘৃণায় ও বিরক্তিতে হরমোহনের চিত্ত ভরিয়া উঠিল; এবং হরমোহনের মনের অবস্থা বুঝিয়া ও মুখের বাক্য শুনিয়া প্রভাবতী ও অমলার পানাহারে প্রবৃত্তি রহিল না।

এ পর্য্যন্ত প্রমথ যাহা করিয়াছে, ভালই করিয়াছে; অন্ততঃ একটা দিন সে নিজের ব্যয়ে সামলাইয়া দিয়া দশ দিনের মধ্যে একটা কোনো ব্যবস্থা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ হরমোহন, প্রভাবতী অথবা অমলা, কাহারও সে কথা মনে হইতেছিল না। তাঁহাদের মনে হইতেছিল, প্রমথ যাহা করিয়াছে, অন্যায়ই করিয়াছে—



একটা দুরূহ দুর্ব্বিপাকের মধ্যে তাঁহাদের টানিয়া আনিয়া অবশেষে বিপদের মুহূর্ত্তে নিজে সরিয়া পড়িয়াছে। প্রমথ ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থা যে কি প্রকারে সুবিধাজনক হইতে পারিত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত কাহারও ধৈর্য্য বা অবসর ছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল যে, প্রমথ তাহাদিগকে মজাইয়াছে,—বিপন্ন করিয়াছে।

তিনজনের মধ্যে অমলার মনের অবস্থা একটু জটিলতর ছিল। সেদিন রাত্রে আহার করিয়া প্রমথ চলিয়া যাওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত অমলা কয়েকবারই কারণে এবং অকারণে প্রমথর কথা মনে মনে ভাবিয়াছে, এবং যতবার ভাবিয়াছে প্রতিবারই তাহার মনে হইয়াছে যে প্রমথ আর না আসিলেই ভাল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে সে কয়েকবার প্রমথকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কথা ভাল করিয়া মনেই পড়ে না। তাহার পর সেদিন যখন প্রমথ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কি অমলা, তোমার প্রমথদাদাকে মনে পড়ে ত?" তখন হইতে এই কয়েক দিনের মধ্যে এমন হইয়াছে যে, নির্জ্জনে প্রমথর সহিত কথা কহিবার কথা মনে হইলেই আতঙ্কে অমলার বুক কাঁপিতে আরম্ভ করে। প্রমথ যে কি বলে সময়ে সময়ে তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। তাহার কথা ভারি গোলমেলে, তাহার দৃষ্টি অতিশয় দুর্বোধ, এবং তাহার কণ্ঠস্বর সময়ে সময়ে অকারণ এমন গাঢ় হইয়া উঠে যে, মনে হয় তৃতীয় কোনও ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিলে ভারি অশোভন দেখাইত। এই সকল কারণে, অভিযোগের বিশেষ কোনও কারণ না থাকিলেও, প্রমথর কথা মনে পড়িলেই অমলার মনে হইত যে, সে না আসিলেই ভাল, তাহার সহিত কথা কহিবার অবসর না ঘটিলেই মঙ্গল। আজ সকাল হইতে কিন্তু তাহার চিত্তের

কম্পাস-কাঁটা একেবারে অন্য দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রমথর না আসার জন্য এবং তাহাদের এই বিপদের দিনে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া থাকার জন্য আজ সকাল হইতে অমলা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ক্রোধের সহচর হইয়া একটা অতি সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ অভিমান দেখা দিতেছিল। এই অভিমান সঞ্চারের তত্ত্বটুকু কৌতূহলজনক ব্যাপার। অভিমান জিনিষটা কোন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নহে, এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তাও ইহার কিছু নাই। যখনই ইহা উপস্থিত হয়, বাহনের স্কন্ধে চড়িয়া উপস্থিত হয়; অন্যের অভাবে নিজের পায়ের ভরে উপস্থিত হইবার ইহার শক্তি নাই। ব্যাধি-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহা একটি রোগ নহে, রোগের লক্ষণ।

অমলার চিত্তের কোন্ নিভৃত প্রদেশে কি বিকৃতি ঘটিয়াছিল, যাহা হইতে এই অভিমান-রস বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছিল, সে বিষয়ে অমলার নিজেরই কোনো জ্ঞান এমন কি সংশয় পর্য্যন্ত ছিল না; এবং এই আপাত-তুচ্ছ অভিমান অচিরে যে গুরুতর পরিণতি লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধেও তাহার মন সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক ছিল। প্রত্যূষে যে তালের রস নির্দ্দোষ সুশীতল পানীয় থাকে, মধ্যাহ্নেই তাহা উগ্র মদিরায় পরিণত হইতে পারে তাহা সে জানিত না। তাই বেলা তিনটার সময়ে সুরেশের হাত ধরিয়া 'মাসিমা কোথায়?' বলিয়া প্রমথ অন্দরে প্রবেশ করিতেই যখন সর্ব্বপ্রথমে অমলা সম্মুখে পড়িয়া গেল, তখন অমলার মনের মধ্যে অভিমানটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সে কোনো কথা না কহিয়া পাশ কাটাইয়া প্রমথর পথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল।

প্রমথ [illegible] দেখিবামাত্র অমলার মুখে তাহার অন্তরের কাহিনী পাঠ

করিয়া লইল। মৃদু হাসিয়া অমলার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সে নিম্নকণ্ঠে বলিল, "রাগ করেছ?"

প্রমথর এই আকস্মিক অহেতুক আচরণে ও প্রশ্নে অমলা চকিত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আরক্ত মুখে সে বলিল, "কেন? রাগ করব কেন?"

প্রমথ হাসিমুখে উত্তর দিল, "কেন রাগ করবে তা, আমি কি ক'রে বলব বল? কারণ যদি কিছু থাকে ত' তুমিই বল, শুনি।"

এই কথোপকথনের ধারাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অমলা একটু প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কারণ কিছুই নেই!"

প্রমথ কিন্তু সে উত্তরে কিছুমাত্র প্রতিহত না হইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কারণ কিছুই নেই?—একেবারে অকারণ? শুনে সুখী হলাম অমলা! সংসারের অকারণ জিনিসগুলোর উপরই আমার শ্রদ্ধা আর লোভ সবচেয়ে বেশী। খাতাপত্রের হিসাবের মধ্যে যে-সব জিনিস চড়ান যায় না, মনের মধ্যেই আমি তাদের স্থান দিই।"

সব কথাটার তাৎপর্য্য অমলা হয় ত ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। প্রমথর কথার উত্তরে কথা বলিতে গিয়া প্রমথকে এইরূপে পরিহাস করিবার সুযোগ দিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। এবং পাছে পুনরায় তাহার কথায় সুযোগ পাইয়া প্রমথ কথা বাড়াইয়া চলে, সেই আশঙ্কায় সে প্রমথর কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তখন প্রমথ সুরেশের হাত ধরিয়া হরমোহনের কক্ষে উপস্থিত হইল।

প্রমথকে দেখিয়া হরমোহন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ; মনে হইল প্রমথ যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন যেরূপেই হউক এ বিপদের একটা উপায় সে করিবে।

কথাটা প্রমথই প্রথমে তুলিল ; বলিল, "মেসোমশায়, আপনার পাওনাদার ত আর একটু পরেই আসবে ; টাকার কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কি ?"

চিন্তিত মুখে হরমোহন কহিলেন, "না, কিছুই হয় নি। অনেক চেষ্টা করেছি প্রমথ ; এই কয়েক দিনে অনেকেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কেউ দিলে না। এখন একমাত্র তুমিই ভরসা, তুমি যদি কোন রকমে তাকে নিরস্ত করতে পার! তোমার বাসায় যে কতবার গিয়েছি তার সংখ্যা নেই। অবশেষে তোমাকে বাড়ীতে প্রিপেড টেলিগ্রাম করলাম। তার কোন উত্তর পেলাম না। তুমি যে সেই গেলে তার পর ত আর এলে না!"

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে প্রমথ বলিল, "আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম না মেসোমশায়। এখান থেকে যাবার আগে আমি আমার চার পাঁচজন বন্ধুর কাছে চেষ্টা করেছি, কিন্তু উপস্থিত কারও হাতে টাকা নেই। তারপর হঠাৎ একটা জরুরী কাজে বেনারসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার কাজ শেষ না ক'রেই আমি ধড়ফড়িয়ে চ'লে এলাম। আমার নিজের হাতে টাকা থাক্‌লে আমি ভাবতাম না ; আমারও এ সময়টা বড়ই টানাটানি চলেছে। তা হলে উপায় ?"

হতাশ হইয়া হরমোহন কহিলেন, "কোনো উপায়ই নেই!"

একটু চিন্তা করিয়া প্রমথ কহিল, "আচ্ছা, সে দিন রাত্রে যে আপনার লাইফ্ ইনসিওর্যান্সের কথা বলছিলেন তা কবে ডিউ হবে ?"

"সে অনেক দেরী,—ছ বৎসর পরে।"

কোন কথা না বলিয়া প্রমথ বিরস চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ ব্যগ্র ভাবে কহিল, "আচ্ছা, আপনার পলিসিটা বাঁধা রেখে ত কিছু টাকা তোলা যায়?"

কুণ্ঠিতস্বরে হরমোহন কহিলেন, "পলিসি কি আমার কাছে আছে প্রমথ? তা-ও কোম্পানীর কাছেই বাঁধা আছে।"

কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রভাবতী আসিয়া নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বিষণ্ন মুখের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "মাসিমা, তুমি কেন এ সব কথার মধ্যে প'ড়ে কষ্ট পাও? এ সব ব্যাপার আমাদের পুরুষদের ওপর ছেড়ে দাও, যে রকম ক'রে হোক আমরা সামলাব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাবতী বলিলেন, "আমি শুধু এই ভাবছি প্রমথ, হাতে এই সধবার লক্ষণটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই যা দিয়ে এই বিপদের সময়ে তোমাদের একটু উপকার করতে পারি। কিন্তু যে হতভাগীর জন্যে তোমাদের এই কষ্ট তার ত যা হোক ছ চারখানা ক্ষুদ কুঁড়ো আছে, তাই না হয় আপাতত নিয়ে—"

প্রভাবতীকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রমথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বাপ্ রে! তা কখনো করা যায়? একে ছেলেমানুষের সাধের জিনিস, তারপর হঠাৎ যদি শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে আসে তখন পাঠাবে কি ক'রে?"

সংসারের এই বিপদানলে দুর্ভাগিনী কন্যার অলঙ্কারগুলি আহুতি দিতে প্রভাবতীরও একান্ত অনিচ্ছা ছিল; এ বিষয়ে প্রমথর দৃঢ় অসম্মতি দেখিয়া বিপদের মধ্যেও তিনি এক দিকে একটু আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মানা অমলা কিন্তু প্রমথর কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল! ছেলেমানুষের সাধের জিনিস? প্রমথ ভাবে কি তাহাকে! সে কি মনে করে সে এতই সামান্য যে, তাহার পিতার এই মহা বিপদের দিনে তুচ্ছ কয়েকটা সোনা রূপার ঢেলার উপর তাহার বিন্দুমাত্রও মমতা আছে? তাহার ইচ্ছা হইল তখনি তাহার মকরমুখো বালা দুই গাছা হাত হইতে খুলিয়া প্রমথর দেহের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়!

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহনের এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাইল। তিনি বলিলেন, "ছেলেমানুষের সাধের জিনিসই বল আর যাই বল, সে আলাদা কথা; কিন্তু শ্বশুরবাড়ী থেকে হঠাৎ নিতে আসবে সে ভাবনা একটুও নেই। তা ব'লে আমি অবশ্য গহনা নেওয়ার কথাও বলছিনে, আমি শুধু এই বলছি যে, তোমার ভাবনাটা একেবারে অমূলক।"

একটু উত্তেজিত ভাবে প্রমথ বলিল, "না মেসোমশায়, তা নয়। এই টাকার ব্যবস্থা করা, আর মাণিকলালকে ঠাণ্ডা করা, এ সব সামান্য ব্যাপারগুলো শেষ হয়ে গেলে, আমি সেই আসল কাজেই উঠে প'ড়ে লাগব; আর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে—"

প্রমথর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সে সবিস্ময়ে দেখিল আরক্ত মুখে অমলা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি প্রমথ দাদার ও সব বাজে কথা শুনো না! আমার সব গয়না দিয়ে যদি তোমার একবিন্দুও কষ্ট কমে তাতে আমি খুব খুসী হব। আমি আলমারী থেকে এখনি সব বার ক'রে দিচ্ছি, তার আগে এ দুটো খুলে দিই।" বলিয়া নিজের হাতের বালা দুই গাছা সজোরে খুলিতে আরম্ভ করিল।

আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া প্রভাবতী ছুটিয়া আসিলেন, "ওরে করিস কি, করিস কি! আজ একাদশীর দিনে অকল্যাণ করিস নে!"

কিন্তু ততক্ষণে অমলা দুই গাছা বালাই হস্ত হইতে উন্মোচিত করিয়া হরমোহনের পদতলে রাখিয়া দিয়াছিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে প্রমথর দিকে ফিরিয়া অমলা আর্ত্তস্বরে বলিল, "প্রমথ দাদা, তুমি কি আমাকে এতই ছেলেমানুষ মনে কর যে—" আর তাহার কথা বাহির হইল না, সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

হরমোহন সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 'নারায়ণ! নারায়ণ!' করিতে লাগিলেন।

এক মুহূর্ত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে প্রমথ বলিল, "আমাকে মাপ কর অমলা, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, আমি নিজে এসে তোমার কাছ থেকে গয়না চেয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু এখন তুমি আমার অনুরোধ রাখ, বালা হাতে পর।" বলিয়া বালা দুই গাছা তুলিয়া লইয়া প্রভাবতীর হস্তে দিয়া বলিল, "মাসি মা, তুমি পরিয়ে দাও।"

প্রভাবতী বালা লইয়া অমলার হস্তে পরাইয়া দিলেন।

অমলাকে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া হরমোহন বলিলেন, "ছি মা, এত অধীর হ'তে আছে কি? ভয় কি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার গহনায় কতটুকু ধার কমবে বল? তা ছাড়া একেবারে নিঃস্ব হয়ে থাকাও ত ভাল নয়। তেমন দরকার হলে

খরচ করতে পারব শুধু এই ভরসাটুকু মনের মধ্যে রাখবার জন্যেও হাতে কিছু বাঁচিয়ে রাখা দরকার।"

অমলা নিঃশব্দে নতমুখে পিতার পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি আসিল, "হরমোহন বাবু বাড়ী আছেন?"

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরমোহন প্রমথর সহিত বাহিরে আসিলেন। মাণিকলাল বিনয় সহকারে উভয়কে নমস্কার করিল, এবং দুই তিন মিনিট সাধারণ কথাবার্ত্তার পর টাকার কথা তুলিল।

বিপন্নভাবে একবার প্রমথর দিকে চাহিয়া, একবার ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে কুণ্ঠিত ভাবে মাণিকলালের প্রতি চাহিয়া হরমোহন বলিলেন, "আপনার টাকার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ত' করতে পারিনি মাণিকবাবু!"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মাণিকলাল ধীরভাবে বলিল, "অবিশেষ ব্যবস্থা কি করেছেন শুনতে পারি কি?"

কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া হরমোহন বিমূঢ়ভাবে প্রমথর দিকে চাহিতেই প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "অবিশেষ ব্যবস্থা আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন আর বড় বেশী কিছু নয়। দয়া ক'রে কিছু সময় দিতেই হবে!"

প্রমথর কথা শুনিয়া মাণিকলাল কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে পকেট হইতে কয়েকখানা কাগজ বাহির করিল, এবং তন্মধ্য হইতে দুইখানা কাগজ বাছিয়া লইয়া হরমোহনের হস্তে দিয়া বলিল, "চারু চৌধুরী উকিল 'বলেছেন, বিশেষ দরকার না থাকলেও, আপনি দুটো কাগজ মিলিয়ে দেখে নিয়ে একটা আপনার কাছে রাখবেন, আর অপরটা দস্তখত ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।"

কিয়দংশ পাঠ করিয়াই হরমোহন বুঝিতে পারিলেন যে তাহা

নালিশ করিবার নোটিস্। শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়াই প্রমথর হস্তে তিনি তাহা অর্পণ করিলেন।

নোটিস পাঠ করিয়া প্রমথ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তাহার পর আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিবার জন্য মিনতিপূর্ণ ভাষায় মাণিক-লালকে সনির্ব্বন্ধে চাপিয়া ধরিল। তাহার অসামান্য উদ্বেগ এবং আগ্রহ দেখিয়া হরমোহন এবং দ্বারান্তরালে স্থিতা প্রভাবতী ও অমলার কথা ত স্বতন্ত্র, অভিনয়কারী মাণিকলালেরই সময়ে সময়ে ভ্রম হইতেছিল যে, প্রমথ হয় ত' সত্য-সত্যই তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিতেছে। প্রমথর কপট অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অভদ্রতার অভিনয় করিতে সে মনে মনে পীড়া অনুভব করিতেছিল।

মাণিকলালের দ্বিধা-মন্থর ভাব লক্ষ্য করিয়া, প্রমথর ওজস্বী বক্তৃতায় কিছু ফল হইয়াছে ভাবিয়া হরমোহনও এরূপ ভাবে মাণিকলালের স্তুতি করিলেন যে, ব্যাপারটা যদি অভিনয় না হইয়া প্রকৃত হইত তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই মাণিকলাল হরমোহনের সকরুণ প্রোর্থনা মঞ্জুর করিত; কিন্তু এ অভিনয়ের সব জিনিসটা নকল হইলেও ইহার বাঁধাবাঁধির মধ্যে নকল করুণার স্থান একেবারেই ছিল না। তাই প্রমথ ও হরমোহনের নির্ব্বন্ধ-নিবেদন শেষ হইলে সে শান্ত অবিচলিত ভঙ্গীতে বলিল, "আপনারা দুজনে এই দীর্ঘ সময় ধ'রে যে কাতরতা প্রকাশ করলেন, শুনে দুঃখিত হোন, তা'তে আমার মন একটুও গলে নি। আমি একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ; চক্ষুলজ্জা বা মায়া-মমতার সঙ্গে আমার কারবার নেই। বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সখ আপনাদের যদি থাকে তা সেটা আমাকে বাদ দিয়েই করবেন। এখন নোটিসখানায় একটা সই ক'রে দেবেন, না অগ্নিই উঠ্‌ব, অনুগ্রহ ক'রে বলুন।"

প্রমথ বলিল, "যতটা বাজে আপনি আমাদের মনে কচ্ছেন, ততটা বাজে আমরা না হতেও পারি। অতএব এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হবে না।"

মাণিকলাল বলিল, "কথাবার্ত্তার যদি প্রয়োজন হয় ত আমার উকিল চারুবাবুর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইবেন। ষ্টেশন রোডে রাধামাধব জীউর মন্দিরের সম্মুখে তাঁর বাড়ী ; আপনাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরের পথ নয়।"

একটু চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "কখন্ তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার সুবিধা হবে ?"

অনুৎসুক ভাবে মাণিকলাল বলিল, "এখন থেকে আরম্ভ ক'রে ডিক্রীজারী পর্য্যন্ত যখন আপনাদের অভিরুচি হয়।"

প্রমথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মশায়, উকিলের সঙ্গে কথা কয়ে সুবিধা করতে পারব না। যে কথা উকিলকে বাদ দিয়ে কইলে সহজ হয়ে আসে, সেই কথাই উকিলের সঙ্গে হ'লে জটিল হ'য়ে যায়। মরতে যদি হয় ত রামের হাতেই মরি ; রাবণের হাতে মরলে আর বেশী সুবিধে কি হবে ?"

মুখ কুঞ্চিত করিয়া মাণিকলাল বলিল, "আচ্ছা, তা হলে বলুন ; কি আপনার বলবার আছে শুনেই যাই। কিন্তু দোহাই আপনার, সংক্ষেপে বলবেন।"

প্রমথ বলিল, "লাইফ্ ইনসিওরের টাকা পেতে মেশোমশায়ের এখনও দু বৎসর দেরী ; তার আগে কোনরকমেই আমরা আপনার সব টাকা পরিশোধ করতে পারছি নে। আপনি যখন শুধু হাতে দু বৎসর

অপেক্ষা করতে রাজী নন্, তখন মাসে মাসে কিছু টাকা নিয়ে আপনাকে ছ বৎসর অপেক্ষা করতে হবে।"

একটু নড়িয়া বসিয়া মাণিকলাল বলিল, "কত টাকা মাসিক দিতে আপনারা প্রস্তুত আছেন ? পাঁচ শ' ?"

প্রমথ বলিল, "পাঁচ শ' হাজার জানিনে মশায়। আপনি ঠিক বুঝে এমন একটা কিছু বলুন যার এক পয়সা কমে আপনি রাজী হবেন না। কাতরতা প্রকাশ ক'রে কমাবার পথ ত নেই, কারণ কাতরতা প্রকাশ করলেও আপনার মন গলে না। আপনি ঠিক বলেছেন,—চক্ষুলজ্জা না থাকার দরুণ আপনার প্রকৃতি একটু ভিন্ন হবারই কথা। চক্ষু না থাকলে জীব-বিশেষের বাসস্থান যেমন ভিন্ন হয় !" বলিয়া প্রমথ উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিল।

প্রমথর হাসি থামিলে মাণিকলাল বলিল, "দেখুন প্রমথবাবু, আপনি আমাকে গালাগালি দিলেও আমি আপনাকে পছন্দ করি। কি জানেন ? হাতীর লাথিও সহ্য হয়। আপনার কথার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, আপনিই বলুন কত আপনারা দিতে পারেন ; আমার যদি পছন্দ হয় আমি নিশ্চয়ই রাজী হব।"

প্রমথ বলিল, "আচ্ছা তাই ভাল। পঞ্চাশ ?"

মাণিকলাল সংক্ষেপে বলিল, "না।"

হরমোহন একটু উস্‌খাস্ করিয়া প্রমথর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রমথ, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।"

হস্ত সঙ্কেতে হরমোহনকে নিরস্ত করিয়া প্রমথ কহিল, "আগে এঁর সঙ্গে কথা শেষ করি, তারপর আপনার কথা শুনছি। আচ্ছা, আশী ?"

হরমোহন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "প্রমথ, একবার যদি বাড়ীর ভেতর"—

হরমোহনকে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া প্রমথ বলিল, "প্রথমে বাইরের হাঙ্গামাটা চুকোই, তারপর বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাবে।"

মাণিক বলিল, "না, আশীও না।"

প্রমথ বলিল, "তবে পুরোপুরি এক শ'। কিন্তু এবার থেকে আমার 'না' বলবার পালা, তা জানিয়ে দিচ্ছি।"

হরমোহনের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তিনি হতাশ হইয়া অবসন্ন দেহে বসিয়া রহিলেন।

মাণিকলাল বলিল, "আচ্ছা, তবে এক শ'ই। আপনার কথাকে আমি মান্য করি; আপনি যখন বলছেন যে এক শ'র বেশী হবে না, তখন বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে কোন ফল নেই। কিন্তু মাসের পনের তারিখের মধ্যে টাকা না পেলে ষোল তারিখে নালিশ দায়ের করব।"

প্রমথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ন্যায্য কথা।"

"আর প্রথম মাসের কিস্তিটা আজ দিতে হবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "এটা অন্যায় কথা হ'ল। মাসের পঁচিশ তারিখে চাকরের কাছ থেকে যিনি টাকা চান তাঁর বিবেচনার সুখ্যাতি আমি করতে পারি নে।"

একটু অপ্রতিভ ভাবে মাণিকলাল বলিল, "আচ্ছা, আসছে মাস থেকেই না হয় হবে। আমি তা হলে এখন উঠি।"

"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।" বলিয়া হরমোহনের দিকে চাহিয়া

প্রমথ বলিল, "এবারে চলুন মেসোমশায়, আপনি বাড়ীর ভিতর যাবেন বলছিলেন।"

বাড়ীর ভিতর পদার্পণ করিয়াই হরমোহন কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "এ ব্যবস্থা কেন করলে প্রমথ? মোটে দেড় শ' টাকা মাইনে পাই, একশ' টাকা কোথা থেকে দোব?"

দ্বারান্তরাল হইতে শুনিয়া প্রভাবতী ও অমলারও এ ব্যবস্থা ভাল লাগে নাই। মাস-কাবারের পনের দিন পরে পনেরটি টাকাও যে পরিবারে অবশিষ্ট থাকে না, দুই বৎসর ধরিয়া মাসে মাসে একশত টাকা করিয়া ঋণ-পরিশোধ সে পরিবারের দ্বারা কেমন করিয়া হইতে পারে?

প্রমথকে লইয়া হরমোহন এমন স্থানে আসিলেন যেখান হইতে মাণিকলাল কোন কথা শুনিতে না পায়। সঙ্গে সঙ্গে অমলা এবং প্রভাবতীও তথায় উপস্থিত হইলেন

প্রভাবতী বলিলেন, "যা দিনকাল পড়েছে, দেড় শতেই ত কুলোয় না; তার জায়গায় পঞ্চাশ হলে অর্দ্ধেক দিন ত' উপোস করতে হবে প্রমথ?"

অমলা নিজে কিছু বলিল না; পিতা ও মাতার প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ কি বলে তাহা শুনিবার জন্য সে আগ্রহের সহিত, কিন্তু অপ্রসন্ন মুখে, প্রমথর দিকে চাহিয়া রহিল।

নিমেষের জন্য একবার অমলার মুখ দেখিয়া লইয়া তাহারও মনের ভাব কতকটা উপলব্ধি করিয়া হরমোহনের দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল, "সে ত ঠিক কথা। কিন্তু এমনি একটা ব্যবস্থা না করলে কাল্‌কে নালিশটাই বা কি ক'রে আটকান যায়? সে-ও ত সুবিধের ব্যাপার নয়। নালিশ হ'লে কতকগুলো বিষম রকম হাঙ্গামার ব্যাপার

উপস্থিত হবে; অথচ পঞ্চাশ টাকাতে আর কিছু না হোক মুন ভাতটাও ত চলতে পারে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন বলিলেন, "শুধু মুন ভাত নয় প্রমথ, তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? ওর মধ্যে লাইফ ইনসিওর‍্যান্সের প্রিমিয়ম আর সুদ আছে, প্রভিডেন্ট্ ফণ্ড আছে, স্যাকরা আছে, কাপড়ের দোকান আছে; আরও কত কি যে আছে-তা আর তোমাকে কত বলব? আমার বোধ হয় এর চেয়ে নালিশই ভাল ছিল!"

প্রমথ একটু হাসিয়া বলিল, "না, তা ভাল নয়। কেন না তা'তে এ সব অসুবিধে ত থাকবেই, অধিকন্তু নালিশের উৎপাতটা বাড়বে। শুনুন মেসোমশায়, শোন মাসিমা, অমলা তুমিও শোন, আমি একটা উপায় মনে মনে ভেবেছি। তোমাদের সকলের যদি মত হয় তাহলে বোধ হয় এ সঙ্কটের একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় আমাদের সকলেরই হয় ত একটু অসুবিধা ভোগ করতে হ'তে পারে,—আপনাদেরও, আমারও। কিন্তু একটা দুরূহ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় যে খুব সহজ হবে না, এ ত' আমাদের ভেবে নেওয়াই উচিত।"

প্রমথর এই দীর্ঘ ভূমিকায় বাকি তিনজনেই অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন; হরমোহন ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "অসম্ভব না হলেই হোল। কি বল শুনি?"

প্রমথ বলিল, "না, অসম্ভব হয় ত নয়। কাজকর্ম্মের জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে কলকাতায় থাকতে হয়, কখন মাসে দশ বার দিন, কখন বা ন-মাস ছ-মাসে দুচার দিন। তার জন্যে আমাকে একটা চল্লিশ টাকা ভাড়ার বাড়ী আর বামুন চাকর রাখতে হয়। তা'তে মাসে মাসে আমার

সত্তর পঁচাত্তর টাকা পড়ে। ধরুন, আমি যদি আমার বাসা তুলে দিই তা' হলে সেই টাকাটা এ দিকে লাগান যেতে পারে। আপনাকে মাসে মাসে বাকি পঁচিশ ত্রিশ টাকা দিলেই চলবে। এভাবে ছ-মাসের বেশী চালাতে হবে না। ছমাস পরে আমি একটা টাকা পাব, তা থেকে মাণিকলালের দেনাটা চুকিয়ে দিলেই হবে। তারপর আপনার লাইফ ইনসিওরেব টাকা পেলে আমার টাকাটা দিয়ে দেবেন। বাসা তুলে দিয়ে আমি একটা মেস্-টেস্ দেখে নিতে পারি। মেসে অসুবিধা হ'লে আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়ী আছে, আপনারা আছেন, মাঝে মাঝে দুচার দিন এক রকম ক'রে চালিয়ে নেওয়া যাবে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া হরমোহন ও প্রভাবতীর হৃদয় আশা ও আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। এত সহজে যে এ দুরূহ বিপদের উপায় হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হৃষ্টচিত্তে হরমোহন বলিলেন, "এ রকম ব্যবস্থা হ'লে আমাদের পক্ষে ত খুবই ভাল হয়। কিন্তু একটা কথা প্রমথ, শুধু তুমিই কি আমাদের আপনার লোক, আর আমরা তোমার কেউ নই? আপনাদের জন্যে বাসা তুলে দিয়ে তুমি মেসে বা বন্ধুর বাড়ীতে থাকবে, এ কথা তুমি বলছ কি ক'রে?"

প্রভাবতী কহিলেন, "আমরা থাকতে তোমার স্বতন্ত্র বাসা ক'রে থাকা শুধু তখনই অন্যায় হবে না প্রমথ; এখন যে আছ, তা'ও অন্যায় হচ্ছে!"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "এক শ' বার, যদি না তোমাদের এ অঞ্চলে থাকলে আমার কাজ কর্ম্মের পক্ষে একটু অসুবিধা হ'ত। তা, সে পরের কথা পরে যেমন সুবিধা হয় করলেই হবে, এখন তা হলে মাসে

এক শ টাকা ক'রে দেবার কথা বলাই ঠিক ত ? তুমি কি বল অমলা ? এ ব্যবস্থা মন্দ কি ?"

প্রমথর দিকে না চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে অমলা বলিল, "মন্দ নয়।" কিন্তু তাহার পরই হরমোহনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তার চেয়ে বাবা, এক কাজ করলে ত' হয়। আমার গয়না থেকে ছশো টাকার অনেক বেশী ত' হবে ; সেই টাকা থেকে ছমাস, অর্থাৎ যতদিন প্রমথদাদার টাকাটা না পাওয়া যায়, মাণিক বাবুকে মাসে মাসে একশ' টাকা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। তারপর আপনার লাইফইন্‌-সিওরের টাকা পেলে প্রমথদাদার টাকাটা দিয়ে দেবেন। তা হলে আর প্রমথ দাদাকে নানা রকমের অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।"

শেষোক্ত ব্যবস্থাটির চেয়ে প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটি যে কত হিসাবে সুবিধাজনক, তাহা বুঝিবার পক্ষে হরমোহনের কিছু মাত্র বুদ্ধির অভাব ছিল না। সেই নিরতিসুব্যবস্থায় বিবেচনাহীনা কন্যাকে অমন ভাবে বাধা দিতে দেখিয়া হরমোহন অন্তরের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রমথর উপস্থিতির জন্য যথাসম্ভব সংযত হইয়া অমলার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার গহনা বিক্রি করবার জন্যে তুমি তখন থেকে এত পীড়াপীড়ি করছ কেন তা ত বুঝতে পারছি নে! তুমি কি মনে কর যে, তোমার বিয়ের ধার ব'লে এটা তোমারই শোধ করা কর্ত্তব্য, আর তোমার গহনা থেকে এটা শোধ গেলে তুমি আমাদের সকলের কাছে একেবারে ঋণ-মুক্ত হবে ?"

হরমোহনের সপরিহাস ভর্ৎসনার দংশনে অমলার মুখ-মণ্ডল রক্ত-বর্ণ ধারণ করিল ; পিতার কথার উত্তরে আর কোনো কথা বলিবার তাহার বুদ্ধি অথবা ক্ষমতা রহিল না।

অমলার দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া সেই অপরিচ্ছন্ন অভিযোগের গ্লানি হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রমথ বলিল, "তা' নয় মেসো-মশায় ; অমলা মনে করে, আপনাকে সাহায্য করবার অধিকার তার তুলনায় আমার কিছুই নেই। সেই জন্যে সে ভাবছে যে, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে সে তার সব গহনাগুলো অনায়াসে বিক্রী ক'রে দিতে পারে, কিন্তু আমাকে সামান্য বাসা তুলে দিয়েও সাহায্য করতে দেওয়া যেতে পারে না। তাই সে আমার অসুবিধে নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আমার অসুবিধের কথা যদি এতটা ভাব অমলা, তা হলে প্রমথ দাদার অসুবিধে না ব'লে প্রমথবাবুর অসুবিধে বলাই উচিত।" বলিয়া প্রমথ হাসিতে লাগিল।

প্রমথর এই তিরস্কারে অমলা অপ্রতিভ হইল, কিন্তু খুসীও কম হইল না। বিসদৃশ ব্যাপারটাকে এমন করিয়া একটা সঙ্গত আকার দেওয়ায় তাহার মনে যুগপৎ প্রমথর প্রতি সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা এবং হরমোহনের প্রতি তদনুপাতে অভিমান উদ্রিক্ত হইল। সে একটু বেগের সহিত বলিল, "আমার কথার যদি আপনারা এই রকম সব মানে করেন, তাহলে আমার কোন কথা না বলাই উচিত। যা আপনাদের ভাল মনে হয় তাই করুন!"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তোমার কথার যদি সে রকম সব মানে না হয়, তাহলে আর কোনো কথা নেই, উপস্থিত মাণিকবাবুকে বিদায় ক'রে আসা যাক্।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই, প্রমথ ও হরমোহনের নিকট মাসে মাসে একশত টাকা পাইবার কথা পাইয়া, মাণিকলাল প্রস্থান করিল।

১২

এক মাস অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রমথ আর একদিনও হরমোহনের বাটিতে দেখা দেয় নাই। কিন্তু মাস শেষ হইতেই দুই তিন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ যথাসময়ে, তাহার নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা মণিঅর্ডারে হরমোহনের নিকট পৌঁছিয়াছিল, এবং চুক্তি মত মাণিকলালও প্রথম কিস্তির একশত টাকা যথাসময়ে লইয়া গিয়াছে। হরমোহন দুই তিনবার প্রমথর সন্ধানে তাহার বাসায় গিয়াছেন, কলিকাতায় প্রমথ আসিয়াছে সে সংবাদও মাঝে মাঝে পাইয়াছেন, কিন্তু একবারও তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

অসঙ্গত অধিকার লাভের প্রধানতঃ দুইটি উপায় আছে, বল ও কৌশল। তন্মধ্যে মানব-চিত্ত-অধিকারের পক্ষে শেষোক্ত উপায়টিই বিশেষ উপযোগী। মাছ বঁড়শী-বিদ্ধ হওয়ার পর তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য সূতা গুটাইবার পূর্ব্বে সূতা ছাড়াই কৌশল; অমলার উপর প্রমথ সেই কৌশল প্রয়োগ করিতেছিল। মাসে মাসে একশত টাকা দিবার প্রসঙ্গে সেদিন যখন প্রমথর বাসা তুলিয়া দিবার কথা হইয়াছিল, তখন, বিশেষ কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও, অমলার মনের মধ্যে এই কথাটাই বারংবার হইয়াছিল যে, পরদিনই প্রমথ তাহার বাসা সমূলে উৎপাটিত করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ব্যগ্রতায়, প্রমথর সেই সম্ভাবিত পথ রোধ করিবার জন্য অমলা তাহার অলঙ্কার বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, 'তা হলে আর প্রমথদাদাকে নানা রকমের অসুবিধে ভোগ করতে

হয় না।' ধূর্ত্ত প্রমথ কিন্তু সে কথা শুনিয়া তখনই বুঝিয়াছিল যে, আসিতে বিলম্ব না করিলেই আসলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, ধরা দিলেই ধরিতে পারিবে না। তাই একমাসের মধ্যেও যখন প্রমথর আসিবার কোনও লক্ষণ বা আগ্রহ দেখা গেল না, তখন অমলার মনের সব আন্দাজ একেবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। প্রমথকে সে যতটা সহজ এবং সুলভ মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ সে নয় বুঝিতে পারিয়া একদিকে সে যেমন মনে-মনে ঈষৎ অপ্রতিভ বোধ করিল, অপরদিকে প্রমথর উপর তাহার অপহৃত শ্রদ্ধা অনেকটা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তৎসহিত সে মনের নিভৃত প্রদেশে একটা অদ্ভুত রকমের নৈরাশ্যের গ্লানিও বোধ করিল; চিকিৎসক 'জবাব' দিয়া যাইবার পর সমস্ত অনুমান এবং অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া রোগী সহসা বাঁচিয়া উঠিলে আনন্দেরই সহিত চিকিৎসক যেরূপ একটা অপ্রত্যাশার আঘাত অনুভব করে, কতকটা সেইরূপ।

মাস-কাবারের পর আট নয় দিন অতিবাহিত হইয়াছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় কিস্তি দিতে হইবে। টাকার জন্য হরমোহন চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে প্রমথর নিকট হইতে টাকা না আসিয়া একখানা চিঠি আসিল। চিঠি খুলিয়া হরমোহন দেখিলেন একটা নূতন ঠিকানা হইতে প্রমথ পত্র দিয়াছে, এবং মাণিকলালের কিস্তির টাকা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

বৈকালে অফিসের ফেরত হরমোহন প্রমথর নূতন ঠিকানায় উপস্থিত হইলেন। তালতলা অঞ্চলে একটা জীর্ণ দ্বিতল গৃহ, দেখিলে মনে হয় না যে নির্ম্মিত হওয়ার পর কখনও সংস্কার হইয়াছিল। গৃহদ্বারে বসিবার বাঁধানো জায়গায় এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল; কৃশকায়, কৃষ্ণবর্ণ, এবং

মাথার কাঁচা চুল এবং মুখের পাকা ভাব এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা তাহার যথার্থ বয়সের পরিচায়ক, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

হরমোহন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এটা মেস ত'?"

হঠাৎ ম্যাজিকের মত সেই নিকষকৃষ্ণ মুখের মধ্য হইতে দুই শ্রেণী দুগ্ধ-শুভ্র দন্ত বাহির করিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "মেছ্‌ বলেন কি মশাই? হোটেল! দেখছেন না, ছাইন-বোর্ড দেখছেন না, গেরেট্‌ বেঙ্গল হোটেল?"

হরমোহন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে পাঠ করিয়া দেখিলেন সেই ক্ষুদ্র এবং নগণ্য গৃহের সেই জমকাল নামই বটে।

"আপনি কি এখানে থাকেন?"

আবার সেই দন্তের ম্যাজিক হইল। "থাকি কি? আমি এখানকার মালিক! আর কেউ অংশীদার নেই!"

মৃদু হাসিয়া হরমোহন বলিলেন, "বটে? তবে তো একেবারে আসল লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে! আমি প্রমথ চাটুয্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি বাড়ী আছেন কি?"

"আছেন। আপনি?"

হরমোহন এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি প্রমথর মেসো হই।"

শুনিবামাত্র সেই ব্যক্তি ত্বরিত-বেগে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া হরমোহনের পদধূলি লইল। তৎপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি ত' তা হলে গুরুজন ব্যক্তি! চলুন ওপরে চলুন। কদিন থেকে চাটুয্যে মশায়ের বড় অসুখ করেছে।"

অসুখের কথা শুনিয়া হরমোহন উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রমথর নিকট উপস্থিত

হইলেন। একটি ক্ষুদ্র, অন্ধকারময় কক্ষ। তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। হরমোহন প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছুই ভাল দেখিতে পাইলেন না। একদিকে একটা খাটের মত মনে হইল। তাহার উপর হইতে যখন "আসুন মেসো মশায়, এদিকে আসুন" বলিয়া প্রমথ আহ্বান করিল, তখন হরমোহন শয্যার এক প্রান্তে প্রমথর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

"কি অসুখ হয়েছে তোমার প্রমথ?"

"বলছি" বলিয়া প্রমথ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "চক্কোত্তি, আলোটা জেলে দিয়ে, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া প্রমথর বাতিদানে বাতি জ্বালিয়া দিয়া দ্বার ভেজাইয়া প্রস্থান করিল। হরমোহন বুঝিতে পারিলেন ধনী বলিয়া হোটেলে প্রমথর বিশেষ একটু খাতির আছে।

চক্রবর্ত্তী প্রস্থান করিলে প্রমথ বলিল, "অসুখ তেমন কিছু নয় মেসো মশায়। চার পাঁচ দিন জ্বরে ভুগেছিলাম। কাল থেকে জ্বর আর নেই, কিন্তু ভারী দুর্ব্বল করেছে। নইলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, নিজে গিয়েই টাকাটা দিয়ে আসতাম। আপনার বড় কষ্ট হ'ল!"

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হরমোহন বলিলেন, "হ্যাঁ, বাস্তবিকই কষ্ট হয়েছে তোমার এই দুর্ব্যবহারে! বাসা তুলে দিয়ে একটা কদর্য্য জায়গায় প'ড়ে তুমি অসুখে ভুগছ, অথচ আমার বাড়ী যেতে পারনি, এই ত' তুমি আমার আপনার লোক? আমি এখনি একটা গাড়ী নিয়ে আসছি, তুমি আমার সঙ্গে যাও ত ভালই, নইলে তোমার এক পয়সাও আমি আর হাতে করছি নে, তা আমার যত বড় বিপদই হ'ক না কেন!"

হরমোহনের কথা শুনিয়া প্রমথ মনে মনে বিশেষ হৃষ্ট হইল; কিন্তু

মুখে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া হরমোহনের বাড়ী না গিয়া সেই মেসে থাকার পক্ষে এমন সব কারণ দেখাইতে লাগিল, যাহাতে হরমোহনের বুঝিতে একটুও ভুল না হয় যে, অন্য কারণ থাকিলেও, যে-গুলা দেখাইতেছিল সে-গুলা সত্য কারণ একেবারেই নয়, নিতান্তই মিথ্যা ওজর-আপত্তি। এমন কি হরমোহনের গৃহে তাহার বাস করিবার আমন্ত্রণের প্রসঙ্গে অপর সকলের নামোল্লেখের মধ্যে অমলার নামটা সে এমন স্পষ্টভাবে বাদ দিয়া গেল যে, হরমোহনের এ কথা মনে হইতেও বাকি থাকিল না যে, তাহার আপত্তির যথার্থ কারণ অমলার সেদিনের রূঢ় আচরণ।

ঘণ্টাখানেক তর্কবিতর্কের পরও প্রমথ যখন বাসা তুলিয়া হরমোহনের গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল না, তখন হরমোহন দুঃখে ও অভিমানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রমথর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও টাকা না লইয়াই প্রস্থান করিলেন।

পথে বাহির হইয়াই কিন্তু হরমোহনের অভিমান আশঙ্কায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। এই সব মান-অভিমানের গোলযোগে পনের তারিখের মধ্যে মাণিকলালকে টাকা দেওয়া না হইয়া উঠিলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং আত্মসম্মান-বোধের সীমাতিরিক্ত অভিনয় করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া আসার জন্য মনের মধ্যে গভীর পরিতাপ উপস্থিত হইল। কিন্তু গৃহে পৌঁছিবার পর প্রভাবতী যখন প্রমথ কেন আসিল না, এবং টাকা আসিয়াছে কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অদূরে উৎকর্ণ অমলাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হরমোহনের আশঙ্কা ও অনুতাপ মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল।

প্রভাবতীর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে হরমোহন কহিলেন, "এবার পাওনাদার এসে যখন অপমান করবে, তখন তোমার মেয়েকে সামলাতে বোলো!"

প্রভাবতী সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কেন? ও কি করেছে?"

হরমোহন তেমনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "কেন, তুমিও কি ভুলে গিয়েছ? তোমার সাক্ষাতেই ত' সেদিন এ বাড়ীতে আসা নিয়ে ও প্রমথর সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করলে, তাতে তখনই আমি বুঝেছিলাম যে, প্রমথর যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকে তা হলে এ বাড়ীতে কখনো সে বাস করছে না। মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে এ বাড়ীতে কষ্ট ক'রে বাস ক'রে ওর ত ভারী লাভ যে, ওর ওপর তম্বী!"

প্রভাবতী বলিলেন, "প্রমথ কি সে সম্বন্ধে কথা তুলেছিল?"

হরমোহন কহিলেন, "সে কি সেই রকম লোক যে, স্পষ্ট ক'রে সে কথা বলবে?"

"টাকা এনেছ?"

"এখনও আত্মসম্মান-জ্ঞান একেবারে হারাই নি যে, এ অবস্থাতেও হাত পেতে টাকা নেব, তা অদৃষ্টে যত দুঃখই থাক!"

এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। দুঃখে ও বেদনায় তাহার হৃদয় বিগলিত হইতেছিল না, অভিমানে ও অপমানে দগ্ধ হইতেছিল। পাওনাদারকে সে সামলাইবে, এত বড় অপমানের কথা পিতার মুখ দিয়া বাহির হইল, অথচ বাস্তবপক্ষে তাহার আর বাকি ছিল কোথায়?

প্রমথকে এইরূপে প্রশ্রয় দেওয়া পাওনাদারকে সামলান ভিন্ন অন্য কিছুই ত নয়! কিন্তু সে কথা বুঝিবে কে, আর বুঝাইবেই বা কে?

তাহার পর, তাহাদের বাটিতে বাস করিলে প্রমথর যদি কোনো লাভ না থাকে ত' তাহারই বা ক্ষতি কি? বেশ, তবে তাহাই হউক। কিন্তু পরে যদি কখনো প্রমথকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তখন সে ব্যাপার হইতে সে একেবারে নির্লিপ্ত থাকিবে।

অমলা উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল। তাহার পর হরমোহনের বসিবার ঘরে গিয়া টেবিলের উপর হইতে প্রমথর চিঠিটা লইয়া ঠিকানা দেখিয়া নিজ লিখিত চিঠিখানা একখানা খামে পুরিয়া প্রমথর ঠিকানা লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

১৩

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রমথ স্থির করিল যে, দ্বিপ্রহরে হরমোহন যখন অফিসে থাকিবেন, তখন গিয়া প্রভাবতীকে পঁচাত্তর টাকা দিয়া আসিবে; এবং সেই সময়ে অমলা ও প্রভাবতীর আগ্রহ এবং আচরণ লক্ষ্য করিয়া হরমোহনের গৃহে বাস করা-না-করা স্থির করিবে। এ বিশ্বাস তাহার মনে-মনে বেশ ছিল যে, অন্ততঃ প্রভাবতী তাহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন, এবং এ কথাও সে মনে-মনে এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিল যে, এবার একটু পীড়াপীড় করিলেই আর অসম্মত হইবে না।

আহারাদির পর টাকা লইয়া যাইবার জন্য প্রমথ প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময়ে ডাক-পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামের উপর অপরিচিত হস্তের লেখা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া প্রমথ দেখিল লেখিকা অমলা। ঔৎসুক্যের সহিত সে চিঠিখানা পাঠ করিল। লেখা ছিল,

শ্রীচরণেষু,

একমাসের মধ্যে আপনি একবারও এ বাড়ীতে আসেন নাই; এমন কি, অসুস্থ শরীরে কষ্ট করিয়া হোটেলে বাস করিতেছেন, তবুও আমাদের নিকট আসিবার কথা আপনার মনে পড়িল না। আমার কোনও অপরাধের জন্য যদি আপনি রাগ করিয়া থাকেন ত অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন, এবং আমার একান্ত অনুরোধ পত্রপাঠ মাত্র আপনার জিনিসপত্র লইয়া আমাদের বাড়ী চলিয়া আসিবেন। না আসিলে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হইব।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, এ চিঠিখানা কাহাকেও দেখাইবেন না, এবং কাল আসিয়া চিঠিখানি আমাকে ফেরত দিবেন।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি,

অমলা

চিঠি পড়িয়া প্রমথর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে হোটেলের ভৃত্যকে ডাকিয়া একখানা ঠিকা গাড়ী আনিতে আদেশ দিল, এবং তৎপরে চিঠির কাগজ বাহির করিয়া নিম্নলিখিতরূপে একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিল।

স্নেহের অমলা,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে অতিশয় সুখী হলাম। প্রকাশ ডাক্তারের চার শিশি ঝাঁঝাল ওষুধ খেয়ে যে ফল না হয়েছিল, তোমার এই ছোট্ট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটার মত চিঠিখানিতে তার দশগুণ হ'ল! পাঁচ মিনিট আগে দুর্ব্বলতায় মাথা তুলতে পারছিলাম না, আর এখন একেবারে সোজা হয়ে ব'সে চিঠি লিখছি।

তুমি আমাকে যাবার জন্যে আদেশ করেছ। শরীর যদি নিতান্ত অপটু না হ'ত তা হ'লে এক মিনিট দেরী না ক'রে তোমার হুকুম তামিল করতাম। যাই হ'ক, তুমি যখন আমাকে আহ্বান করেছ, তখন তার প্রতিকূলে এমন কোনো শক্তিই নেই যা আমাকে আটকে রাখতে পারে। কাল সকালেই হাজির হব। এই হ'ল তোমার প্রথম আদেশের কথা।

তোমার দ্বিতীয় আদেশটি আমি আংশিক ভাবে নিশ্চয়ই পালন করব, অর্থাৎ তোমার চিঠিখানা কাউকে কখনই দেখাব না, কিন্তু তোমাকে ফেরতও কিছুতে দোব না। কেন তা জান? ভেবে চিন্তে

মনে-মনে তুমি যে কারণটা বারম্বার সন্দেহ করবে, ঠিক সেই কারণে।

কাল যখন তোমার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে, তখন আজ আর থাক। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি,

তোমার প্রমথদাদা

একখানা খামে অমলার ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানা ভরিয়া প্রমথ পকেটে রাখিল, তাহার পর গাড়ী আসিলে একটা ট্রাঙ্ক ও বিছানা গাড়ীর মাথায় দিয়া হরমোহনের গৃহে যাত্রা করিল।

সুরেশ স্কুলে গিয়াছিল, প্রভাবতী আহারের পর দৈনন্দিন নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং অমলা নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, এমন সময়ে প্রমথর গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। গাড়ীর শব্দে সজাগ হইয়া অমলা জানালায় আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল প্রমথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছে। প্রথমেই তাহার প্রভাবতীকে উঠাইয়া দিবার কথা মনে হইল, কিন্তু তৎপরমুহূর্ত্তেই মনে হইল প্রভাবতীর সম্মুখে প্রমথ যদি তাহার পত্রের কোনো উল্লেখ করে, তদপেক্ষা তাহারই সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হওয়া ভাল।

তখন ত্বরিত পদে নামিয়া গিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। সহিসকে তাহার জিনিস দুইটা বাহিরের ঘরে রাখিতে আদেশ করিয়া সহাস্য মুখে প্রমথ প্রবেশ করিল। জিনিস রাখা ও ভাড়া দেওয়া শেষ হইলে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল।

দ্বারের বাহির হইতে অমলা বলিল, "তোমার ত' অসুখ শরীর

প্রমথ দাদা, এখানে কষ্ট হবে। ওপরে বাবার ঘরে গিয়ে একটু শুলে ভাল হয় না?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা কোথায় অমলা?"

অমলা বলিল, "মা ঘুমচ্ছেন।"

"সুরেশ?"

"সুরেশ স্কুলে।"

"মেসো মশায় ত' অফিসে?"

"হ্যাঁ।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তবে তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় গতি নেই?"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলার মুখখানা প্রথমে লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মা ঘুমচ্ছেন, তাই তোমার আসা টের পান নি। চল না, ওপরে তাঁর কাছেই চল।"

প্রমথ বলিল, "ওপরে গেলেও ত' টের পাবেন না যদি-না তাঁকে জাগিয়ে তোলা যায়। কিন্তু মাসিমাকে জাগাবার আগে তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে। সেটা প্রথমে সেরে নেওয়া যাক্।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমলা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরামর্শ?"

প্রমথ তাহার বিচিত্র কৌশলে কণ্ঠস্বরটা সহসা পরিবর্তিত করিয়া লইয়া কহিল, "কাল মেসোমশায় আমাকে নিয়ে আসবার জন্যে অত পীড়াপীড়ি করলেন তাতে এলাম না, আর আজ তোমার দু লাইনের একখানা চিঠি পেয়ে দৌড়ে এলাম, এ কথা শুনলে লোকে কি বলবে বল দেখি?"

প্রমথকে পত্র লিখিয়া, এবং সেই পত্রমধ্যে প্রমথর সহিত একটা

গুপ্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপিত করিয়া কতটা ভুল ও অন্যায় করিয়াছে, তাহা অমলা বুঝিতে পারিল। সেই তুচ্ছ এবং সামান্য উপাদানটুকুর সাহায্যে প্রমথ একটা কদর্য্য লুকোচুরীর অবস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর সহসা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই পরামর্শ? এ ত' অতি সহজ কথা। এ শুনলে লোকে তোমার নিন্দে করবে; বলবে, বাবার অত অনুরোধে না আসা যত না অন্যায় হয়েছে, আমার চিঠি পেয়ে দৌড়ে আসা ততোধিক অন্যায় হয়েছে; আর সব চেয়ে বেশী অন্যায় হয়েছে এ কথা ব'লে ফেলা!"

এই সবল ও সরল উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া প্রমথ অসংলগ্ন ভাবে যে কথা বলিল, সে কথার কোনও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া অমলা তাহার চিঠিখানা প্রমথর নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিল।

তদুত্তরে প্রমথ হাসিয়া বলিল, "রামচন্দ্র! এমন কাজও করে? সে হ'ল একখানা দলীল, সে কি হাতছাড়া করতে আছে? বরঞ্চ দলীলের বদলে তোমাকে একখানা পাল্টা দলীল দিচ্ছি, রসিদের মত রেখে দিয়ো।" বলিয়া পকেট হইতে তাহার লিখিত পত্রখানা বাহির করিয়া অমলার হস্তে দিল।

খামে-মোড়া চিঠিখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলা বলিল, "এ কি?"

স্মিত-মুখে প্রমথ বলিল, "তোমার চিঠির জবাব। প্রথমে ভেবেছিলাম কাল আসব, তাই তোমার চিঠির জবাব লিখলাম; কিন্তু লেখার পরই মন বদলে গেল, ভাবলাম হুকুমটা আজই তামিল না করলে যদি বড়-

রকম কিছু শাস্তি দিয়ে ব'স ! তাই তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডাকিয়ে চ'লে এলাম।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অমলা বলিল, "বড় ভাইকে ছোট বোন কি আবার শাস্তি দেবে !"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তা আমি তেমন-কিছু জানি নে অমলা, কারণ, ছেলেবেলা থেকেই বোনের সঙ্গে আমার কারবার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় স্নেহ ভালবাসার যত কিছু অধিকার আর আব্দার, তা তুমি আমার ওপর অবাধে খাটাতে পার ; আমাকে তিরস্কারও করতে পার, পুরস্কারও দিতে পার। তোমাদের সেই মান্ধাতার আমলের চামসে পড়া ভাই-বোনের সম্পর্ক আমার পছন্দ হয় না ; আমি ভালবাসি আজ কালকার আদর্শ,—সমান ভালবাসা, সমান অধিকার। একে তুমি সাহেবিয়ানা ব'লে গাল দিতে চাও দাও, কিন্তু এ আমার খুব মিষ্টি লাগে। সাহেবেরা এই ভাই-বোনের সম্পর্কটা এমন সমান ক'রে দেখে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন-কি বিয়ে পর্য্যন্ত হ'তে পারে যদি না একেবারে সহোদর ভাই বোন হয়।"

প্রমথর এই দীর্ঘ ও কূট বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া অমলা প্রমথর দিকে মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে বলিল, "সে যাই হোক, আমি কিন্তু সেই সেকেলে ভাবকেই বড় মনে করব—তা সে যত পচাই হ'ক ;—আর এই একেলে ভাবকে, যাকে তুমি বলছ প্রমথ দাদা"—সহসা অমলা অসমাপ্ত কথার মধ্যে থামিয়া গেল। হয় তাহার মুখ দিয়া অতি-কটু কথা বাহির হইল না, নয় গভীর উত্তেজনায় সহসা কণ্ঠ-রুদ্ধ হইয়া গেল।

মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে চক্ষে একটা করুণ-কাতর ভাব আনিয়া প্রমথ বলিল, "আমি যদি কোনও

অন্যায় কথা ব'লে তোমাকে বিরক্ত ক'রে থাকি ত' আমাকে ক্ষমা করো অমলা; কিন্তু একটা কথা ভুলে না গেলে তুমি আমার ওপর রাগ করতে না। সংসারে আমার আপনার লোক এত অল্প আছে, তোমরা দুচার জন ছাড়া, যে আমি তাদের সকলকেই ষোল আনা পেতে চাই। স্নেহ ভালবাসার বিষয়ে আমি এত গরীব যে, তা থেকে ফেলবার আমার কিছুই নেই! দুর্ভিক্ষের দেশে গিয়ে যদি একবার দেখে এস সেখানকার লোক খাবার পেলে কি রকম হাঁউ হাঁউ ক'রে খায়, তা হলে আমার এই বাড়াবাড়ি আদেখ্‌লে ভাবটা ক্ষমা করতে পারবে। যদি এ তোমার ভাল না লাগে ত' উপায় ত' তোমার নিজের হাতেই রয়েছে, কাঙ্গালকে ধানের ক্ষেত দেখিয়ো না; দেখালেই সে উঞ্ছবৃত্তি করবে!"

প্রমথর এই সকাতর কৈফিয়ৎ শুনিয়া অমলা মনে মনে ব্যথিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি ত' তোমাকে রূঢ় কোনো কথা বলি নি প্রমথ দাদা?"

স্মিতমুখে শান্ত-কণ্ঠে প্রমথ বলিল, "না, তা তুমি বল নি। রূঢ় কথা বলবার তুমি অনেক ওপরে। সে কথা যাক্, আমার ত' সব কথাই তোমাকে বলা হয়ে গেল, এবার চল মাসিমার কাছে যাওয়া যাক্।" তাহার পর অমলার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, "সশরীরে যখন এসে হাজির হয়েছি, তখন আর চিঠির কি দরকার? ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।"

ফিরাইয়া দিতে গিয়া অমলার বিগলিত করুণায় একটু বাধিল। বলিল, "প'ড়ে ফিরিয়ে দোব অখন।"

"ফিরে পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত নই; পড়াতেই আমার আপত্তি।"

"কেন?"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "সেটা পড়লেই বুঝতে পারবে।"

একবার অমলার চিঠিখানা ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বৃন্ত যেমন করিয়া ফলকে ধরিয়া রাখে, কৌতূহল তেমনি করিয়া চিঠিখানা আটকাইয়া রাখিল।

প্রমথকে দেখিয়া প্রভাবতী যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং বিস্তারিত ভাবে তাহার শারীরিক অবস্থার সংবাদ লইতে লাগিলেন। তৎপরে, অবশেষে মেস ছাড়িয়া তাঁহাদের নিকট আসিবার সুমতি যে তাহার হইয়াছে, তজ্জন্য বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কাল তোমার মেসোমশায়ের অত অনুরোধ না রেখে আজ হঠাৎ তোমার এ সুমতি কেমন ক'রে হল প্রমথ?"

পলকের জন্য প্রমথ ও অমলার দুজনের দৃষ্টি মিলিত হইল। পর মুহূর্ত্তে মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "কালকের দুর্মতির প্রায়শ্চিত্তেই আজ এ সুমতি হল মাসিমা! কাল মেসোমশায়ের কথায় না আসা অন্যায় হয়েছিল, তা আজ বেশ বুঝতে পেরেছি।" এই দুইমুখী কথার দুই দিকে দুই রকম অর্থ;—প্রভাবতীর দিকে সরল, অমলার দিকে গূঢ়।

আবার অমলার সহিত প্রমথর চোখোচোখি হইল। এবার সে দেখিতে পাইল অমলার ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখায় কুঞ্চিত। মনের সন্ধান পাইলে বুঝিতে পারিত অতি তরল কৃতজ্ঞতার রসে সে স্থল সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

অফিসের ছুটির পর হরমোহন পুনরায় প্রমথর হোটেলের উদ্দেশে চলিলেন। সহকর্ম্মচারিদের নিকট একশত টাকা ঋণের জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হওয়ার পর, তাঁহার মনে পূর্ব্বদিনের আত্ম-মর্য্যাদা অথবা আত্মাভিমানের জন্য কোনও স্থানই আর ছিল না। কিস্তির টাকা যথাসময়ে না পাইলে মাণিকলাল যে মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করিয়া হরমোহন স্থির করিলেন যে, আজ যে প্রকারেই হউক, প্রমথকে গৃহে লইয়া যাইবেন ; এবং সে কার্য্য একান্ত করিতে না পারিলে অগত্যা যে কার্য্য করিবেন, মনের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাও এক প্রকার স্থির করিয়া লইলেন।

পথে যাইতে যাইতে যাচনা সম্বন্ধে একটা পুরাতন শ্লোক মনে পড়িয়া গেল—

বেপথুর্ম্মলিনং বক্ত্রং দীনবাক্ গদ্‌গদস্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥

কিন্তু স্বভাবের উপর অভাবের উৎপীড়ন এমনই প্রবল যে, উপরোক্ত শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে হরমোহন প্রমথর হোটেলের দিকেই উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হোটেলের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। চক্রবর্ত্তীকে নমস্কার করিয়া হরমোহন প্রমথর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রমথর আকস্মিক হোটেল-ত্যাগের সহিত হরমোহনের গত কল্য-কার আগমনের কোন প্রকার যোগ ছিল মনে করিয়া হরমোহনের

প্রতি চক্রবর্ত্তী বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। রুক্ষস্বরে বলিল, "তিনি এখান থেকে উঠে গেছেন।"

বিস্মিত হইয়া হরমোহন বলিলেন, "উঠে গেছেন? একেবারে না-কি?"

"একেবারে কি দুবারে তা বলতে পারিনে মশায়; উঠে গেছেন তাই জানি!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

উত্তর দিতে গিয়া সহসা চক্রবর্ত্তীর উভয় দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির হইয়া পড়িল। আনন্দ, বিস্ময় অথবা ক্রোধ—যে কোনও মানসিক উত্তেজনার কালে এ ব্যাপার ঘটিত।

"কোথায় গেছেন আপনিই ত' তা জানেন মশায়! আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

বারম্বার এরূপ দুর্বিনীত উত্তরে হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "রসিকতা করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করছি! সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঠাণ্ডা হবার জন্যে আপনাকে খুঁজে বার করেছি কি না? তাই!"

হরমোহন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পুনরায় চক্রবর্ত্তীর দন্তোচ্ছ্বাস হইল,—এবার কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তেজনায়। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "রাগ করবেন না মশায়; নানান্ লোকের সঙ্গে কথা ক'য়ে ক'য়ে আমার বাক্যি একটু তিরিক্ষি হ'য়ে গেছে। চাটুয্যে মশায় কোথায় গেছেন, তা ব'লে যান নি; বোধহয় বাড়ী গিয়েই থাক্‌বেন।"

হরমোহনেরও মনে হইল, পুনরায় অসুস্থ হইয়া প্রমথ বাড়ী গিয়াই থাকিবে ; বলিলেন, "আজ সকালে কি তার জর ছিল ?"

"দেহে ত' কাঁচ লাগিয়ে দেখি নি, কেমন ক'রে বলব বলুন ?" সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের জন্ত বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত একবার দন্ত-স্ফুরণ হইয়া গেল।

চক্রবর্ত্তীর প্রতি অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া, হরমোহন পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে এক একবার মনে হইতে লাগিল, হয় ত' প্রমথ তাঁহারই গৃহে গিয়া থাকিবে ; কিন্তু অতটা আশা বেশীক্ষণ সাহসের সহিত করিতে পারিতেছিলেন না।

গৃহে পৌছিয়া প্রমথকে দেখিবামাত্র হরমোহনের মন হইতে সমস্ত চিন্তারাশি অপসৃত হইয়া গেল। তিনি যে প্রমথর হোটেল হইয়া আসিতেছেন সে কথা লুকাইলেন ; কিন্তু প্রমথকে দেখিয়া মনের অধীর আনন্দ লুকাইবার কোনও চেষ্টা করিলেন না।

অদূরে দাঁড়াইয়া অমলা পিতার এই পরিপুষ্ট প্রসন্নতার অন্তর্নিহিত কঙ্কাল-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই মাত্রাতিরিক্ত অভিনিবেশ ও আতিথেয়তার মূলে, এক পক্ষের কতখানি উপায়বিহীনতা এবং অপর পক্ষের কতখানি যথেচ্ছাচারিতার শক্তি রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া সে একটা অননুভূতপূর্ব্ব অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অপরিমেয় অধিকার লইয়া তাহাদের গৃহে আজ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও প্রমথ অধিকার পরিচালনার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না দেখিয়া অমলা কিছুমাত্র আশ্বাস পাইল না। কোষ-নিবদ্ধ তরবারি যে কোনও মুহূর্ত্তে কোষ হইতে বাহির

হইয়া সংহার করিতে পারে, তাহা সে জানিত। প্রমথর অস্ত্রের একদিকে ছুরি এবং অপর দিকে চামর ; এবং এই অদ্ভুত অস্ত্র সে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালনা করিতে জানে যে, কখন্ যে সে ছুরি চালায় এবং কখন্ যে সে চামর ঢুলায়, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না !

প্রমথ কোন্ ঘরে থাকিবে সন্ধ্যার পর তাহা লইয়া বিবাদ বাধিয়া গেল। প্রভাবতী দ্বিতলের একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া প্রমথর থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন ; কিন্তু প্রমথ তাহাতে সজোরে আপত্তি করিয়া বসিল।

সে বলিল, "অত হাঙ্গামা করবার কোন প্রয়োজন নেই মাসিমা, আমি বাইরের ঘরে থাক্‌ব। রাস্তার ধারে ঘর, সে আমার বেশ সুবিধা হবে।"

কথাটা যে সর্ব্বৈব উপেক্ষণীয়, সেই ভাবে প্রভাবতী ও হরমোহন হাসিতে লাগিলেন ; এমন কি অমলারও মনে হইল যে, সকলে দ্বিতলে থাকিয়া একমাত্র প্রমথ নীচে শয়ন করিলে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টি-কটু হইবে।

হরমোহন কহিলেন, "ওপরে চারখানা ঘর থাক্‌তে তোমার নীচে থাকবার কোন কারণ নেই।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যেই আমাকে নীচে থাকতে অনুমতি দেওয়ারও কোন বাধা নেই। ওপরে ঘরের যদি অভাব থাক্‌ত, তাহলে আমাকে নীচে থাকতে দিতে ইতস্ততঃ করতে পারতেন। কিন্তু সে অসুবিধে যখন একেবারেই নেই, তখন বুঝতে পারছেন, নীচে থাকাটাই আমি বেশী রকম সুবিধা মনে করছি।"

হরমোহন ও প্রভাবতী এ বিষয়ে অনেক জিদ্ করিলেন ; কিন্তু

সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রমথর এমন প্রচুর পরিমাণে ছিল যে, অবশেষে বাহিরের ঘরেই তাহার শয়নের ও থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

পরদিন প্রাতে অমলা একটু সহজ ভদ্রতা করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "কাল রাত্রে গরমে হয় ত খুব কষ্ট হয়েছিল? বাইরের ঘরে হাওয়া তেমন আসে না; ওপরের ঘরেই থাকলে হোত।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "মেস থেকে ত টেনে এনেছ বাড়িতে, আরও কাছে নিয়ে যেতে সাহস হয় তোমার?"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কেন, সাহস হবে না কেন? তুমি ত' আর ভূত নও প্রমথদাদা যে, তুমি কাছে এলে ভয় হবে!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত্ত প্রমথ চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভূত হলে ত ভয়ের কথা ছিল না অমলা,—আমি তোমার ভবিষ্যৎ, সেই জন্যেই যে ভয়!"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে অমলা বলিল, "কিন্তু সে জন্যেও আমার ত' ভয় হবার কথা নয় প্রমথদাদা? যার কাছে তুমি কড়ার ক'রে রেখেছ যে, ভবিষ্যতে আমার একটা বড় রকমের উপকার করবে!"

প্রমথ তাহার কৌশল মত কণ্ঠস্বরটা সহসা গাঢ় করিয়া লইয়া বলিল, "তোমার উপকার করি, কি আমারই উপকার করি, তার ঠিক কি? ভবিষ্যৎটা এমন অনিশ্চিত যে, তার ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই!"

অমলা কিন্তু পূর্ব্বের মত শান্তকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস না করলেই হোল। আমি যে বিশ্বাস করব, তা তোমাকে কে বললে?"

"অতটা শক্ত হ'তে পারবে ?"

"এমন কিছু বেশী শক্তির দরকার হবে কি ? আমার ত' মনে হয় এমনি সহজ ভাবে থাকলেই চলবে।"

বিস্মিতনেত্রে ক্ষণকাল অমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "তা থাকতে পারবে ?"

তরল মিষ্ট হাস্যের সহিত অমলা বলিল, "মনে ত হয়, পারব !"

এ কথার কোন উত্তর প্রমথর মুখ দিয়া বাহির হইল না ; মনে মনে বলিল, 'তা যদি পার, তাহলে বুঝব তোমারই সঙ্গে খেলাটা সেরা খেলা হোল !'

* * * * *

কথাগুলা কিছু অস্পষ্ট ভাবে হইলেও, অমলার বক্তব্যটা মোটামুটি বুঝিতে প্রমথ ভুল করিল না। তাহার সহিত একটা সংঘর্ষ অনুমান করিয়া অমলা যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সে বুঝিল ; এবং অমলার কথোপকথন করিবার সহজ ভঙ্গী দেখিয়া এ কথাও বুঝিল যে, অমলাকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ হইবে না। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাধা পাওয়ায় সূক্ষ্ম তার যেমন দীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি প্রমথর মন সম্ভাবিত বাধার কল্পনায় জ্বলিয়া উঠিল। দুর্লভ মনে হইবামাত্র লোভের মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু লাভ করিবার একটা কৌশল হইতেছে, লোভটাকে যথাসম্ভব লুকাইয়া রাখা। মাছ-তরকারীর বাজারের দর-দস্তর করিবার ফন্দি মানসিক বাজারের কেনা-বেচার ব্যাপারে অনেক সময়ই প্রয়োগ করা চলে। তদনুসারে, প্রমথ তাহার আগ্রহকে একেবারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিল। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই সে গৃহের বাহিরে কাটাইতে

লাগিল ; এবং যতটুকু সময় গৃহে থাকে, বাহিরের ঘরে তাহার নানা-প্রকার কাজকর্ম্ম এবং হিসাব-পত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিন অন্ততঃ দুই তিনবার করিয়া অমলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারই কোন-না-কোন কারণে তাহার কাছে অমলারই যাইবার প্রয়োজন হয় বলিয়া। সাক্ষাৎ হইলে কথাবার্ত্তা যাহা হয় তাহাও নিতান্ত মামুলী ধরণের।

অমলা বলে, "প্রমথদাদা, আর নাইতে দেরী করলে অসুখ করবে।"

কাগজ-পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রমথ বলে, "এই উঠলাম ব'লে, আমার তেলটা বারান্দায় রেখে দাওগে।"

আহারের সময়ে অমলা বলে, "রামভদ্দর ঠাকুরের রান্নার চেয়ে এ বাড়ীর রান্না ভাল, তা' ত তোমার খাওয়া দেখে একটুও বোঝা যায় না প্রমথদাদা ?"

প্রমথ হাসিয়া বলে,"সেটা বুঝতে হ'লে মেসের খাওয়ার পরিমাণটাও তোমার দেখা দরকার ছিল।"

সকালে চা হস্তে অমলা আসিয়া দাঁড়াইলে প্রমথ অন্যমনস্ক ভাবে তাহার হস্ত হইতে চায়ের বাটি লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখে ; এবং বৈকালে জলখাবারের রেকাব লইয়া প্রবেশ করিলে প্রমথ হয় ত বলে, "মাসিমার কাছে রেখে দাওগে অমলা, যখন দরকার হবে চেয়ে নোব।"

এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন সকালে জানা গেল যে, প্রমথ পুনরায় অসুস্থ হইয়াছে।

হরমোহন আসিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে তোমার প্রমথ ?"

প্রমথ একটা ফিকা আসমানী রংএর আলোয়ানে পদদ্বয় আবৃত করিয়া শয্যার উপর বসিয়া ছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়; কাল রাত্রে বোধ হয় সামান্ত জ্বর হয়েছিল, আর হাঁটু দুটোয় একটু বেদনা হয়েছে। বোধহয় বাতের মত কিছু হবে।"

চিন্তিত স্বরে প্রভাবতী বলিলেন, "ওমা এত অসুখ, আর বলছ বিশেষ কিছু নয়? থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর আছে কি-না দেখ।"

হরমোহন কহিলেন, "এ অসুখটা হোল শুধু তোমার জেদের জন্তে প্রমথ। একতলার ঘরে শুয়ে বাত টেনে আনলে!"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "না, তার জন্তে নয়, আমার একটু বাতের ধাতই আছে।" তাহার পর কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন, এ ঘর ত' তেমন কিছু ঠাণ্ডা নয়, বেশ খট্‌খটে।"

"আচ্ছা বেশ, খট্‌খটে ঘর খট্‌খটেই থাকুক, তুমি এখনি ওপরে চল।"

অদূরে অমলা দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার দিকে চাহিয়া হরমোহন বলিলেন, "অমল, দক্ষিণ দিকের ঘরটা প্রমথর জন্তে পরিষ্কার করিয়ে ফেল।"

ব্যস্ত হইয়া প্রমথ কহিল, "না, না, এখন পরিষ্কার করাবার দরকার নেই। পায়ে যে রকম ব্যথা, সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে যেতেও পারব না। ব্যথা একটু কমলে, পরে যেমন হয় করলেই হবে।"

কিন্তু পর দিন প্রমথকে দেখিতে আসিয়া ডাক্তারও যখন একতলার ঘরে থাকায় আপত্তি করিলেন, তখন হরমোহন আর কোন আপত্তিই শুনিলেন না, জোর করিয়া প্রমথকে উপরে লইয়া গেলেন।

অমলা বলিল, "পা-টাকে খোঁড়া না ক'রে আগে ওপরে এলেই ভাল হত।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "অনেক সময়ে খোঁড়া পায়ে এমন সব দুর্গম জায়গায় যাওয়া যায়, যেখানে ভাল পায়ে যাওয়া যায় না।"

মৃদু হাসিয়া অমলা বলিল, "কিন্তু ওপরের ঘর কোন দিনই ত' তোমার পক্ষে দুর্গম ছিল না।"

"না থাকলেও, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়ায় আরও একটু সুগম হ'ল না কি ?" বলিয়া প্রমথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

প্রসঙ্গটাকে প্রমথ জটিল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া অমলা প্রসঙ্গান্তরে গমন করিল। তৎপরে, তাহাতেও অব্যাহতি না পাইয়া, অগত্যা কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

প্রমথকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিবার পর অমলা মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল সত্য; তথাপি, ব্যাঘ্রের পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রকে নিজের পিঞ্জরে আসিতে দেখিয়া খেলোয়াড় যেমন প্রথমটা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনি কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রমথ আসার পর তাহাকে দেখিয়া অমলা ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তৎপরে তাহার মন হইতে সে উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। আজ প্রমথকে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া অমলা পুনরায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল, প্রভাবতীকে সব কথা খুলিয়া বলে। কিন্তু অভিযোগের কারণ তখন পর্য্যন্ত এমন কাল্পনিক ছিল যে, অভিযোগ করিবার যথোপযুক্ত ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহা ছাড়া মনে হইল, অর্থ দ্বারা পিতাকে এবং আশা দিয়া মাতাকে প্রমথ এমন প্রবল ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিনা অনুসন্ধানেই খারিজ হইয়া যাইবে।

রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার কয়েক দিন পরে প্রমথ বিশেষ কোনও কার্য্যে কাশী যাত্রা করিল।

রওয়ানা হইবার কিছু পূর্ব্বে অমলার হস্তে একটা চাবির রিং দিয়া সে বলিল, "আমার ট্রাঙ্ক আর ক্যাশ বাক্সর চাবি দুটো তোমার কাছে রইল অমলা ; ফিরে এসে নোব।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমলা বলিল, "তোমার সঙ্গেই রাখ না কেন প্রমথ দাদা ?"

মৃদু হাসিয়া প্রমথ বলিল, "সঙ্গে রেখে ত' কোনো লাভ নেই, যখন বাক্স দুটোই সঙ্গে রাখছিনে। লাভের মধ্যে শুধু হারিয়ে আসবার একটা ভয় আছে। তা ছাড়া, একটা কারণে চাবিটা তোমার কাছে থাকাই দরকার।"

উৎসুক নেত্রে প্রমথর দিকে চাহিয়া অমলা বলিল, "কি কারণে ?"

একখানা মনিঅর্ডারের ফরম্ অমলার হস্তে দিয়া প্রমথ বলিল, "এ ফরমটায় সবই ভরা আছে। কাশী পৌঁছে আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখে জানাই, তা হ'লে ক্যাশ বাক্স থেকে দুশো টাকা বার ক'রে মেজোমশাইকে দিয়ে আসছে সোমবারে মনিঅর্ডারটা করিয়ে দিয়ো। আর, আমার চিঠি যদি না পাও, তা হলে বুঝবে যে, মণিঅর্ডার করবার দরকার নেই।"

একটু চিন্তা করিয়া অমলা বলিল, "এ তুমি তা হ'লে বাবাকে দিয়ে যাও না প্রমথদাদা ?"

ব্যস্তভাবে প্রমথ কহিল, "না, না, মনিঅর্ডার করতে হবে, কি, হবে না, তারই যখন ঠিক নেই, তখন আগে থাকতে মেসোমশায়কে ফরমাস ক'রে যাওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া, তোমার পক্ষে এটুকু ভার নিতে আপত্তির কারণ কি হচ্ছে ?"

এমন স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আপত্তির কারণ কি হইতেছে বলা চলে না ; অগত্যা অমলাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

প্রমথ বলিল, "ক্যাশবাক্সে দুশোর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আছে ; যদি দরকার মনে কর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখো।"

অমলা বলিল, "মার লোহার সিন্দুকে রাখিয়ে দোব।"

স্মিতমুখে প্রমথ বলিল, "তা যা হয় কোরো, তবে লোহার সিন্দুকে রাখবার মত অত টাকা নেই।"

গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রমথ প্রভাবতীকে প্রণাম করিলে, প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক দিনে ফিরে আসছ বাবা ?"

প্রমথ বলিল, "সম্ভবতঃ সাত আট দিনের মধ্যে।"

কিন্তু সাত আট দিনের দ্বিগুণ সময় কাটিয়া গেল, তথাপি প্রমথ ফিরিল না।

পরবর্ত্তী কিস্তির তারিখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাণিকলাল যথানিয়মে প্রত্যহ তাগাদায় আসিয়া হরমোহনকে নিপীড়িত করিতেছে, এবং হরমোহন প্রমথর ওজুহাতে একদিন একদিন করিয়া তিন চার দিন সময় লইয়াছেন ; এমন সময়ে হরমোহনের জবাবী তারের উত্তরে কাশী হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রমথ কয়েক দিন হইল কার্য্যোপলক্ষে জৌনপুর গিয়াছে

তার পাঠ করিয়া হরমোহন অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া

পড়িলেন। সন্ধ্যার পর মাণিকলাল আসিয়া টেলিগ্রামের সংবাদ শুনিয়া যে মূর্ত্তি ধরিবে, তাহা কল্পনা করিয়া তাঁহার আর পানাহারে প্রবৃত্তি রহিল না।

শঙ্কিত বিষণ্ণ মুখে প্রভাবতী বলিলেন, "এত ভাবনা-চিন্তের ওপর এ রকম ক'রে খাওয়া বন্ধ হ'লে শরীর থাকবে কি ক'রে ?"

চলিয়া যাইতে যাইতে প্রভাবতীর কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হরমোহন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "না থাকলেই যে বেঁচে যাই! এ রকম চিন্তার আগুনে দিবারাত্র পুড়ে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাওয়া ঢের ভাল! কিন্তু তোমার সে ভাবনা নেই,—থাকবে, আরও তাজা হয়ে এ শরীর থাকবে! এ আগুনে-পোড়া মাটির ফলে পোকা লাগবার কোনো ভয় নেই!"

দুঃখার্দ্র নেত্রে প্রভাবতী বলিলেন, "হ্যাগা, তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে এ সব কথা বলছ কি ক'রে ? আমাদের কথাও ত' তোমার ভাবা উচিত!"

উন্মত্তের ন্যায় হরমোহন বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কথা ভেবে ভেবেই ত পাগল হ'তে বসেছি! এবার তোমাদের কথা না ভুললে আর গতি নেই! আমার মত হতভাগা, যে স্ত্রী পুত্র পালন করতে পারে না, তার মৃত্যু হলেই স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল হয়! এর ওপর সমস্ত দিন ধ'রে কি শাস্তি ভোগ করতে হয় তা জান? যে টাকার জন্যে এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি,—অফিসে পাঁচ ছ ঘণ্টা হাজার হাজার সেই টাকা রোজ আমার হাত দিয়ে আনাগোনা করে! পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে এমন সময়ে নদীর তীরে ঢেউ গুণতে বসিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, আমার ঠিক সেই অবস্থা! এক এক সময়ে বেশী দামের নোটগুলো আঁকড়ে ধ'রে পাগলের মত তাদের দিকে চেয়ে থাকি! ইচ্ছে হয়

দু চারখানা চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে আসি! আজ মনে করছি তবিল ভেঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে আসব। তার পর যা হয় হবে! কিছু বিশ্বাস নেই! ঋণে যাকে ধরেছে সে সব করতে পারে; মরতেও পারে, মারতেও পারে!"

হরমোহনের সুদীর্ঘ বিলাপ শুনিতে শুনিতে অমলার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল! এ কয়েক দিন নিরন্তর তাহার মনের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়াছে, তাহার সংবাদ শুধু সেই জানে! প্রমথকে দুইশত টাকার মণিঅর্ডার করিতে হয় নাই; তাহা ছাড়া আরও অনেক টাকা তাহার বাক্সে আছে, এ কথা প্রমথ নিজেই তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। চাবি তাহার নিজের হাতে; ইচ্ছামাত্র বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়া সে পিতাকে বিপন্মুক্ত করিতে পারে। অবস্থা হিসাবে এ টাকা লওয়া চুরি নহে। কিন্তু প্রমথর স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে টাকা লওয়া যে কতখানি তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করা, কতখানি তাহার অধীন হইয়া পড়া, তাহা মনে করিয়া অমলা নিজেকে এ পর্য্যন্ত কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার পিতার মুখে এরূপ ভীষণ কথা শুনিয়া আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না।

"বাবা!"

হরমোহন কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে অমলার দিকে চাহিলেন।

"বাবা, আমার গয়নাগুলো কি এমনই দরকারি জিনিস যে, তুমি তবিল থেকে টাকা নিয়ে আসবে অথচ সে গুলোয় হাত দেবে না?" অমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া প্রভাবতীও বলিলেন, "তা-ই না হয় এখন কর; একটা কোন গহনা রেখে শ' খানেক টাকা নিয়ে এস, তার পর সুবিধা মত টাকাটা শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে আন্‌লেই হবে।"

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া হরমোহন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সে সুবিধা আর এ জন্মে হবে না, যা আজ যাবে তা চিরকালের মতই যাবে।"

গহনা লইতে হরমোহন অস্বীকৃত হইতেছেন মনে করিয়া অমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তা যাবে না বাবা, প্রমথ দাদা এসে জানতে পারলেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।"

কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া হরমোহনের মনে প্রমথর প্রতি অপরিমিত ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল; অমলার কথায় সহসা তাহা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"তা কিছুতেই হবে না! সমস্ত গয়না বিক্রী হ'য়ে যাবে তাও ভাল, শুধু প্রমথ রাস্কেলের টাকায় তোমার গয়না ছাড়ান হবে না! তার কাছ থেকে মাসে মাসে কিস্তির টাকা নেওয়াতেই ত' সেদিন আপত্তি করছিলে, আর এরি মধ্যে তার টাকায় ছাড়ান গহনা গায়ে দিতে তোমার প্রবৃত্তি হচ্ছে?"

প্রচ্ছন্ন অপমানের গ্লানিতে অমলার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল বলে, প্রবৃত্তি তাহার আরও অনেক বিষয়েই হয় না; কিন্তু পিতার বর্তমান মানসিক অবস্থা স্মরণ করিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না, আমার একটুও প্রবৃত্তি হচ্ছে না বাবা! তুমি গহনা বাঁধা না রেখে একেবারে বিক্রী ক'রে

টাকা নিয়ে এস। তাতে টাকাও বেশী পাওয়া যাবে, সুদও লাগবে না। তার পর যখন সুবিধা হবে নতুন ক'রে গড়িয়ে দিয়ো।"

ক্রোধের গতি অনেক সময়েই যুক্তি ও সংযমের লৌহবর্ত্ম দিয়া চলে না। তাই, অমলার এই নির্ব্বিরোধ উত্তরের পরেও হরমোহন উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রমথর সঙ্গে আমার তেমন কোনও সম্পর্কই নেই! মাসে মাসে গোটা কতক টাকার জন্যে আমি তাকে বাড়ীর ভেতর স্থান দিতে পারব না, তা আমার যত অসুবিধাই হোক না কেন! সে এবার এলে তাকে যেন তার আগের ব্যবস্থা করতে বলা হয়!" বলিয়া সবেগে আচমন করিতে প্রস্থান করিলেন।

এই সম্পূর্ণ বিপরীত অভিযোগের কথা শুনিয়া প্রভাবতী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রমথকে গৃহে আনিবার জন্য স্বয়ং এত উদ্যোগী হইয়া ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া, এখন অন্যের প্রতি তদ্বিষয়ে এরূপ দোষারোপ করিবার অর্থ ও অভিপ্রায় কি, তাহা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

অমলার মনে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার মত অবসর ছিল না; ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা, তুমি আমার পুষ্পহারটা বাবাকে দিয়ে এস। এখনি বাবা অফিস চ'লে যাবেন।"

অমলাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে প্রভাবতী বলিলেন, "তুই মনে কিছু করিসনে অমল; জানিস ত' কি রকম অবুঝ লোক!"

"কিছু মনে করব না মা! তুমি আর দেরী কোরো না, হারটা দিয়ে এস।"

সান্ত্বনা অনেক সময়ে মূল দুঃখকে জাগাইয়া তুলে এবং বাড়াইয়া দেয়। প্রভাবতীর 'কিছু মনে করিসনে' বলার পরে অমলা যতটা মনে

করিতে লাগিল, পূর্ব্বে সে ঠিক ততটা মনে করে নাই। হরমোহনের উচ্চারিত বাক্যের অন্তরাল হইতে যে কথাটা অনুচ্চারিত থাকিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার একটা দিক অমলার মনে একটা অপরিমেয় লজ্জা ও হীনতার গ্লানি জাগাইয়া তুলিল; কিন্তু অপর দিক হইতে সে এই ভাবিয়া একটু আশ্বাস লাভ করিল যে, কোনো কোনো বিষয়ে প্রমথর নিকট হইতে টাকা লওয়া হীনতাজনক সে কথা তাহার পিতা এখনও কোনো কোনো সময়ে মনে করেন।

অফিসের তহবিল ভাঙ্গিয়া টাকা আনার চেয়ে কন্যার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া টাকা আনা শ্রেয়, এ কথা মনে মনে স্বীকার করিয়া হরমোহন পুষ্পহারটা সন্তর্পণে বুক পকেটে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অফিসের ছুটির পর টাকার পরিবর্ত্তে পুষ্পহারটি লইয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

অদূরে অমলা দাঁড়াইয়া ছিল; হরমোহন তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "আমাকে অতটা কষ্ট দিয়ে আর অপমানিত করিয়ে তুমি কি খুব আনন্দ পাচ্ছিলে?"

হরমোহনের কথায় বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া অমলা বলিল, "এ তুমি কেন বলছ বাবা?"

"তোমার কাছে প্রমথর টাকা রয়েছে, আর টাকার জন্যে মাণিকলাল রোজ আমাকে অপমান ক'রে যাচ্ছে, তা তুমি ব'সে ব'সে দেখছ?"

হরমোহনের কথা শুনিয়া অমলার মুখ শুকাইয়া গেল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে কহিল, "প্রমথ দাদার টাকা ত' আমার কাছে নেই বাবা, তাঁর ক্যাশবাক্সই আমার কাছে রয়েছে।"

"ক্যাশবাক্সের চাবি কার কাছে আছে?"

"চাবি আমার কাছেই আছে।"

"বাক্সয় টাকা আছে ?"

"আছে।"

"কত ?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অমলা বলিল, "ঠিক জানিনে, বোধহয় আড়াই শ, তিন শ হবে।"

"এ সব কথা আমাকে জানাও নি কেন ? তুমি কি মনে কর, তুমিই প্রমথর আপনার লোক, আর আমরা পর ?"

আরক্ত মুখে অমলা বলিল, "তা নয় বাবা, আমি মনে করেছিলাম যে, প্রমথদাদার বিনা অনুমতিতে আমরা তাঁর ক্যাশবাক্সর টাকায় হাত দিতে পারি নে। তাই তোমাকে ক্যাশবাক্সর কথা বলি নি।"

হরমোহন পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া অমলার হস্তে দিয়া বলিলেন, "অফিসে গিয়ে প্রমথর এই চিঠি পেলাম। চিঠিখানা প'ড়ে বিচার ক'রে দেখ যে, এখন তার টাকায় হাত দেবার অনুমতি পাওয়া গেছে কি-না !"

ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে হরমোহনের দিকে চাহিয়া অমলা বলিল, "তুমি থাকতে আমি কি বিচার করব বাবা ? তুমি মুখ হাত ধুয়ে জল খেয়ে নাও, তার পর আমি বাক্স আর চাবি এনে দিচ্ছি।" বলিয়া প্রমথর চিঠিখানা হরমোহনকে প্রত্যর্পণ করিল।

"চিঠিখানা একবার প'ড়ে নিলেই ত' ভাল হোত ?"

অমলা তাহার আর্দ্র করুণ নেত্র উত্তোলন করিয়া বলিল, "কোনো দরকার নেই বাবা !"

হরমোহন চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন ; কন্যার সকাতর মূর্তি দেখিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না।

প্রমথর ক্যাশবাক্স খোলা হইলে হরমোহন মোট টাকা কত আছে অমলাকে দেখিতে বলিলেন।

অমলা টাকা ও নোট হিসাব করিয়া দেখিয়া বলিল, "পাঁচশ সাতচল্লিশ টাকা বার আনা।"

নোট ও টাকার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হরমোহন বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে দেড় শ' টাকা দিয়ে বাক্সটা বন্ধ ক'রে রেখে দাও।"

"তোমার যা দরকার হয়, তুমিই নাও না বাবা ?"

"না, তোমার জিম্মায় যখন রয়েছে, তখন তোমার হাত দিয়ে নেওয়াই ভাল।"

আর কোনও কথা না বলিয়া অমলা দেড় শত টাকা বাহির করিয়া হরমোহনের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

প্রভাবতী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "পঁচাত্তর টাকা ক'রে মাসে মাসে নাও, তাই নিলেই ত' হোত।"

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া হরমোহন বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর শুধু মাণিকলালকে ঠাণ্ডা করলেই আমরা সব জ্বালা ঠাণ্ডা হোল ? এ মাসে লাইফ ইন্সিওরের সুদ দিতে হয়েছে, সে কথা মনে আছে ? বাকি খরচ চলবে কি ক'রে ? আসচে মাসে প্রমথর কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকা না নিলেই হবে।"

আগামী মাসে প্রমথর নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা না লইলে কি প্রকারে চলিবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রভাবতীর সাহস হইল

"বাবা !"

অমলার বদ্ধ-গভীর স্বরে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিয়া হরমোহন বলিলেন, "কি ?"

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে বাবা ?"

"কি অনুরোধ ?"

"প্রমথদাদার চিঠি না এলে পুষ্পহারটা রেখেই ত' টাকা আন্‌তে হোত। তা' প্রমথদাদার বাক্সেই হারটা রেখে দিইনে ?"

অমলার কথা শুনিয়া একটা আসন্ন বিবাদ আশঙ্কা করিয়া প্রভাবতী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। হরমোহন কিন্তু শান্তভাবে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা মন্দ নয়; বেশী টাকা যখন নিলাম, তখন তার বদলে একটা কিছু রেখে দিলে দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালই হয়। কিন্তু সে যদি এসে হারটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চায় ?"

অমলা দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, "কখনই ফেরৎ নোব না! যত দিন না তুমি টাকা শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে, তত দিন ও হার স্পর্শ করব না!"

হরমোহন সচিন্ত হইয়া কহিলেন, "ছাড়িয়ে ত' আমি নোবই। কিন্তু ফেরৎ দেবার জন্যে সে যদি পীড়াপীড়ি করে, তা হলে ফেরৎ না নেওয়াটাও অভদ্রতা হবে। ও-বেলা আমি প্রমথর উপর রেগে উঠেছিলাম বটে, কিন্তু এখন দেখছি ব্যবহারে যে আপনার, সে-ই যথার্থ আপনার!" তাহার পর প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চিঠিটা কি রকম লিখেছে একবার প'ড়ে দেখো!" এবং তৎপরে অমলার দিকে ঈষৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "ও-বেলা প্রমথর বিষয়ে আমাদের যে-সব কথা হয়েছিল, তার একটি বাক্য যেন তার কানে না যায়! শুনলে মনে ভারী কষ্ট পাবে!"

ও বেলা যতটা ব্যথা পাইয়াছিল, তাহার দশগুণ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অমলা তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। দারিদ্র্য রোগে পীড়িত হইয়া তাহার সবল পিতা কিরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার দুই চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। একটা অনিশ্চিত অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যতের কল্পনায় শঙ্কিত হইয়া, সে নিজের মনের মধ্যে সর্ব্বপ্রদেশ হইতে শক্তি সঞ্চিত করিয়া নিজেকে দৃঢ় ও সবল করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিল, হে সর্ব্বশক্তিমান, তোমার অসীম শক্তির একটি কণা এই দুর্ব্বল নারী হৃদয়ে নিহিত ক'রে তাকে লোহার মত শক্ত আর পাথরের মত কঠিন ক'রে দাও। বাইরের যত শক্তি, যত আঘাত তার দেহে লেগে যেন ব্যর্থ হয়ে যায়।

কয়েক দিন পরে প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বাক্স খুলিয়া তন্মধ্য হইতে অমলার হারটি বাহির করিয়া সে স্মিতমুখে অমলাকে বলিল, "অমলা, আমার বাক্সটি তোমার হাতে প'ড়ে অত্যাশ্চর্য্য ম্যাজিক শক্তি লাভ করেছে! যে জিনিষ তার মধ্যে রেখে যাই নি, সে জিনিষও তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "শুধু তাই নয়; আবার উল্টো ম্যাজিক-শক্তিও লাভ করেছে। যে জিনিষ তার মধ্যে রেখে গেছলেন, সে জিনিষ তার মধ্যে আর খুঁজে পাবেন না। লুপ্ত হ'য়ে গেছে।"

দেড়শত টাকা লওয়ার ও পুষ্পহার রাখার কথা ইতিপূর্ব্বেই মনোমোহনের নিকট হইতে প্রমথ শুনিয়াছিল। সে সহাস্যমুখে কহিল, "অত হিসাব-করা ম্যাজিক আমার পছন্দ নয়। লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার দিকটাই আমি বেশী পছন্দ করি। অতএব এই অকারণ লাভের

জিনিষটি থেকে আমি বঞ্চিত হ'তে চাই। তুমি এটা তোমার বাক্সে তুলে রেখে দাও।" বলিয়া অমলার সম্মুখে হারটা প্রমথ স্থাপন করিল।

কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে অমলা বলিল, "পছন্দ অপছন্দ ত আমারও আছে। সেই জন্যে এই অন্যায় লাভের জিনিষটা আমার বাক্সে তুলে রাখা ত' দূরের কথা, আমি স্পর্শ পর্য্যন্ত করব না। তুমি ওটা যেখান থেকে বার করেছ, সেখানেই তুলে রাখ।"

অমলার বাক্য শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া প্রমথ বুঝিল যে, পরিহাসের পথ দিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। তখন স্পষ্টভাবে রীতিমত বাদানুবাদ আরম্ভ হইল।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল বৃথা তর্ক ও বিতণ্ডার পর প্রমথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার টাকা যথেচ্ছ ব্যয় করবার অধিকার তোমার যদি না থাকে ত' আমার টাকা নিয়ে মহাজনী করবার অধিকারই বা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার অধিকার কি তোমাকে আমি দিয়ে গেছলাম? আত্মসম্মানের অনেক কথা তুমি বলছিলে অমলা; কিন্তু সে আত্মসম্মান ত আমারও থাকৃতে পারে? স্ত্রীলোকের গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার অভ্যাস আমার আছে, এ কি তুমি জান?"

এ অভিযোগের কোন উত্তর না পাইয়া অমলা করযোড়ে বলিল, "আমি যদি অন্যায় ক'রে থাকি প্রমথদাদা, তা হ'লে তুমি দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা কোরো—কিন্তু আমার একান্ত মিনতি, আমার অনুরোধটা তুমি রাখ!"

রুষ্টমুখে প্রমথ বলিল, "অনুরোধ নয় অমলা, অত্যাচার!

আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা, এ সব বড় বড় জিনিষের জ্ঞান তোমার খুব আছে দেখছি; কিন্তু শিষ্টাচারের জ্ঞানটা আরও একটু থাকলে বোধ-হয় ভাল হোত! হার দিয়ে টাকা শোধ করা যায় বটে, কিন্তু হার দিয়ে টাকার ওপরের অনেক জিনিষই শোধ করা যায় না। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে এর বেশী আর কি বলব!"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "আচ্ছা, তোমার হার আমার কাছেই রইল, কিন্তু মনে মনে আমার কাছে এই অঙ্গীকার ক'রে যাও যে, যখনই বুঝতে পারবে এই হারের ব্যাপার নিয়ে আমার প্রতি গভীর অত্যাচার করেছ, তখনই আমার কাছ থেকে হার চেয়ে নিয়ে যাবে। তখনও যেন আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে আত্মসম্মানের দোহাই দিয়ো না। আত্মপ্রবঞ্চনার চেয়ে খারাপ জিনিস আর নেই। আচ্ছা, এখন তা হ'লে এস।"

এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ব্যাধেরও জন্য বিহঙ্গমী সময়ে সময়ে দুঃখিত হয়!

১৬

কিছুকাল সহজে সহজে কাটিয়া গেল। প্রমথ কখনো কলিকাতায় থাকে, কখনো অন্যত্র যায়। কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার সময়ে সে ক্যাশবাক্সর চাবি অমলার হাতে দিয়া যায়, এবং প্রয়োজন হইলে বাক্স হইতে টাকা লইয়া যথাবশ্যক এবং যথেচ্ছ ব্যয় করিবার অধিকার যে তাহার আছে সে কথা প্রতিবারেই তাহাকে স্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। অমলা প্রথম প্রথম ইহাতে আপত্তি করিত ; কিন্তু, পরে যখন ক্রমশঃ সে দেখিল যে কখনও কখনও মাণিকলালের কিস্তির টাকা দেওয়া ভিন্ন অধিকার প্রয়োগের আর কোনও হেতু উপস্থিত হয় না, তখন হইতে সে আর আপত্তি করিত না ; ভাবিত, যে-ব্যাপারে তাহার দিক হইতে লাভ-লোকসানের কোনও কথা নাই, সে বিষয়ে প্রমথর অনুরোধ লঙ্ঘন করিলে অনর্থক তাহার মনে কষ্ট দেওয়া হইবে। প্রমথ কিন্তু অমলার মনে এই শুষ্ক প্রয়োগবিহীন অধিকার-স্বত্বের কথা জাগাইয়া রাখাও আবশ্যক ও উপকারী বলিয়া মনে করিত। মৃত্তিকা-গর্ভে বীজ নিহিত থাকিলে একদিন অঙ্কুর বাহির হইবে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস।

বন-বিহঙ্গমী ব্যাধের গৃহে আসিয়া সেবা-যত্ন পাইয়া নিজেকে যেরূপ নিরাপদ মনে করে, অমলার অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়াছিল। সে ক্রমশঃ মনে করিতে লাগিল যে, প্রমথর ব্যবহার চিরদিনই এমনি সরল এবং সহজ থাকিবে ; তলতলে ফলের মধ্যে শক্ত আঁটির মত তাহার এই নির্দোষ আচরণের মধ্যে দুষ্ট উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, সে আশঙ্কা তাহার মন হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু

একেবারে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল, এইবার সে কথা বলিব।

সমস্ত রাত্রি টিপ্ টিপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সকাল বেলা কিছুক্ষণ হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ ধূসর-বর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। একটা কৃষ্ণ-চূড়া ফুলের গাছ ফুট-পাথ হইতে উঠিয়া দ্বিতলের জানালা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাহার শাখায় বসিয়া বর্ষণসিক্ত দুইটা কাক দুর্দ্দিনের দুঃখে ত্রস্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল। প্রমথ তাহার শয়ন-কক্ষে বসিয়া আর্দ্র উদাস প্রকৃতির দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তায় মগ্ন ছিল, এমন সময়ে চা ও খাবার লইয়া অমলা কক্ষে প্রবেশ করিল।

অমলার হস্ত হইতে চা ও খাবার লইয়া প্রমথ বলিল, "অমলা, তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল; একটু বসতে পারবে?"

প্রমথর দিকে চাহিয়া অমলা কহিল, "কি কথা? বেশী সময় লাগবার মত কিছু কি?"

"হ্যাঁ, একটু সময় লাগতে পারে।"

"তা হ'লে আধঘণ্টা-টাক পরে এলে যদি কোন ক্ষতি না হয় ত' মাসির রান্নার যোগাড়টা ক'রে দিয়ে আসি।"

ব্যস্ত হইয়া প্রমথ বলিল, "না, না, আধঘণ্টা পরে এলে কোন ক্ষতি হবে না; তোমার কাজ-কর্ম্ম সেরে তারপর এসো।"

আর কোন কথা না বলিয়া অমলা প্রস্থান করিল, এবং নীচে গিয়া মাতার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যতক্ষণ সে গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, প্রমথ কি বলিবে সেই চিন্তা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রহিল। কথাটা আর যাহাই হউক, একেবারে যে সহজ এবং সাধারণ নহে,

তাহা প্রমথর কথা কহিবার ভঙ্গী হইতেই সে বুঝিয়াছিল। তথাপি কৌতূহলের বশে ব্যস্ত না হইয়া ধীরে ধীরে কার্য্যগুলি শেষ করিল। এবং অবসর পাওয়ার পরও আরও কিছু সময় অন্য কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া আধ ঘণ্টার অনেক পরে প্রমথর নিকট উপস্থিত হইল।

"কি কথা বলবে বলছিলে প্রমথদাদা ?"

প্রমথ তখন তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিতেছিল ; অমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "দু মিনিট বোসো, বলছি।"

অদূরবর্ত্তী একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া অমলা বাহিরে বৃষ্টি-ধারার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন পুনরায় আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া প্রমথ অমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "কথাটা কাল সন্ধ্যা থেকে বলব বলব মনে করছি, কিন্তু তোমাকে বলব কি মেসো মশায় মাসিমাকে বলব ঠিক করতে পারছিলাম না। ভেবে দেখলাম কথাটার সঙ্গে তুমিই যখন প্রধানতঃ জড়িত, তখন প্রথমে তোমাকেই বলা ভাল। তারপর যদি দরকার মনে হয় তখন তাঁদের বললেই হবে।"

"আচ্ছা, তা হলে আমাকেই বল" বলিয়া অমলা প্রমথর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কি ভাবে কথাটার অবতারণা করিবে প্রমথ তাহা মনে মনে একবার চিন্তা করিল ; তাহার পর কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, "কাল বৈকালে আমি বিজয়নাথের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

শুনিয়া অমলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "এ সব কথা বোধ হয় যার সঙ্গে হলেই ভাল হয় ; তাঁর সঙ্গেই তোমার"—কথাটা শেষ না করিয়াই,

অমলা থামিয়া গেল; বোধহয় যে কথা বলিবার ছিল—যথোপযুক্ত ভাষার পরিচ্ছদে সহসা তাহা দেখা দিল না।

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া প্রমথ বলিল, "তাঁর সঙ্গেই আমার কথা হওয়া উচিত ছিল তা ঠিক, কিন্তু তাই ব'লে তোমার পক্ষেও ত' কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তা ছাড়া, তোমাকে শোনাবার আমার যেটুকু কথা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী তোমার কাছ থেকে শোনবার আছে।"

প্রমথর কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া অমলা বলিল, "তবেই হয়েছে! আমার কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই বলবার নেই।"

অমলার দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "বলবার কিছু আছে কি নেই তা কথাটা না শুনে আগেই এমন ক'রে ব'লে কোন লাভ নেই ত। আমার যা বলবার আছে তা একটু ধৈর্য্য ধ'রে শোন; তারপর সে বিষয়ে তোমার যদি কিছু বলতে ইচ্ছে হয় ত' বোলো।"

প্রসঙ্গটা জানিতে পারিয়াই অমলার সমস্ত আগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছিল; ব্যাধের মুখে অহিংসা-তত্ত্ব শুনিবার কোনও প্রবৃত্তি তাহার মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু প্রমথর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা তাহাকে বলিতে হইল, "আচ্ছা, তা হ'লে কি বলবার আছে বল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "কাল বিজয়ের কাছে তোমার কথাটা একটু একটু ক'রে তুলেছিলাম, কিন্তু সে একেবারেই কোনো কথা কইতে চাইলে না; বললে, বাপ থাকতে এ বিষয়ে কোনো কথা বলবার তার অধিকার নেই। যদি কিছু বলবার থাকে ত' তার বাপকে বলতে বললে। আমি ত' তার আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ রকম আমি একেবারেই মনে করিনি। স্ত্রীর বিষয়ে কথা কইতে স্বামীর যে, কোনও অবস্থায় অধিকার না থাকতে পারে, এ

একেবারে আমার ধারণার অতীত। তারপর ভাবলাম, একবার না হয় গোবিন্দ বাবুকেই কথাটা ব'লে দেখি; কিন্তু ওদের বাড়ীর একজন কর্ম্মচারীর মুখে যে কথা শুনলাম, তা'তে আমার আর কোনও কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না!" বলিয়া প্রমথ উত্তরের অপেক্ষায় অমলার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

প্রমথর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া অমলা মৃদুস্বরে বলিল, "সে কথাটাও কি আমার শোনা দরকার?"

"একান্ত দরকার। তারপর তুমি আমাকে যা করতে বলবে তা' করতে আমি প্রস্তুত আছি।"

অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অমলা বলিল, "তা হলে সে কথাটাও বল।"

একটু কাসিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রমথ বলিল, "গোবিন্দবাবু বিজয়ের বিয়ের সব ঠিক করেছেন, অঘ্রাণ মাসের প্রথমেই তার বিয়ে।"

মস্তিষ্কে সহসা প্রচণ্ড আঘাত লাগিলে মাথাটা যেমন ঘুরিয়া যায়, দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসে, অমলার অবস্থা প্রথমটা তেমনি হইল। মনের কোন্ গুপ্ত প্রদেশে আশাহীনতার মধ্যেও আশার একটি কণিকা অগোচরে জীবিত ছিল, যাহা এই দুঃসংবাদে আহত হইল, তাহা বলা কঠিন; কিন্তু জীবিত যে ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না। তথাপি তাহার মানসিক অবস্থা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সহজভাবে সে কহিল, "তা আমি আর কি করব প্রমথদাদা? আমার এ বিষয়ে কিছুই বলবার বা করবার নেই!"

আগ্রহভরে প্রমথ বলিল, "তুমি কেন করবে? যা করতে হয় বল, আমি করতে প্রস্তুত আছি।"

প্রমথর মুখের উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অমলা বলিল, "আমি তোমাকে কিছুই করতে বলব না প্রমথদাদা। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, তুমি এ বিষয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ক'রো না। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাইতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব, তুমি আর কেন তার মধ্যে প'ড়ে কষ্ট পাও।"

এই অংশতঃ অকারণ ভর্ৎসনায় মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথ বলিল, "আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও অমলা, আমার কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না; কিন্তু তুমি চিরদিন এমনি কাটাতে পারবে ত?"

অমলা দৃঢ়ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব! এত দিন ত' কাটালাম; চিরদিন আর কত দিন? দুশো বছরও নয়, তিনশো' বছরও নয়। তা ছাড়া, তুমি কি বিশ্বাস কর প্রমথদাদা, তিনি আবার বিয়ে করবেন? আমার ত' দৃঢ়বিশ্বাস, এ কাজ তিনি কখনও করবেন না।"

ক্ষণকাল প্রমথ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "না করুন তা-ই ভাল! কিন্তু তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি কি শুনি?"

"বিশ্বাসের আবার ভিত্তি কি প্রমথদাদা? বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস! বিশ্বাসের কোনো-ভিত্তি থাকে না।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর রুক্ষস্বরে বলিল, "তা নয় অমলা, এ তা নয়! বিজয়ের বিয়ে করার চেয়েও আশ্চর্য্য ঘটনা সংসারে নিত্য হাজার হাজার ঘটছে। এ তা নয়! এ হচ্ছে তোমাদের সেই পুরোনো পচা স্বামীভক্তি, যার, অন্ততঃ তোমার ক্ষেত্রে, কোনো অর্থ কোনো মূল্য নেই! এ একেবারে বাজে! একেবারে ফাঁকা!"

শুনিয়া অমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "তা হ'তে পারে

প্রমথদা, কিন্তু স্বামীভক্তির মূল্যের বিচারও কি তুমি করবে? স্বামী-ভক্তির সঙ্গে তোমার ত' কোনো দিক থেকেই কোনো সম্পর্ক নেই।" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ আঘাতে আহত হইয়া প্রমথ পুনরায় রুষ্ট হইয়া উঠিল; উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে কি আর তর্ক করব, কিন্তু এইটে জেনে রাখ যে, নিঃসম্পর্ক লোকেই ঠিক-মত বিচার করতে পারে। একজন স্বামী বা একজন স্ত্রী স্বামীভক্তির যে মূল্য ধার্য্য করবে, তা যথার্থ মূল্যের চেয়ে হয় বেশী নয় কম হবেই। স্বামীর কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত ভালবাসা অথবা কর্ত্তব্যের কোনো পরিচয় না পেয়ে স্বামীর প্রতি তোমার এই যে ভক্তি অথবা বিশ্বাস, আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি অমলা, এর কোনো অর্থ কোনো মূল্য নেই! একে যদি তুমি খুব জমকালো ক'রে সতীত্ব নাম দাও, তা হ'লেও নেই!"

এতদিন এবং এতক্ষণ অমলা প্রমথর বিষয়ে যে ধৈর্য্যধারণ করিয়া-ছিল, সতীত্বের প্রতি এরূপ মন্তব্য প্রকাশে তাহা একেবারে লোপ পাইল। রাজ্যচ্যুত হইয়াও রাজা যেমন রাজ-সম্মানের অপমান সহ্য করিতে পারে না, স্বামী প্রেমে বঞ্চিত হইয়াও অমলা তেমনি সতীত্বের প্রতি এই অমর্য্যাদা সহ্য করিতে পারিল না। দলিত সর্পীর মত সে তীব্র রোষে আস্ফালন করিয়া উঠিল—

"আমার এ সতীত্বের যদি কোনও মূল্য না থাকে প্রমথদা, তা হলে, আমার কাছ থেকে কিছুমাত্র সাড়া না পেয়েও, আমার প্রতি তোমার যে নানারকম জুলুমজবরদস্তি, নানা রকম ছল-ছুতো ক'রে আমাদের বাড়ীতে এসে বাস করা, কথায় কথায় আমাদের জন্যে জলের মত পয়সা খরচ করা, এ সবের মূল্য কি তা' আমাকে বুঝিয়ে দিতে

পার ?" বলিয়া অমলা শুষ্ক দীপ্ত নেত্রে প্রমথর প্রতি কঠোর ভাবে চাহিয়া রহিল।

এমন গুরুতর কথাগুলা অমলা যে এরূপ স্পষ্টরূপে বলিতে পারে, সেই বিস্ময়ের আঘাতে প্রথমটা প্রমথর মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন তাহার মনে হইল যে, যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্য সে আজ অমলাকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা অমলা নিজেই উত্থাপিত করিয়াছে, তখন তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্দ্ধর্ষ দুরন্ত ব্যাঘ্রীকে সহসা সম্মুখে পাইয়া পরাক্রান্ত শিকারী যেমন মনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রকারের উল্লাস এবং উত্তেজনা অনুভব করে, অমলার কঠিন কঠোর ভঙ্গী দেখিয়া প্রমথ মনের মধ্যে সেইরূপ উল্লাস ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। মুখে সবিস্ময় পরাভবের ভাব আনিয়া বলিল, "এ সব তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?"

বিজয়দৃপ্ত-কণ্ঠে অমলা বলিল, "প্রথম দিন থেকেই !"

প্রমথর অধরোষ্ঠে একটা নিষ্ঠুর বঙ্ক হাস্য ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল ; বলিল, "বেশ ! বেশ ! প্রথম দিন থেকেই সমস্ত বুঝতে পেরেও তোমরা আজ পর্য্যন্ত আমার প্রতি যে সদয় ব্যবহার ক'রে এসেছ, তার জন্যে প্রথমে তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তার পরে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে এমন একটা দুর্ব্বৃত্ত জেনেও আমার প্রতি তোমাদের এই যে সদয় ব্যবহার, তার অর্থ আর মূল্য কি ? এ কি শুধু তোমাদের নিছক সহৃদয়তা, না, তা ছাড়া আরও অন্য কিছু ?"

এত-বড় কঠিন কথায় অমলার মুখ শিশার মত ফিকা হইয়া গেল, এবং উত্তরে কেমন করিয়া কি বলিবে তাহা সত্বর স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত-বিহ্বল দৃষ্টিতে সে প্রমথর দিকে তাকাইয়া রহিল।

অমলার এই তুস্থ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ব্যথিত হইয়া প্রমথ শান্ত স্বরে বলিল, "মিছিমিছি পরস্পরে এমন খোঁচাখুঁচি ক'রে ব্যথা দিয়ে আর ব্যথা পেয়ে কোনো লাভ নেই অমলা। আমার মনে হয়, আমাদের পরস্পরের ব্যবহার ততটা হীন নয়, যতটা হীন আমরা দাঁড় করাচ্ছি! হীরেকে কাঁচ ব'লে গাল দিলেই হীরে কাঁচ হ'য়ে যাবে না।"

তাহার পর তাহার চিরাভ্যস্ত কৌশলের দ্বারা কণ্ঠস্বর সহসা প্রগাঢ় করিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, "কথাটাকে তুমি যখন আজ এমন সোজাসুজি টেনে বার করলে, তখন আমিও অকপটে তার যথাযথ উত্তর দিই। তোমার অনুমান একটুও ভুল হয় নি; এতদিন ধ'রে তোমাদের সঙ্গে যে ছল-চাতুরী করেছি, তোমাদের জন্যে যে নানাপ্রকার শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেছি, পয়সা খরচ করেছি, কত রকম কৌশল ক'রে তোমাদের বাড়ীতে এসে যে বাস করছি, তা' একমাত্র তোমারই জন্যে! কিন্তু জুলুমজবরদস্তির কথাটা তুমি অন্যায় বলছ অমলা! জুলুমজবরদস্তির ওপর আমার একটুও আস্থা নেই। জুলুমজবরদস্তি যদি করতাম, তা হ'লে কখনই তোমার পাশের ঘরে এসে বাস করতে পারতাম না; তার অনেক আগেই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে।"

উত্তরের অপেক্ষায় প্রমথ নীরব হইয়া ক্ষণকাল অমলার প্রতি আগ্রহভরে চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবারও যখন অমলা কোনও কথা না বলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তখন সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—

"তোমার প্রতি আমার এই আসক্তির মূল্য কি তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে। তুমি রাগ করো না অমলা, আর কিছু না হোক, তোমার প্রতি বিজয়নাথের নির্ম্মম উপেক্ষার চেয়ে এ অনেক মূল্যবান! এর

প্রাণ আছে, অস্তিত্ব আছে, তাই এ'কে তুমি এমন ক'রে অপমান করতে পারছ; কিন্তু বিজয়নাথ আর তোমার মধ্যে এমন কোনো বস্তু নেই, যাকে তুমি কোনও দিক দিয়ে স্পর্শ করতে পার! একজন, তার ধনসম্পদ মান-ইজ্জৎ সমস্তর বিনিময়ে, তোমার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তোমার জীবনের এ একটা সার্থকতা। এ এমন-একটা সামান্য জিনিস নয়, যা তুমি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পার!"

এবার অমলা কথা কহিল। প্রমথর প্রতি অকুণ্ঠনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা পারি; শুধু অনায়াসে নয়, অবহেলার সঙ্গে উপেক্ষা করিতে পারি! তুমি যে আমার প্রতি আসক্ত হয়েছ, এতে আমার জীবন একটুও সার্থক হয়েছে ব'লে আমি মনে করি নে!"

উত্তেজনায় অমলার সমস্ত দেহ—আপাদমস্তক—কাঁপিতে লাগিল।

অমলা সহসা যে এমন রূঢ় অপমানসূচক কথা বলিতে পারে, সে আশঙ্কা প্রমথ একবারও করে নাই। তাই প্রথমটা সে বিস্ময়ের বিহ্বলতায় মূক হইয়া গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার ওষ্ঠাধর ক্রুর হাস্যের কঠিন রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সবিদ্রূপ তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "এ একরকম মন্দ অভিনয় হচ্ছে না অমলা! ষ্টেজে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে এই জমকালো কথাটা বললে খুব বড় রকম একটা হাততালি লাভ করতে! আর সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারলে একজন মস্ত সতী ব'লে তোমার নাম র'টে যেত! কিন্তু তোমাদের এই দুর্গন্ধ পূজা সতীত্বের ওপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। এই বহুদিনের পুঞ্জিত কুসংস্কারের আর একটা নাম পাগলামী! কেন, তা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। যে তোমাকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার করে না, যার কাছ থেকে তুমি স্বামীর কোনো ব্যবহার পাচ্ছ না, তার স্মৃতির সম্মানে

তুমি আমার, অর্থাৎ যে তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তার ভালবাসার প্রমাণে অপমানিত বোধ করছ, তোমার সতীত্বে আঘাত পড়ছে! বিশ্লেষণ ক'রে দেখ এ সতীত্ব কি! এ হচ্ছে, যে জিনিস নেই তা স্বীকার ক'রে, যা আছে তা অস্বীকার করা! এ পাগলামী নয় ত অন্য আর কি তা' ত জানি নে!"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলা ক্ষণকাল সুগভীর ঘৃণা এবং বিরক্তিতে নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত বলিল, "এই রকম বোধ হয় তুমি আরও অনেক জিনিষ জান না প্রমথদাদা! তুমি বোধ হয় ঈশ্বর জান না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জান না, পাপ-পুণ্য জান না, কিছুই জান না!" জলন্ত নেত্রে অমলা প্রমথর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

প্রমথ কিন্তু বিচলিত না হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া সে বদ্ধ-গভীর কণ্ঠে বলিল, "না, জানিনে; কিন্তু তুমিই কি জান অমলা? ঈশ্বরকে দেখেছ কখনো? ধর্ম্ম কোন্‌টা, অধর্ম্ম কোন্‌টা, তা বুঝতে পার? পাপ-পুণ্য সত্য-মিথ্যার ভেদ নির্ণয় করতে পার?"

এতগুলা প্রশ্নের মধ্যে একটারও উত্তর না দিয়া অমলা তেমনি বিরক্তি-বিরূপ মুখে অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তখন প্র... নিজেই পুনরায় বলিতে লাগিল—

"কখনই অসঙ্কোচে বলতে পারবে না যে, পার। কিন্তু আমার কথা শোন অমলা, আমি তোমাকে বলছি,—ঈশ্বর নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই। ও-সব শুধু সমাজ-রক্ষার জন্যে কৌশল; একেবারে ফাঁকিবাজী। যে তোমাকে একেবারেই চায় না, তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকায় কি সতীত্ব আছে আর কি পুণ্য আছে, সহজ বুদ্ধিতে

তা বোঝা কঠিন। কত ভাল লোক দুঃখ পাচ্ছে, কত মন্দ লোক সুখে আছে। মৃত্যুর পরে কি হয় তা আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না, অথচ পৃথিবী এত পুরোনো হ'য়ে গেল। পরলোকের কল্পনা শুধু ইহলোকের চালাকী, ভয় দেখান! স্বর্গ হচ্ছে পুরস্কার, আর নরক হচ্ছে দণ্ড। কিন্তু মৃত্যুর পরে কোন লোক এ পর্য্যন্ত এ দণ্ড-পুরস্কার পেয়েছে কি না, তার কোন প্রমাণ নেই। এই সব কল্পিত ব্যাপারগুলো দিয়ে জীবন চালানো; আর যা প্রত্যক্ষ, যা রক্ত-মাংসের মধ্যে সত্য, সেগুলোকে উপেক্ষা করা যে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, তা তোমাকে আমি বলতে পারি নে অমলা! ধর্ম্ম আর সমাজের দোহাই দিয়ে আমাদের জীবন ক্রমশঃ একটা বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! মন্ত্র দিয়ে আমাদের মন অভিভূত, আর বিধি দিয়ে আমাদের দেহ বাঁধা। পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে যে সব ব্যাপারগুলো আমরা মানি ব'লে মনে করি, মনের মধ্যে তলিয়ে দেখে বল ত' অমলা, বাস্তবিকই সেগুলো আমরা মানি কি-না? অকপটে বল দেখি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক—এ সব নিঃসন্দেহে মনের মধ্যে তুমি মান কি-না?"

প্রমথ তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিয়া বিজয়-দৃপ্ত নেত্রে অমলার দিকে চাহিয়া রহিল; এবং অমলাকে নিশ্চল, নির্ব্বাক দেখিয়া মনে করিল যে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য ও যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথাই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অমলা কিন্তু এক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রমথর মুখের উপর পরিপূর্ণ সহজ দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "সে সব আমি মানি কি মানিনে, সে কথা তোমাকে বলবার কোনো দরকার নেই। তবে

তোমার কথা যে আমি ভুলে-ভ্রান্তিতেও মানিনে, সে কথা আমি স্পষ্ট ক'রে তোমাকে ব'লে যাচ্ছি! তুমি যে-সব ব্যাপারকে কুসংস্কার বলছিলে, সে-গুলো কুসংস্কার কি না, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি নেই; কিন্তু তুমি যে নীতি এখন প্রচার করছিলে, কোন দিন যে আমার জীবনে তা' সংস্কার হবে সে প্রত্যাশা কোরো না। আর বোধ-হয় তোমার কোন কথা নেই, এখন আমি চল্লাম।" বলিয়া অমলা প্রস্থানোদ্যত হইল; তাহার অব্যবহিত পরেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি আমাদের বাড়ীতে অতিথি—তোমাকে আমি যাও বল্‌তে পারিনে, তুমি থাক; কিন্তু যে ভাবে থাকা উচিত, সেই ভাবেই থেকো।"

অমলার উত্তর শুনিয়া বিস্ময়ে ও নৈরাশ্যে প্রমথ ব্যথিত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী কথায় অপমানের আঘাতে সে সহসা কঠোর হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আর তা যদি না থাকি তা হলে তুমি আমাকে তাড়াতে পার না-কি?"

চৌকাঠের দুই দিকে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া অমলা স্থির ভাবে বলিল, "পারি। দেহের মধ্যে অসুখ হ'লে তাড়াবার ওষুধ আছে, আর একজন মানুষকে বাড়ী থেকে তাড়ান যায় না? কিন্তু তুমি কি তোমার টাকার জোরে এ কথা বলতে সাহস করছ?"

প্রমথর মুখ সহসা একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল; বলিল, "আমাকে অনেকে অনেক দোষ দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ কথা কেউ বলে নি অমলা! আমি দুশ্চরিত্র, দুর্ব্বৃত্ত হ'তে পারি, কিন্তু ছোটলোক নই! তুমি বিজয়নাথের মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো কোরো, কারণ সে তোমার স্বামী; কিন্তু তাই ব'লে আমাকে অতটা অপমান কোরো না; আমার একমাত্র অপরাধ আমি তোমাকে ভালবাসি!"

অমলার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, এমন কি স্থান ত্যাগ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার রহিল না। সে আরক্ত মুখে চিত্রার্পিতের মত তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অমলা কোনও কথা বলিল না দেখিয়া প্রমথ বলিতে লাগিল, "আমি আজ তোমার কাছে সম্পূর্ণ হার স্বীকার করছি অমলা, আর সে জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এতদিন পেয়ে-পেয়ে আমার মনে একটা দুঃসাহস জন্মেছিল যে, সব জিনিসই পাওয়া যায়; কিন্তু দুর্লভ জিনিসও যে সংসারে আছে, সে জ্ঞান আজ আমি তোমার কাছ থেকে পেলাম! সে যাই হ'ক, আজকের এ ঘটনার পর এ বাড়িতে আমার আর বাস করা চলে না, তা' তুমিও স্বীকার করবে! আজ বোধহয় হ'য়ে উঠবে না, আজ একটা বাসা স্থির ক'রে কাল আমি চ'লে যাব।"

একটু চুপ ক'রয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "চ'লে যাবার আগে মাণিকলাল-ঘটিত সব গোলযোগ আমি শেষ ক'রে দিয়ে যাব। হ্যাণ্ডনোটের টাকার সঙ্গে মাণিকলালের কোনও সম্পর্ক নেই; সে আমার সাজানো মহাজন। তোমাদের বাড়ীতে প্রতিপত্তি লাভের জন্যে প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে মাণিকের নামে হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়ে এ ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। কিন্তু আর যখন তার কোনও প্রয়োজন রইল না, তখন মাণিকলালের হ্যাণ্ডনোটে পুরো উশুল লিখিয়ে দিয়ে, আমি মেসোমশাইকে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তারপর যখন সুবিধা হবে, মেসোমশাই আমার টাকা শোধ করবেন।"

কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে অমলা তাহার নতদৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রমথর প্রতি উত্থিত করিল, কিন্তু মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, পুনরায় সে দৃষ্টি নত করিল। বোধহয় তখন তাহার মনের মধ্যে পাপ

হইতে পাপী পৃথক হইয়া ঘৃণা ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে করুণা এবং সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইতেছিল।

প্রমথর নিকট কিন্তু অমলার অন্তরের সে অব্যক্ত বাক্য অজ্ঞাত রহিল না। সে ব্যথিত আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার শেষ কথা অমলা, তোমার কাছ থেকে যত দূরেই আমি থাকি না কেন, তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ রইল যে, যদি কখনও কোনও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এই অধম ব্যক্তিকে দরকার হয়, একবার স্মরণ করলেই সে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে। তোমাকে হাতের মধ্যে না পেয়ে আমার মনের মধ্যে তুমি যে কত বড় হয়ে রইলে, তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আচ্ছা, তা হ'লে এস ; আর এখন আমার কোনও কথা বলবার নেই।"

নানাবিধ বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনায় অমলার চক্ষু সজল হইয়া আসিয়াছিল। সে নতনেত্রে গাঢ়স্বরে বলিল, "আমি যদি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে আমাকে ক্ষমা কোরো প্রমথ-দাদা ; কিন্তু তুমি বোধহয় এ কথা স্বীকার করবে যে, আমি কোনও অপরাধ করিনি !"

"না, তা' তুমি করনি।"

এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আকাশ তখন প্রগাঢ় ধারায় বর্ষিত হইতেছিল।

বৃষ্টি একটু কমিলেই প্রমথ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ে প্রভাবতীকে বলিয়া গেল যে, কার্য্যানুরোধে সেবেলা সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না—অন্যত্র আহার করিবে।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই হরমোহনের নিকট অমলার ডাক পড়িল। নিজ কক্ষে বসিয়া হরমোহন অফিসের কাজ দেখিতেছিলেন।

অমলা উপস্থিত হইয়া বলিল, "কি বাবা?"

নাসিকা হইতে চশমা খুলিয়া রাখিয়া হরমোহন ধীরে ধীরে কথাটা অমলাকে জানাইলেন। অমলার বিবাহের অলঙ্কারের হিসাবে প্রায় সাড়ে চারিশত টাকা স্বর্ণকারের নিকট বাকি আছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে সেই টাকার দাবী করিয়া স্বর্ণকারের উকিল নোটিশ দিয়াছিল যে, সাত দিনের মধ্যে টাকা না দিলে হরমোহনের নামে নালিশ হইবে। স্বর্ণকারের উকিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরমোহন বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়া ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, উপস্থিত আড়াই শত টাকা দিলে বাকি টাকার জন্য স্বর্ণকার আরও ছয় মাস অপেক্ষা করিবে। এই আড়াই শত টাকা হরমোহনের কোন বন্ধু ধার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু কাল সহসা তিনি জানান যে, যে-টাকা তিনি অপরের নিকট হইতে পাইবার আশা করিতেছিলেন, সে টাকা না পাওয়ায় উপস্থিত তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। কালই স্বর্ণকারকে টাকা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া অফিসের তহবিল হইতে আড়াই শত টাকা লইয়া হরমোহন

স্বর্ণকারের উকিলকে দিয়া আসিয়াছেন। এখন, অফিসের তহবিল পূরাইবার জন্য সেই আড়াই শত টাকা অমলাকে প্রমথর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।

শুনিয়া অমলা ত্রাসে এবং অপমানে কাঠ হইয়া গেল! প্রমথর সহিত বচসায়-বিক্ষুব্ধ তাহার হৃদয়ের স্পন্দন এখনও সম্পূর্ণ থামিবার অবকাশ পায় নাই, ইহারই মধ্যে পিতার নিকট হইতে এই আদেশ পাইয়া সে কি বলিবে অথবা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না! ক্ষণকাল পূর্বে অর্থ-সম্পর্কে সে সদর্পে যে-কথা প্রমথকে বলিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া, আজই অর্থের জন্য প্রমথর নিকট প্রার্থীরূপে দাঁড়ান অপেক্ষা মৃত্যুও তাহার শ্রেয়: বলিয়া বোধ হইল।

প্রথম আঘাত কতকটা সামলাইয়া লইয়া অমলা বলিল, "প্রমথ-দাদার কাছ থেকে টাকা ধার না নিয়ে, আমার গহনা বাঁধা রেখে বা বিক্রী ক'রে টাকার ব্যবস্থা কর না বাবা ?"

অমলা যে অলঙ্কারের কথা তুলিবে, তাহা হরমোহন জানিতেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুতও ছিলেন ; বলিলেন, "বেশ ত, প্রমথর কাছেই কিছু গহনা বাঁধা রেখে দাও ; তাও ত' এর আগে রেখেছ। প্রমথ এখন বাড়ী আছে ?"

"না, বেরিয়েছেন। সন্ধ্যার পর ফিরবেন।"

"তবে ফিরে এলেই তার সঙ্গে এ কথা শেষ ক'রে নিয়ো। কাল রবিবার, পরশুই অফিসের টাকা পূরিয়ে রাখতে হবে।" বলিয়া হরমোহন অফিসের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কঠিন শুষ্ক মুখে অমলা বলিল, "প্রমথদাদাকে টাকার জন্যে আমি বলতে পারব না বাবা !"

সবিস্ময়ে হরমোহন বলিলেন, "কেন ?—পারবে না কেন ?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া অমলা নীরবে আরক্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অমলার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া হরমোহন বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, গলবস্ত্র হয়ে বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী অর্থ ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াতে আমিই খুব পারি, না পছন্দ করি ?"

কাতর স্বরে অমলা বলিল, "আমি ত তা' বলছি নে বাবা ! আমি না ব'লে তুমি ত' প্রমথদাদাকে টাকার কথা বলতে পার।"

সক্রোধে হরমোহন বলিলেন, "কাকে কে বললে ভাল হয়, সেটা তোমার চেয়ে আমি কম বুঝি ব'লে মনে কোরো না ! আমার বন্ধুর কাছে টাকার জন্যে চেষ্টা করতে তোমাকে ত' কখনও অনুরোধ করি নি !"

হরমোহনের কথার অদৃশ্য আঘাতে অমলা বিমূঢ় হইয়া গেল।

"প্রমথদাদাকে টাকার কথা তুমি না ব'লে আমি বললে ভাল হয়, তাই কি তুমি বলছ বাবা ?"

উগ্রভাবে হরমোহন বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলছি ! ইঙ্গিতে যে-কথা বোঝা উচিত, সে কথা নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কি তোমার লাভ হচ্ছে ?"

গভীর আঘাতে আহত হইয়া অমলা ক্ষণকাল নিঃশব্দে হরমোহনের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর বিহ্বল ভাবে বলিল, "কিন্তু এ কথা তুমি কেন বলছ বাবা ? কেন বলছ এ কথা !"

কন্যার এ প্রশ্নে হরমোহন অগ্নিমূর্তি হইয়া জলিয়া উঠিলেন।

"কেন বলছি, তার কৈফিয়ৎও তোমাকে দিতে হবে না কি ? কোথাও যাবার সময়ে ক্যাশবাক্সর চাবি প্রমথ আমাকে না দিয়ে তোমাকে কেন দিয়ে যায়, তার কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে পার ?"

এ কথা শুনিয়া অমলার মুখ প্রথমে মৃত ব্যক্তির মুখের মত সাদা হইয়া গেল, তাহার পর দেখিতে দেখিতে জবাফুলের মত আরক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

তৎপরে হরমোহন কিছুক্ষণ ধরিয়া যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অর্থ এবং ইঙ্গিত এইরূপ :—নানাপ্রকার দুঃখে এবং কষ্টে হরমোহনের জীবন অসহ্য হইয়াছে, মৃত্যু হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তদুপরি এই সকল দুঃখ কষ্টের যে একমাত্র কারণ, তাহার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই! হরমোহনকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার সময়ে অমলার আত্মসম্মানবোধ সবলে সাড়া দিয়া উঠে ; কিন্তু প্রমথর হস্ত হইতে ক্যাশবাক্সের চাবি লইবার সময়ে সে আত্মসম্মানবোধের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রমথর সহিত যে-সকল কথা হইয়াছিল, অমলা মনে মনে তাহা স্মরণ এবং পর্য্যালোচনা করিতেছিল ; হরমোহনের কথা কতক সে শুনিল এবং কতক শুনিল না।

হরমোহন চুপ করিলে সে বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমি কালকের মধ্যেই এ টাকার ব্যবস্থা ক'রে দোব।"

তখন হরমোহন শান্ত এবং সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া অমলার প্রতি যে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ কিছু প্রবোধ বাক্য বলিলেন। কিন্তু তিরস্কারের মধ্যে অমলা বোধহয় ততটা আঘাত পায় নাই, যতটা সে সান্ত্বনার মধ্যে পাইল। হরমোহন বলিলেন যে, নিজেকে অসংসক্ত রাখিয়া কার্য্যোদ্ধারকরী শক্তি প্রয়োগ করা জীবনের সকল অবস্থাতেই চলে। তাহাতে সুনীতির কিছু মাত্র অপচার হয় না।

অন্তরে বহ্নি বহন করিয়া অমলা প্রস্থান করিল।

প্রভাবতী তখন গৃহকর্ম্মে রত ছিলেন; তাঁহার অবকাশ হইলে অমলা সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল।

প্রভাবতী বলিলেন, "তুমি যা বলছ সব বুঝলাম। কিন্তু কি করবে বল? এ রকম বিপদে টাকার ব্যবস্থা না করলেও ত নয়? আজ যদি চাকরীটি যায়,কাল তাহলে আর উনুনে হাঁড়ী চড়বে না। এই ত' অবস্থা!"

"কিন্তু মা, তাই ব'লে কি টাকার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে? সেকরার ধার আমার জন্যে হয়েছিল ব'লে আমিই কি এ ধারের জন্যে দায়ী? তা যদি না হয়, তা হলে তুমিও ত মা, প্রমথদাদার কাছে টাকা চাইতে পার?"

অমলার কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া প্রভাবতী বলিলেন, "কথায় কথায় তোমার অভিমানটা আজকাল বড় বেশী হয়েছে, বাপু! কে তোমাকে বলেছে যে, ধারের টাকার জন্যে তুমি দায়ী যে, এত কথা তুমি শোনাচ্ছ? তুমি চাইলে টাকাটা সহজে পাওয়া যাবে, আমরা চাইলে হয় ত ওজর আপত্তি ক'রে কাটিয়ে দিতে পারে—এই জন্যেই তোমাকে দিয়ে চাওয়ানো। এতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? তা ছাড়া, প্রমথ কি তোমার সঙ্গে কোনও অন্যায় ব্যবহার করেছে যে, তার কাছে টাকা চাইলে তোমার অপমান হবে?"

দীপ্ত নেত্রে অমলা বলিল, "আমি চাইলে প্রমথদাদা সহজে টাকা দেবেন, আর তোমরা চাইলে না দিতেও পারেন, এইটেই কি যথেষ্ট অন্যায় ব্যবহার নয়? এর চেয়েও কি বেশী অন্যায় ব্যবহার তুমি চাও মা?"

এবার প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,"আমি কিছুই চাইনে! কিন্তু তুমি কি চাও যে, আমরা সপরিবারে অনাহারে মারা যাই?"

অমলা বলিল, "আমি তা চাইনে ; কিন্তু তাই ব'লে ত' আমি কথায় কথায় এমন ক'রে আত্মসম্মান বলি দিতেও পারি নে!"

সবিদ্রূপে প্রভাবতী বলিলেন, "সবাই ত' তোমার আত্মসম্মান বড় রেখেছে যে, প্রমথর কাছে টাকা ধার চাইলেই তোমার আত্মসম্মান বলি দেওয়া হবে! এটা তুমি ঠিক জেনো যে, অনেকের চেয়ে প্রমথ তোমার আপনার লোক ; তার ওপর তোমার যেমন জোর খাটে, তেমন অনেকের ওপরই খাটে না!"

এই 'সবাই' এবং 'অনেকের' দ্বারা প্রভাবতী যে বিজয়নাথকে উদ্দেশ করিলেন, তাহা বুঝিতে অমলার বিলম্ব হইল না। সে ক্রোধে এবং অপমানে আহত হইয়া বলিল, "না, না, মিথ্যা কথা! প্রমথদাদা কারুর চেয়ে আমার আপনার নয়, আর সেই জন্যে তাঁর ওপর জোর খাটাতে আমি অপমানিত মনে করি! কিন্তু—মা হয়ে তুমি যখন আমার দুঃখ বুঝলে না, তখন আমার আর উপায় নেই! আমি জানি যে, টাকা চাইলেই আমি টাকা পাব, সে জোর খাটাতে আমি আর দ্বিধা করব না! তোমাদের টাকার ব্যবস্থা আমি কালই ক'রে দোব।" বলিয়া অমলা প্রভাবতীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিল।

একবার প্রভাবতীর মনে হইল যে, অমলাকে ডাকিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা বলেন, এবং উপস্থিত তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া তিনি নিজেই প্রমথকে টাকার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট একবার কোনও কারণে প্রমথ অস্বীকার করিলে পরে অমলা অনুরোধ করিলেও যদি ফল না হয়, তাহা হইলে হরমোহন কিরূপ বিপন্ন এবং ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহা কল্পনা করিয়া প্রভাবতী নিরস্ত হইলেন।

সমস্ত দিন ধরিয়া অমলার অন্তরে বহ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া বিস্তার লাভ করিল। অবশেষে এমন একটু স্থান রহিল না, যেখানে তাহার চিরপোষিত সংস্কারসমূহ, যাহা লইয়া আজ প্রাতঃকালেই সে প্রমথর সহিত বচসা করিয়াছে, আশ্রয় লাভ করিয়া রক্ষা পায়। মনে হইল, অর্থ-ই সংসারে একমাত্র প্রবল, আর সকলই দুর্ব্বল! এমন কি মাতৃহৃদয়ে কন্যার মঙ্গলচিন্তা পর্য্যন্ত তাহার নিকট পরাভূত!

অভাব কষ্টকর বটে; কিন্তু অর্থের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর বলিয়া অমলার মনে হইল। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, করুণা এ সকলেরই অভাব সহ্য হয়; কিন্তু অর্থের অভাব অসহ্য! স্বামী-প্রেমের অভাবে তাহার সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু অর্থের অভাবে তিন দিন কাটে না!

ক্ষুধা রাক্ষসী। অন্ন পাইলে সে অন্ন জীর্ণ করে; অন্নের অভাবে মানুষের দেহ এবং মন জীর্ণ করে। পুণ্য-প্রেম, সততা-সংযম পরিপাক করা চলে; কিন্তু অন্ন পরিপাক না করিলে চলে না! প্রভাবতী বলিয়াছেন, উনানে হাঁড়ী না চড়ার মত বিপদ আর কিছুই নাই। অমলার মনে হইল, মানুষের দেহে এ পাপ পাকস্থলীটা যদি না থাকিত!

সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়া সন্ধ্যার পর প্রমথ বাড়ী ফিরিল। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অমলা তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

অমলাকে দেখিয়া প্রমথ বলিল, "আমি বাসা ভাড়া ক'রে এসেছি অমলা। বাড়ীর চাবি নিয়ে এসেছি। বামুন চাকরও ঠিক হয়ে

গিয়েছে। কাল খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা আমি বাসায় উঠে যাব।" তাহার পর টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজ লইয়া অমলার হস্তে দিয়া বলিল, "এটা মাণিকলালের হ্যাণ্ডনোট ; এতে মাণিকলাল সমস্ত টাকার উশুল লিখে দিয়েছে। এটা তুমি মেসো-মশায়কে দিয়ে দিয়ো। তাঁর যখন সুবিধা হবে আমাকে টাকাটা দেবেন। তার জন্যে ব্যস্ত হবার কোনও দরকার নেই।"

হ্যাণ্ডনোটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অমলা বলিল, "আর যদি একেবারেই টাকাটা না দিতে পারেন ?"

অমলার দিকে চাহিয়া সহজ ভাবে প্রমথ বলিল, "না দিলে টাকাটা উশুল করবার কোন উপায়ই ত' আমার হাতে আমি রাখিনি। অতএব বুঝতে পারছ, টাকাটা একেবারে না পেলেও আমার কোন অভাব হবে না।"

অমলা প্রমথর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এতটা ত্যাগ স্বীকার তুমি কেন করছ প্রমথদাদা ? বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে ত' তুমি কিছুই পাবে না।"

প্রমথ একটু হাস্য করিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "যে কথা তুমি বিশ্বাসও করতে পারবে না, ধারণাও করতে পারবে না, সে কথা শুনে কি লাভ হবে বল ? পৃথিবীতে কত খেয়ালী লোক আছে, কত পাগল আছে,—ধর আমিও তাদের মধ্যে একজন।"

এ কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া অমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হ্যাণ্ডনোটখানা প্রমথকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "এর মধ্যে আর আমাকে জড়িয়ো না প্রমথদাদা, এ তুমি বাবার সঙ্গে যা করতে হয় কোরো। আমি এসেছি তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে।"

"ভিক্ষা চাইতে ? কি ভিক্ষা বল ?"

অমলা বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটা মূল্যবান অলঙ্কার বাহির করিয়া প্রমথর টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "এই গহনাটার বদলে তুমি আমাকে আড়াই শ' টাকার ব্যবস্থা ক'রে দাও। টাকাটার আমার বড় দরকার হয়েছে।"

মৃদু হাস্য হাসিয়া প্রমথ বলিল, "এ কিন্তু ভিক্ষা নয় অমলা, এ ভিক্ষা চাওয়াও নয়। এ মহাজনী।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা হ'ক তুমি যেমন বলবে তাই হবে; কিন্তু গহনাটা কি না রাখলেই নয় ?"

অমলা কাতর কণ্ঠে কহিল, "না, প্রমথদাদা, আমার এ প্রার্থনাটা তুমি অগ্রাহ্য কোরো না। গহনা রেখে টাকা দিলে মনে কোরো না, আমি তোমার কাছে কম ঋণী হব।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "সংসারে ভুল বোঝাটাই বেশী অমলা ! তুমি আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ভুল বুঝেই রইলে। তোমাকে ঋণী করবার প্রবৃত্তি কখনও আমার ছিল না, এখনও নেই। মেসোমশায়কে মাসিমাকে ঋণী করবার প্রবৃত্তি ছিল, কারণ, তাঁরা ছিলেন আমার উপলক্ষ্য।"

অমলা সেই রূপ কাতর ভাবে বলিল, "হয় ত' তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি প্রমথদাদা, কিন্তু তবুও আমার অনুরোধ—এ কথাটা তুমি রাখ। গহনাটা এখন তোমার কাছে থাক, আর তোমার কাছে উপস্থিত যদি টাকা না থাকে ত গহনাটা বিক্রী ক'রে আমাকে টাকা দাও।"

"তা ক'রে আর কাজ নেই, গহনাটা আমার কাছেই থাক।" বলিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া প্রমথ আড়াই শত টাকা হিসাব করিয়া অমলার

হস্তে দিল। তাহার পর অমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি অমলা—এখনি ত তুমি ঋণ, বিনিময়, এই সব কথা বলছিলে; কিন্তু কোন্ ঋণের পরিশোধে, কিসের বিনিময়ে তুমি আমার সকালবেলাকার অপরাধ এমন ক'রে ক্ষমা করলে, তা বল্‌তে পার? সংসারে দোকানদারী আর মহাজনীই কেবল নেই,—তা ছাড়া অন্য জিনিসও আছে।"

নতদৃষ্টি হইয়া গভীর স্বরে অমলা বলিল, "আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করতে আসিনি প্রমথদাদা, আমি নিজের স্বার্থে তোমার কাছে এসেছিলাম।"

অমলার কথা শুনিয়া প্রমথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিল।

"তা নয়, অমলা, তা নয়। আমি তোমাকে বেশ চিনি। নিজের স্বার্থে আমার কাছে আসবার মত দুর্ব্বল তুমি নও। কত শক্তি তুমি ধারণ কর, তাই আজ সকালবেলার ঘটনার পর টাকার জন্যে আমার কাছে তুমি আসতে পেরেছ, তা বোঝবার শক্তি আমার আছে। এ শুধু তুমিই পার! আগুন নিয়ে সেই খেলা করতে পারে—আগুনের চেয়েও যে প্রবল!"

অমলা ক্ষণকাল নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সহসা তাহার মুখে-চক্ষে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য দেখা দিল। নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল এবং দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

তাহার আকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া প্রমথ বলিল, "তোমার কি অসুখ করছে অমলা?"

"না।"

"তবে?"

"একটা কথা বলব।"

"কি কথা, বল।"

অদূরে একটা খালি চেয়ার ছিল, তাহাতে বসিয়া পড়িয়া, একটা হাতলের উপর যুক্তকরে ভর দিয়া, অমলা একমুহূর্ত্ত প্রমথর দিকে শুষ্ক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "যদি দরকার হয়, তুমি আমার ভার নিতে পারবে প্রমথদাদা?"

সবিস্ময়ে প্রমথ বলিল, "কিসের ভার?"

"একজন মানুষের যা কিছু ভার, সব। খাওয়া, পরা, থাকার।"

বিহ্বল হইয়া প্রমথ নিঃশব্দে অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"পারবে?"

বিমূঢ় ভাবে প্রমথ বলিল, "পারব। কিন্তু এ সব কথা তুমি কেন বলছ অমলা?"

অমলা সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "যদি দরকার হয়, কাল রাত্রে আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে যেতে পারবে?"

অপরিসীম বিস্ময়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "মেসো মশায়ের অমতে?"

"শুধু অমতে নয়, অজ্ঞাতে। বল! বল! শীঘ্র বল! আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখো না!"

প্রমথ বলিল, "পারব। শুধু পারব না অমলা, চিরদিন—"

প্রমথকে বাধা দিয়া উঠিয়া পড়িয়া অমলা বলিল, "ও-সব বাজে কথা বলতে হবে না। পারবে, তাই যথেষ্ট। কাল তুমি তোমার বাসায় উঠে যেয়ো, আর সন্ধ্যেবেলা এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, তখন ঠিক ক'রে বলব।"

টলিতে টলিতে অমলা প্রমথর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হরমোহনের কক্ষে প্রবেশ করিল।

নোটগুলা হরমোহনের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই আড়াই শ' টাকা।"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে হরমোহন বলিলেন, "আজই পেলে? দেখ দিখি, এই জন্যেই ত' তোমাকে চাইতে বলেছিলাম। গহনা-টহনা কিছু রাখ নি ত'?"

চলিয়া যাইতে যাইতে অমলা বলিল, "হ্যাঁ, রেখেছি।"

শুনিয়া হরমোহনের মনের মধ্যে হর্ষের দীপ্তি ঈষৎ ছায়ামণ্ডিত হইল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমলা শয্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার পর ছিন্নমস্তক ছাগের মত নিঃশব্দে সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, অমলা বহুক্ষণ জাগিয়া বিজয়নাথকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিল—

শতকোটি প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,

জীবনে বোধহয় আর কখনও আপনাকে চিঠি লেখবার কারণ ঘটত না, যদি না এত বড় বিপদে আজ আমি বিপন্ন হতাম। আজ আমার লজ্জা সঙ্কোচ মান অপমানের কথা ভাবা চলে না; কারণ, জীবন মরণের চেয়েও বড় সঙ্কট আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েচে।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের একজন দূর-আত্মীয়। তিনি বলেন যে, আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে; আর দু তিন দিন আগে তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন। এই প্রমথদাদাই কিছুদিন থেকে আমার জীবনে মহা সঙ্কটের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

প্রমথদাদাকে আমি একটুও ভয় করিনে ; অবহেলার সঙ্গে তাঁকে রোধ করবার শক্তি আমার আছে, তা আমি জানি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমার জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে।

প্রমথদাদা বড়মানুষ ; আর আমার বাবা দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত। যখন-তখন যথেষ্ট ভাবে বাবাকে অর্থ সাহায্য ক'রে প্রমথদাদা বাবাকে আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু এই অর্থ পাওয়ার চাবি হচ্ছি আমি ; আমি চাইলেই প্রমথদাদা টাকা দেন। সেই জন্যে আমাকেই প্রতিবার টাকা চাইতে হয়।

এই যে টাকা চাওয়া আর টাকা দেওয়ার তলে তলে একটা অন্যায় উদ্দেশ্য রয়েছে, এ সকলেরই জানা আছে ; এ প্রমথদাদা জানেন, বাবা জানেন, আমি জানি, এমন কি মা পর্য্যন্ত জানেন। অথচ এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ একেবারে নিরুপায় !

এই যে অল্প অল্প ক'রে প্রমথদাদার হাতে নিজেকে বিক্রী করা এ আমাকে পাগল ক'রে দেবার মত করেছে ! প্রমথদাদার টাকা আত্মসাৎ ক'রে কোন রকমে প্রমথদাদার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, প্রমথদাদার হাতে যাওয়ার চেয়েও আমার মন্দ ব'লে মনে হয়। বাবা মা জানেন আমি ঠিক আছি, প্রমথদাদাও জানেন আমি ঠিক আছি। কিন্তু আমি এ'কে ঠিক থাকা মনে করি নে। মেয়েমানুষের মর্য্যাদা নিয়ে জুয়াচুরী খেলার চেয়ে মেয়েমানুষের পক্ষে মহাপাতক আর কিছুই হতে পারে না !

প্রমথদাদার পক্ষ থেকে আমার উপর জুলুম-জবরদস্তি কিছু নেই ; তিনি ত্যাগের দ্বারা আমাকে আয়ত্ত করতে চান। কিন্তু তা'তে কি আসে যায় ? নরকের পথ প্রশস্ত হলেও নরক যা' তা'-ই।

প্রমথদাদা বলেন, স্বর্গ-নরক নেই, পাপ-পুণ্য নেই, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম নেই, এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত নেই। তিনি বলেন, এ সব শুধু সমাজ-রক্ষার জন্যে মানুষের ফাঁকিবাজি। আমি তাঁকে বলেছি যে, আমি তাঁর এ কথা একেবারেই মানি নে।

প্রমথদাদা চিরদিনের জন্যে আমার সব ভার নিতে প্রস্তুত আছেন। আমার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকারও তিনি করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেইটেই যে আমার পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ! আমি সতী, আমি সাধ্বী—আমি ধর্ম্ম বিশ্বাস করি, ঈশ্বর বিশ্বাস করি,—আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী,—আমার কোন্ পাপে এ সব কথা আমাকে কানে শুনতে হয়!

কিন্তু এ দোটানা জীবনও আমার অসহ্য হয়েছে! স্বর্গের কল্পনা মনের মধ্যে বহন ক'রে নরকের বিভীষিকা সহ্য করা বড় কষ্টকর!

তাই আমি আজ আমার এ মহাবিপদে মান অপমান অভিমান সমস্ত ভুলে আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন! আপনি আমার স্বামী, আপনার কর্ত্তব্য আমাকে রক্ষা করা, বিশেষতঃ এ রকম বিপদে। আপনার স্ত্রী ব'লে আমার যে অধিকার আছে, আমি স্পষ্ট ভাবে আজ সে অধিকারের সম্পূর্ণ আশ্রয় চাচ্ছি। এর পরেও আপনি যদি উদাসীন থাকেন, তা হলে প্রত্যবায়ের দায়ী আপনি হবেন।

আমি আজ, রবিবার, রাত্রি বারোটার সময়ে বাড়ীর সদর দরজা খুলে ফুটপাথে এসে দাঁড়াব, আপনি পূর্ব্ব থেকে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাকে সঙ্গে ক'রে যেখানে নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাবেন। সে সময়ে প্রমথদাদাও আমার জন্যে পথে অপেক্ষা ক'রে

থাকবেন। স্বর্গ অদৃষ্টে না থাকলে, অগত্যা নরকেই প্রবেশ করতে হবে।

আমি ধর্ম্মে বিশ্বাস করি ব'লে আমার বিশ্বাস যে, আমি আপনার আশ্রয় পাব। পরকালে বিশ্বাস করি ব'লে ইহকালের যন্ত্রণা এত দিন এক-রকম ক'রে সহ্য ক'রে এসেছি। আমার সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণা ওলট-পালট ক'রে দেবেন না।

আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনি স্বামী, তাই অকপটে সমস্ত কথা আপনাকে জানালাম, আর আমার জীবন মরণের সমস্তা আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ইতি

শ্রীচরণাশ্রয়প্রার্থিনী

শ্রীমতী অমলাবালা দেবী

রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত জাগিয়া অমলা দুইখানি চিঠি অনুলিপি করিল এবং প্রত্যুষে তন্মধ্যে একখানি ডাকযোগে বিজয়নাথের নামে পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর পুরাতন বিশ্বস্তা পরিচারিকা যশোদাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অমলা তাহার দুই হস্ত চাপিয়া ধরিল।

"যশোদা, তুই আমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিস্, আমার একটা কাজ তোকে ক'রে দিতেই হবে!" তাহার পর একখানা পাঁচ টাকার নোট যশোদার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এখন তোকে পাঁচটাকা দিলাম ; কাজ হয়ে গেলে আরও পাঁচ টাকা দোবো।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যশোদা বলিল, "কি কাজ দিদিমণি?" একটা কাজের জন্তে দশটাকা পুরস্কার লাভ তাহার ইহজীবনের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত।

অপর চিঠিখানা যশোদার হস্তে দিয়া অমলা বলিল, "এই চিঠিখানা যেমন ক'রে পারিস আজ দুপুরবেলার মধ্যে বউবাজারে গিয়ে তাঁর হাতে তোকে নিজে দিয়ে আসতে হবে।"

"জামাইবাবুকে ?"

"হ্যাঁ। পারিবে নে ?"

"এ আর পারব না! কিন্তু এ টাকা আমি কখনই নোব না দিদিমণি! জামাইবাবু যখন তোমাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবেন, তখন আমাকে যা দেবে তাই নোব।" বলিয়া নোটখানা যশোদা ফিরাইয়া দিল।

অমলা কিন্তু কিছুতেই শুনিল না ; অবশেষে জোর করিয়া যশোদার অঞ্চলে নোটখানা বাঁধিয়া দিল।

"বাড়ী চিন্‌তে পারবি ত যশোদা ?"

যশোদা বলিল, "কতবার তত্ত্ব নিয়ে গেছি, বাড়ী চিন্‌তে পারব না কি বল গো ?"

"তাঁকে চিন্‌তে পারবি ?"

"না! সেইটেই ভুল ক'রে তোমার শ্বশুরের হাতে চিঠিখানা দিয়ে আস্‌ব!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোদা প্রস্থানোন্তত হইল।

যশোদাকে অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া ফিরাইয়া অমলা বলিল, "এ কথা যেন আর কেউ টের না পায় যশোদা। আর, চিঠিখানা তুই নিজের হাতে তাঁকে দিবি, আর দিয়ে এসে আমাকে বলবি, তবে হবে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তবে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" বলিয়া যশোদা প্রস্থান করিল।

বৈকালে আসিয়া যশোদা অমলাকে জানাইল যে, যথাদেশ কর্ত্তব্য পালন সে করিয়াছে।

বারম্বার নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া অবশেষে অমলা সন্তুষ্ট হইল যে, তাহার চিঠি বিজয়নাথের হস্তে ঠিক পৌঁছিয়াছে।

কম্পিত হৃদয়ে অমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে কিছু বললেন ?"

"চিঠিখানা পকেটে রেখে বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও।"

"চিঠি তোর সমুখে পড়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তা পড়েছিলেন।"

আহারের পরেই প্রমথ তাহার বাসায় উঠিয়া গিয়াছিল। হরমোহন এবং প্রভাবতী অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুতেই সে নিবৃত্ত হয় নাই। যাইবার পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোটখানা অমলা নিজেই চাহিয়া লইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর প্রমথ আসিল এবং সুবিধামত অমলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অমলা তাহাকে রাত্রি বারটার সময়ে গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে বলিল।

অসীম উল্লাস বক্ষের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া প্রমথ বলিল, "নিশ্চয় যাবে ত' অমলা ?"

আরক্ত কঠিন মুখে অমলা বলিল, "বললাম ত' যদি দরকার হয়।"

অমলার আকৃতি দেখিয়া এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রমথর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না ; শুধু বলিল, "আচ্ছা। আমি নিশ্চয় অপেক্ষা ক'রে থাকব।"

প্রমথর সহিত কথার পর অমলা ক্ষণকাল বুদ্ধিহতর মত চুপ করিয়া একলা বসিয়া রহিল। সে যে এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছে এবং অতঃপর কি করিবে, তাহা ভাল করিয়া ধারণা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার লোপ পাইবার উপক্রম করিল। কয়েক ঘণ্টা পরেই যে মহা সমস্যার সময় আসিবে, তাহার কথা মনে ভাবিবার সাহসও তাহার রহিল না। সে নিজেই জীবন ও মৃত্যুকে একই সময়ে আহ্বান করিয়াছে,—অদৃষ্টে কি আছে, কাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, কে জানে!

কিন্তু স্বল্পাবশিষ্ট সময়টুকু যতই ক্ষয় পাইতে লাগিল, ততই অমলা তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা অনুভব করিতে লাগিল। আসন্ন সম্ভাবনার সমাধান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না। রাত্রে ছায়া দর্শন করিয়া ভীত হইয়া মানুষে যেমন কখন-কখন ভ্রম নিরাকরণের জন্য ছুটিয়া গিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া দেখে, তেমনি অমলার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তখনি কোন রূপে রাত্রি বারটার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাহার ভয়াবহ ভবিষ্যতের অদৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হয়! কিছুক্ষণ পরে যখন সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই হইবে, তখন ক্ষণকালের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া কি ফল! মানুষের মনে ভয়াবহের প্রতি যে দুরতিক্রমণীয় আকর্ষণ আছে, অমলা মনের মধ্যে সেই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। এই অধৈর্য্যতার মধ্য হইতে ক্রমশঃ সে মনের মধ্যে একটা শক্তিও লাভ করিল।

সুরেশ বাহিরের ঘরে মাষ্টারের নিকট পড়া করিতেছিল। সে উপরে

আসিলে অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত অমলা তাহাকে ক্ষণকাল আদর করিল। তাহার পর যে-সব জিনিষ বহুদিন হইতে সুরেশের লোভ এবং প্রশংসা উদ্রিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, অথচ পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, অমলা দুই হস্তে সে সব জিনিষ সুরেশকে দান করিতে লাগিল।

দানের অমিততা সুরেশকে পীড়ন করিল।

সে সবিস্ময়ে বলিল, "এ সব দিয়ে দিচ্ছ কেন দিদি ? তোমার আর দরকার নেই ?"

"আমি যে এখন বড় হয়েছি ভাই ! এ সবে আমার আর দরকার নেই। কিন্তু খবরদার, আজ যেন মাকে বাবাকে এ-সব দেখাস নে।"

"কেন ?"

কোনও কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া অমলা কহিল, "আজ দেখাতে নেই।"

"কাল সকালে দেখাতে আছে ?"

"তা আছে।" বলিয়া অমলা তাহার উদ্বেল অশ্রু চাপিবার জন্য তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

হরমোহনের সহিত অমলা কিছুক্ষণ কথা কহিল। কিন্তু প্রভাবতীর নিকট গিয়া বসিতেই, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ এবং চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

ঈষৎ বিস্মিত হইয়া প্রভাবতী বলিলেন, "এসেই চ'লে যাচ্ছিস্ যে অমলা ? কোনও কথা ছিল ?"

কোনও প্রকারে একটি মাত্র 'না' বলিয়া অমলা প্রস্থান করিল। মনে মনে বলিল, 'মা, তোমার পাপিষ্ঠা মেয়েকে ক্ষমা কোরো ! হয় ত' আর এ জীবনেই তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়ে উঠ্‌বে না ! আজ

তোমার সঙ্গে কথা কইতে গেলে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না!'

সকলে শয়ন করিলে, অমলা নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পিতা মাতাকে দুইখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। কোথায় যাইতেছে, কাহার সহিত যাইতেছে, কিছুই লিখিল না,—শুধু লিখিল, কেন যাইতেছে। 'এ জীবন অসহ্য হয়েছে—তাই এ জীবন ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি।' তাহার পর ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রণাম। লিখিল, 'আমি যে তোমাদের মনের মত হ'য়ে থাকতে পারলাম না, তার জন্তে আমিই অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করো।'

পত্র লেখা শেষ হইলে, পত্র দুইখানি এবং মাণিকলালের হ্যাণ্ডনোট টেবিলের উপর রাখিয়া তদুপরি চাবির রিং স্থাপন করিয়া অমলা দেখিল, ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে।

আর আধ ঘণ্টা!

অমলার দেহের মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল, এবং তাহার পরেই একটা গভীর অবসন্নতায় সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া আসিল। মনে হইল, যে শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তথায় রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া আসিতেছে!. সমস্ত শরীরটা ভার বোধ হইতে লাগিল এবং শীত-শীত করিতে লাগিল।

দেহ পাছে বিকল হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় অমলা উঠিয়া পাদ-চারণা করিতে গেল; কিন্তু মনে হইল, দুই পায়ে কেহ যেন পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে! অতি কষ্টে পা টানিয়া টানিয়া সে কোন মতে তাহার গতিশক্তি বাঁচাইয়া রাখিল।

তৎপরে সে যখন বারান্দায় আসিয়া ঘড়ি দেখিল, তখন বারটা

বাজিতে দশ মিনিট বাকি। আর দেরী করা চলে না! দেহের এই নিরবলম্ব অবস্থায়, উপর হইতে নামিয়া পথে বাহির হইতে কত সময় লাগিবে, কে জানে!

ঘর হইতে বাহির হইতে গিয়া অমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। কি যে তাহার দেখিবার ছিল, এবং কি যে সে দেখিল, তাহা সে নিজেই বুঝিল না! ঘর-ভরা সামগ্রী উদাস অবগাঢ় ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অমলার ঘর হইতে সিঁড়ির পথে যাইতে মধ্যে হরমোহনের ঘর পড়ে। তথায় একবার দাঁড়াইয়া, অমলা দ্বারে মস্তক ঠেকাইয়া তাহার নিদ্রিত পিতামাতাকে প্রণাম করিল। তাহার পর নিগড়বদ্ধ বন্দীর মত সিঁড়ির হাতল জড়াইয়া জড়াইয়া নীচে নামিয়া গেল। বাকি রহিল, সদর দরজার অর্গল খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়া! অর্গলে হাত দিয়া অমলার মাথাটা ঘুরিয়া গেল,—মনে হইল, চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সে তাহার তন্দ্রাহত শক্তিকে ক্ষণকালের জন্য জাগ্রত রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন প্রকারে দেহটাকে দ্বারের অপর দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেই হইবে। তাহার পর অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন! কিন্তু দ্বারের এদিকে আর নয়,—আর নয়!

রাজপথ তখন জনশূন্য, নিস্তব্ধ। পথের দুই ধারে গ্যাসের বাত্তি দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং উপরে নক্ষত্র-খচিত স্তব্ধ আকাশ আসন্ন-অভিনয়-দৃশ্যের উপর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিয়াছে।

উপরে বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিতে লাগিল। খট্‌ করিয়া দ্বারের শব্দ হইল, এবং পরমুহূর্ত্তেই অমলা ফুটপাথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দরজাটা খোলাই থাকিয়া গেল, ভেজাইয়া দিবার কথা পর্য্যন্ত তাহার মনে রহিল না।

অদূরে একটা বৃহৎ মোটরকার উদ্যত হইয়া ছিল; অমলাকে দেখিবামাত্র সবেগে ছুটিয়া আসিয়া অমলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণস্বরে অমলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে?—কে তুমি?"

"আমি বিজয়নাথ!"

"আমাকে ধর! তুলে নাও!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বিজয়নাথ নামিয়া আসিয়া, বাহু-বন্ধনে অমলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, মোটরকারে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইল।

পথের অপর দিকে একটা সেকেণ্ডক্লাস বন্ধ গাড়ী হইতে প্রমথ লাফাইয়া পড়িয়া মোটরের নিকট ছুটিয়া আসিল।

"অমলা! অমলা! আমি এখানে!"

কিন্তু তখন মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রমথকে দেখিয়া মুখ বাহির করিয়া বিজয়নাথ উচ্চ স্বরে বলিল, "বন্ধু, সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা কোরো ; কথা আছে।"

তাহার পর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, অমলা অচৈতন্ত সংজ্ঞাহীন হইয়া নত মস্তকে সীটের পার্শ্বে হেলিয়া রহিয়াছে। দুই হস্তে তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক তুলিয়া লইয়া নিজ বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বিজয়নাথ বলিল, "অমলা! অমলা! কি করছ?—শক্ত হও!"

সম্ভবত: অমলা বিজয়নাথের ডাক শুনিতে পাইল। তাহা ছাড়া, তাহার মুখে-চক্ষে নিশীথের শীতল বায়ুও সবেগে লাগিতেছিল,—সে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিল।

বিজয়নাথ তেমনি বক্ষের উপর অমলার মস্তক ধরিয়া রাখিয়া তাহার মুখের উপর গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শান্ত হও! আর ভয় কি?"

কোনও কথা না বলিয়া অমলা স্তব্ধ হইয়া বিজয়নাথের বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে মোটর একটা বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। যতটা মনে পড়িল,—অমলা দেখিল, এ তাহার বউবাজারের শ্বশুরালয় নহে।

গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া একজন পুরুষমানুষ এবং একজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা করিতেছিল।

বিজয়নাথ গাড়ীর ভিতর হইতে বলিল, "দিদি, তুমি এসে ধ'রে নিয়ে যাও।"

এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না ; কারণ, বিনোদিনী আপনিই

নামিয়া আসিতেছিল। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া অমলাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া বিনোদিনী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এস, ভাই, এস। বুঝতে পারছ না? তোমার দিদির বাড়ী। এসেছিলে ত দুবার।"

অমলা বুঝিতে পারিয়া নত হইয়া দুই হস্তে বিনোদিনীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

বিনোদিনীর স্বামী ব্রজবিলাস সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া প্রফুল্লমুখে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিল। অমলা নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই, তাহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া সে বলিল, "সাবাশ! সাবাশ! তোমার মত তেজী আরও দু'চারটি মেয়ে বাংলাদেশে থাকলে, এই বিজয়ের মত সম্বন্ধীরা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তোমার চিঠি প'ড়ে আমি যে আজ কত খুসী হয়েছি, তা বলতে পারি নে! এই রকমই ত চাই! আমি তোমাকে সসম্মানে আমার বাড়ীতে আহ্বান করছি! আজ সন্ধ্যা থেকে আমি নিজের হাতে তোমার ঘর সাজিয়েছি। এস!"

ব্রজবিলাসের কথা শুনিয়া অমলার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; বিজয়নাথের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল।

সমাপ্ত